অমর
চিত্র
কথা

রামায়ণ

বিশেষ সংখ্যা নং ৪ টা.৯.০০

রামায়ণ

সংস্কৃতে লেখা প্রথম কাব্য হিসাবে রামায়ণকে আদিকাব্য বলা হয়। রামায়ণের রচয়িতা ছিলেন বাল্মীকি। ব্রহ্মা নাকি বাল্মীকিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, যতোদিন সব পাহাড় খাড়া থাকবে আর নদীর ধারা বইবে ততোদিন মানুষ রামায়ণ পড়বে। পুরাণে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করলেও বাল্মীকি তাঁকে দেবতা করেন নি। যে ক'টি শ্লোকে এ রকম উক্তি আছে সেগুলি প্রক্ষিপ্ত।

রামায়ণে বাল কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দর কাণ্ড ও যুদ্ধ কাণ্ড—এই ছয় কাণ্ডে ভাগ করা চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। এরপরের উত্তর কাণ্ড সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

বাল্মীকির মহাকাব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরে তুলসীদাস, দক্ষিণে কামবান ও পূর্বে কৃত্তিবাস হিন্দি তামিল ও বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন। রামায়ণের গভীর ও স্থায়ী প্রভাবে শুধু ভারতময় নানা মন্দিরে নয়, যবদ্বীপ ইন্দোনেশিয়া ও কাম্পুচিয়ার আঙ্কোরভাটে রামায়ণের কাহিনীমূলক বহু প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য জাতীয় শিল্পনিদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে॥

সম্পাদক
অনন্ত পাই
ও
অনুবাদ
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বর্ণলিপি
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

BENG

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor: Anant Pai Script: Subba Rao Artworks: Pratap Mulick
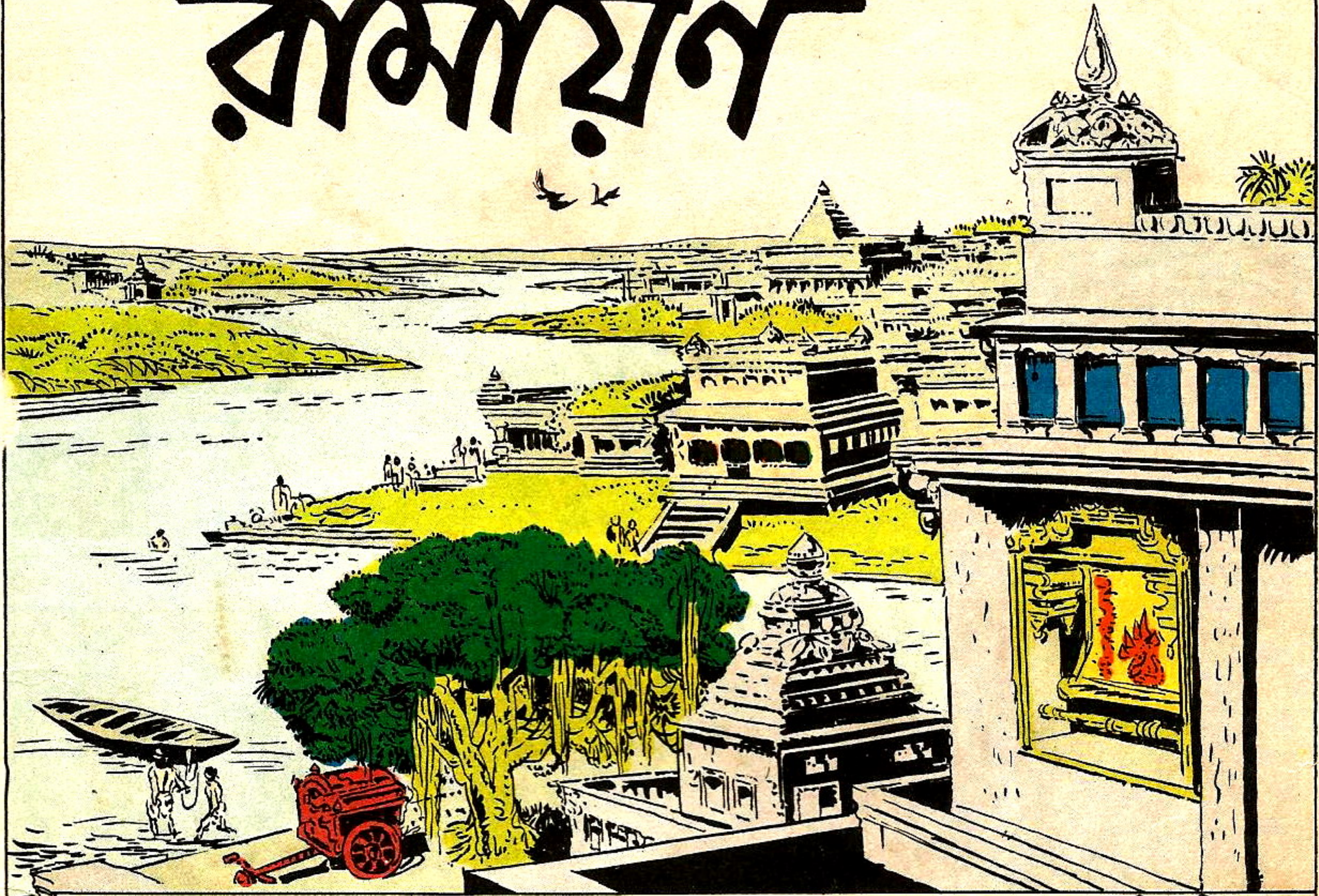
রামায়ণ

প্রাচীন ভারতের এক সমৃদ্ধ রাজ্য কোশলে রাজত্ব করতেন রাজা দশরথ। সরযূ নদীর তীরস্থ এ রাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যা।

দশরথের তিন রানীর কারও কোনও সন্তান হয় নি, তাই তিনি এক যজ্ঞ করবার সঙ্কল্প করলেন।

জ্বলন্ত হোমাগ্নিকুণ্ড থেকে এক দিব্যপুরুষ বেরিয়ে এলেন।

দেবতাদের রন্ধন-করা এই পরমান্ন তোমার রানীদের খেতে দাও। তাহলেই তাঁরা সন্তানবতী হবেন।

দিব্যপুরুষ তারপর অন্তর্হিত হলেন।

রাজা সে পরমান্ন প্রথমে তাঁর বড় রানী কৌশল্যার কাছে নিয়ে গেলেন।

এর অর্ধেকটা খাও কৌশল্যা, তোমার সন্তান হবে।

অবশিষ্ট পরমান্ন তিনি অন্য দুই রানী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে খেতে দিলেন। যথাসময়ে চারটি সন্তানের জন্ম হলো। কৌশল্যার পুত্রের নাম হলো রাম আর কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হলো ভরত। সুমিত্রার যমজ দুই পুত্রের নাম হলো লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাজপুত্রেরা বেদ অধ্যয়ন করলেন।
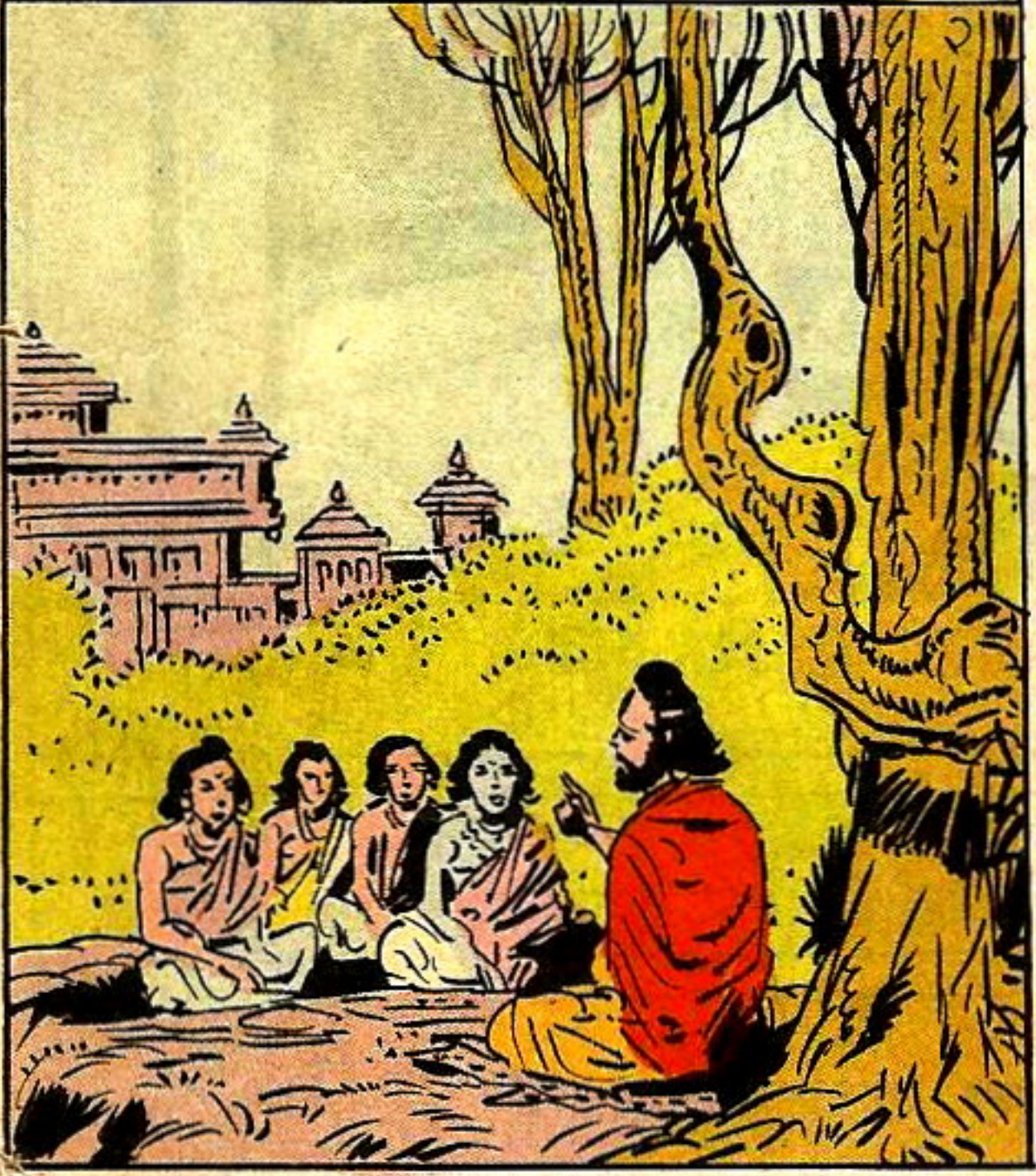
তাঁরা অশ্ব ও হস্তী চালনাও শিখলেন।
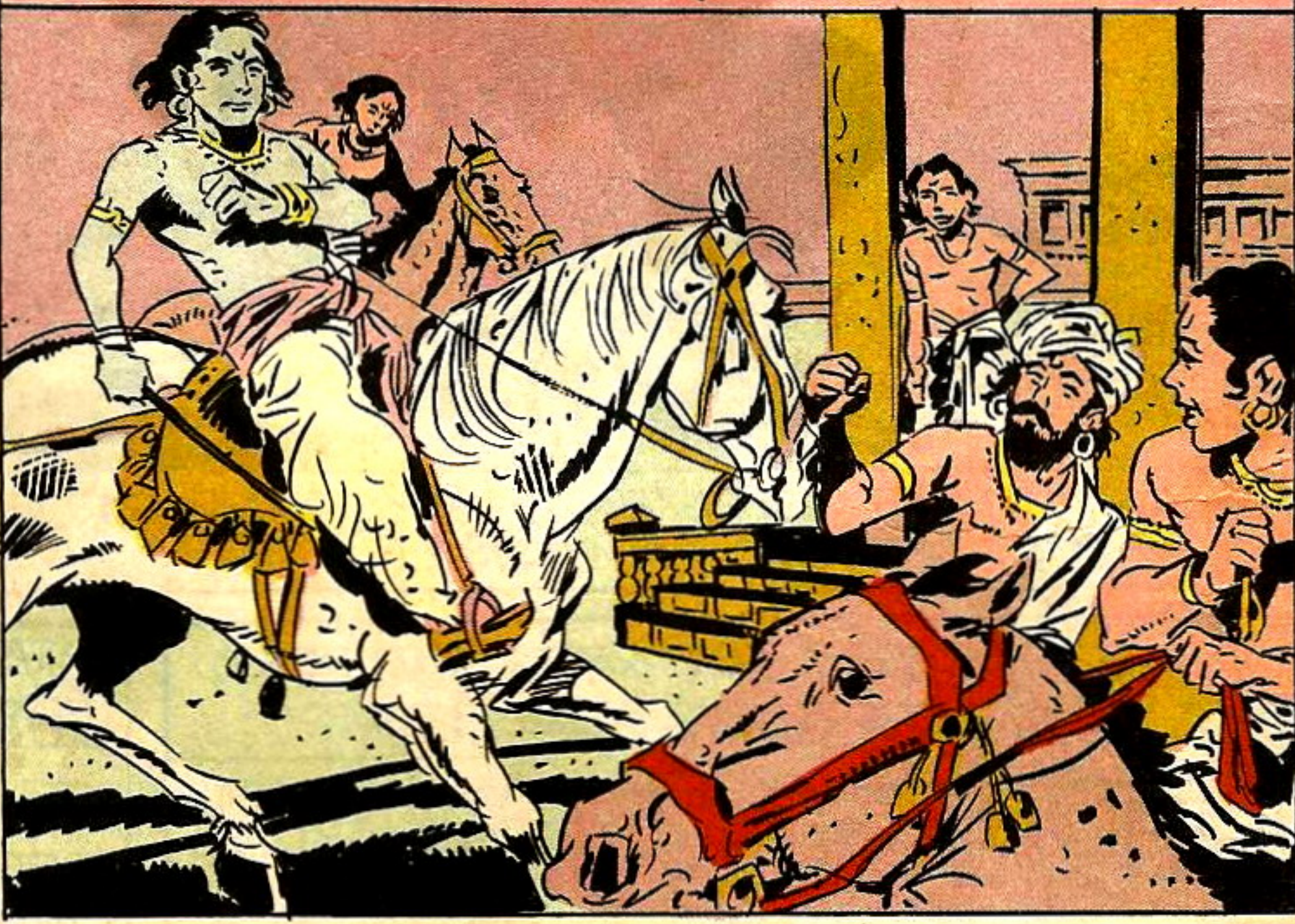
ষোলো বছর বয়স হতেই তাঁরা অস্ত্র বিশারদ হয়ে উঠলেন।

একদিন রাজা দশরথের রাজসভায় এক প্রাসাদ দ্বারী এসে জানালো —

মহারাজ, ঋষি বিশ্বামিত্র আপনাকে দর্শন দিতে এসেছেন।
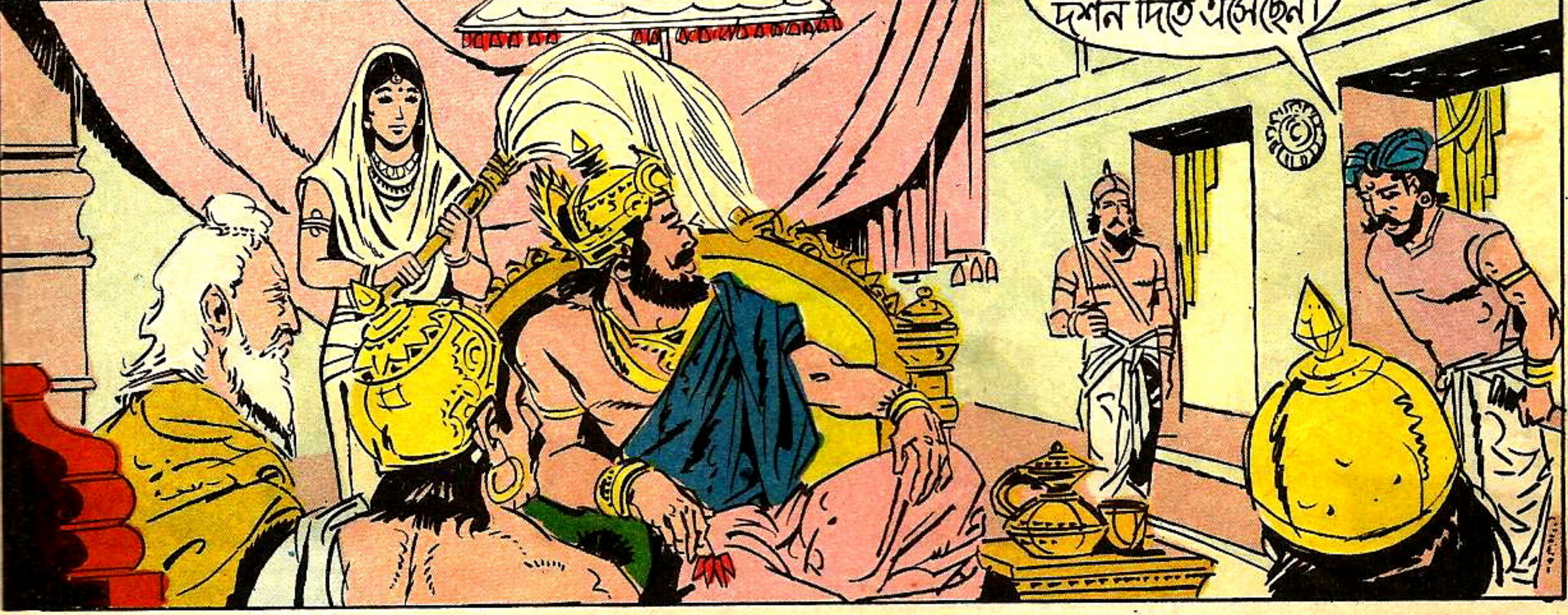
দশরথ বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হলেন।
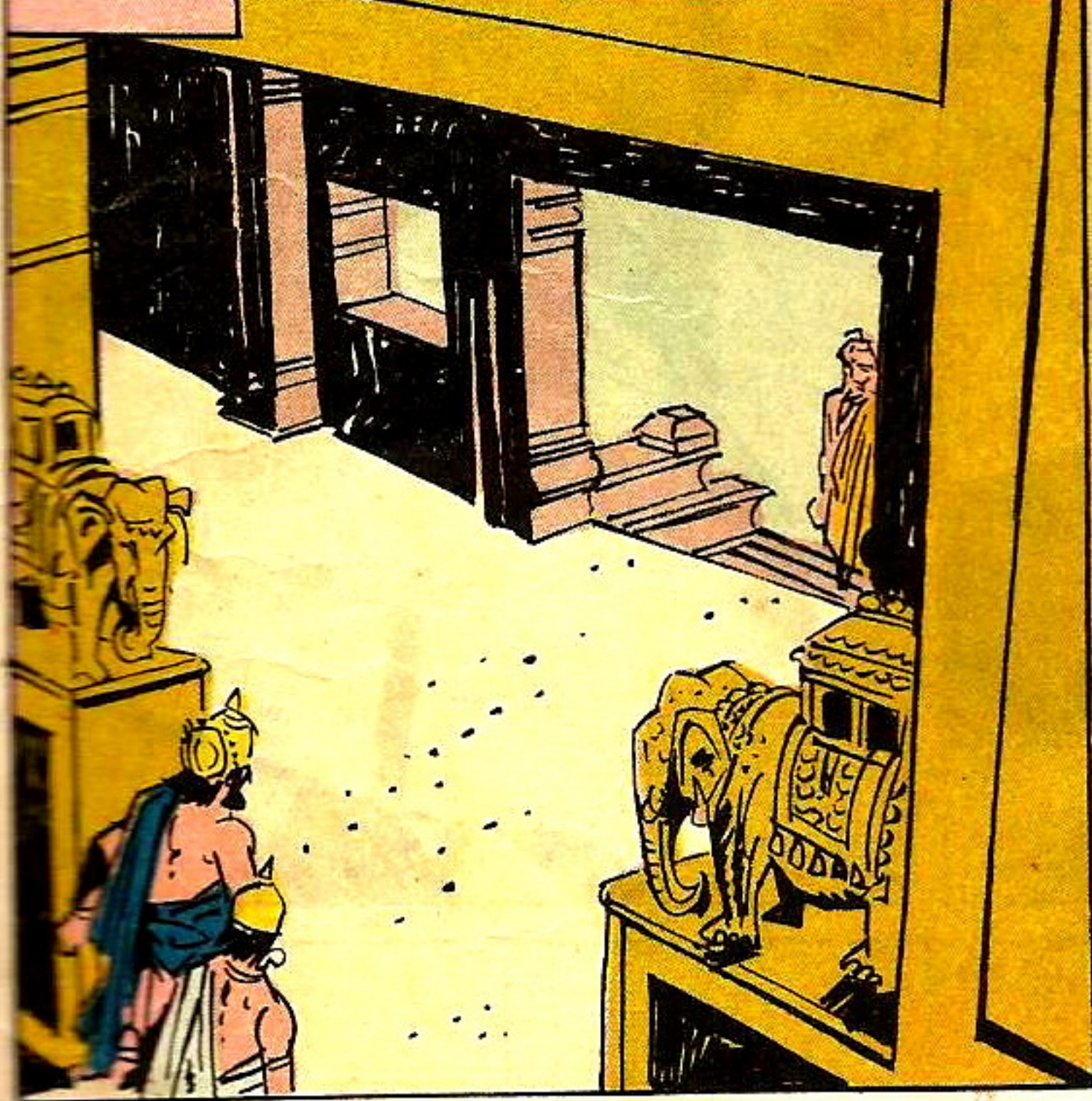
ঋষিবর সভায় আসন গ্রহনের পর দশরথ তাঁকে বললেন —

ঋষিবর, কি হেতু এসেছেন, বলুন। আপনার কি ইচ্ছে তা জানলে আমি সেটা এখনই পূরন করবো।
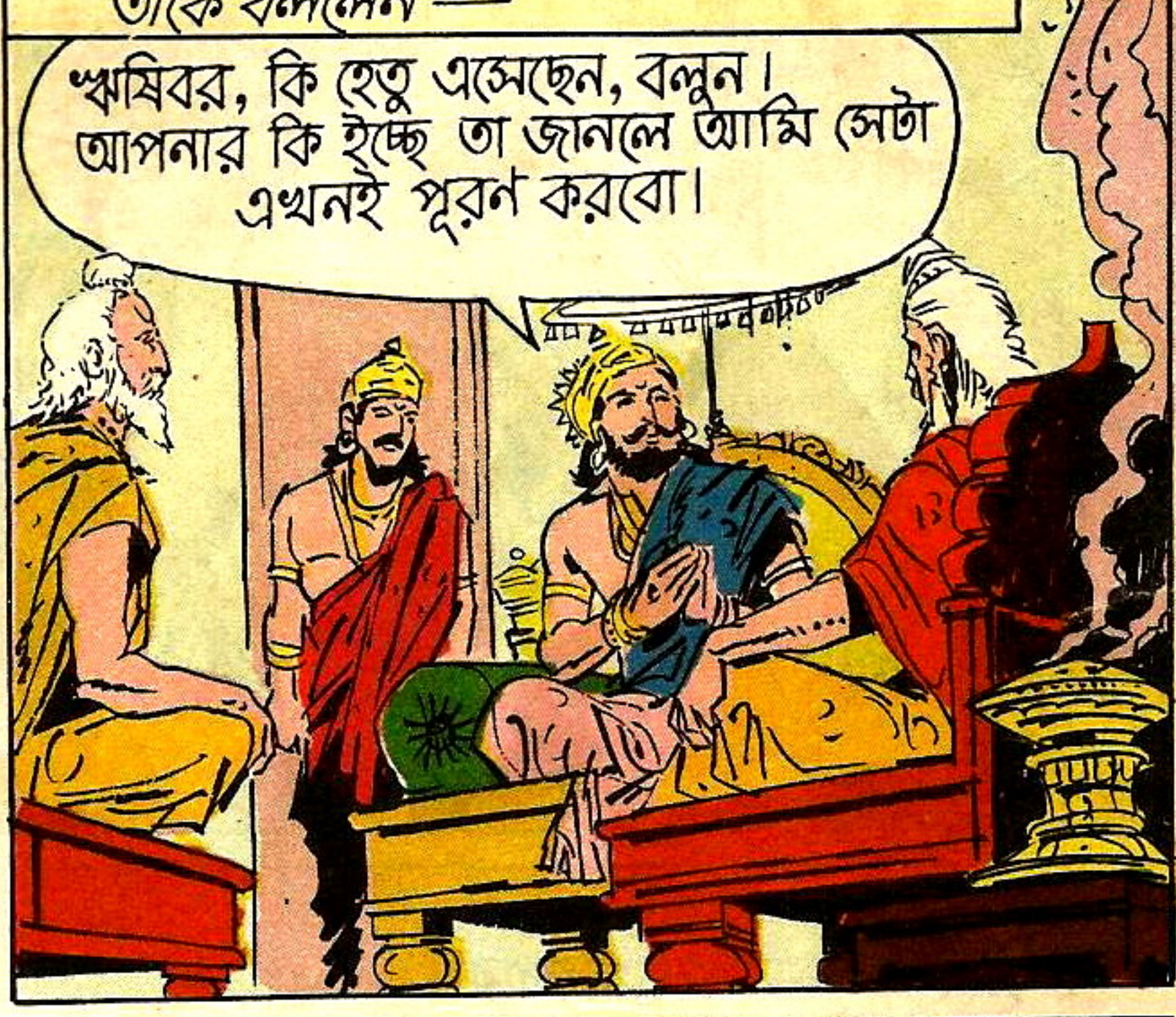
রাক্ষসেরা আমার যজ্ঞ নষ্ট করছে। প্রতিটি যজ্ঞ ঠিক পূর্ণ হবার সময় তারা বেদী অপবিত্র করে দিচ্ছে।
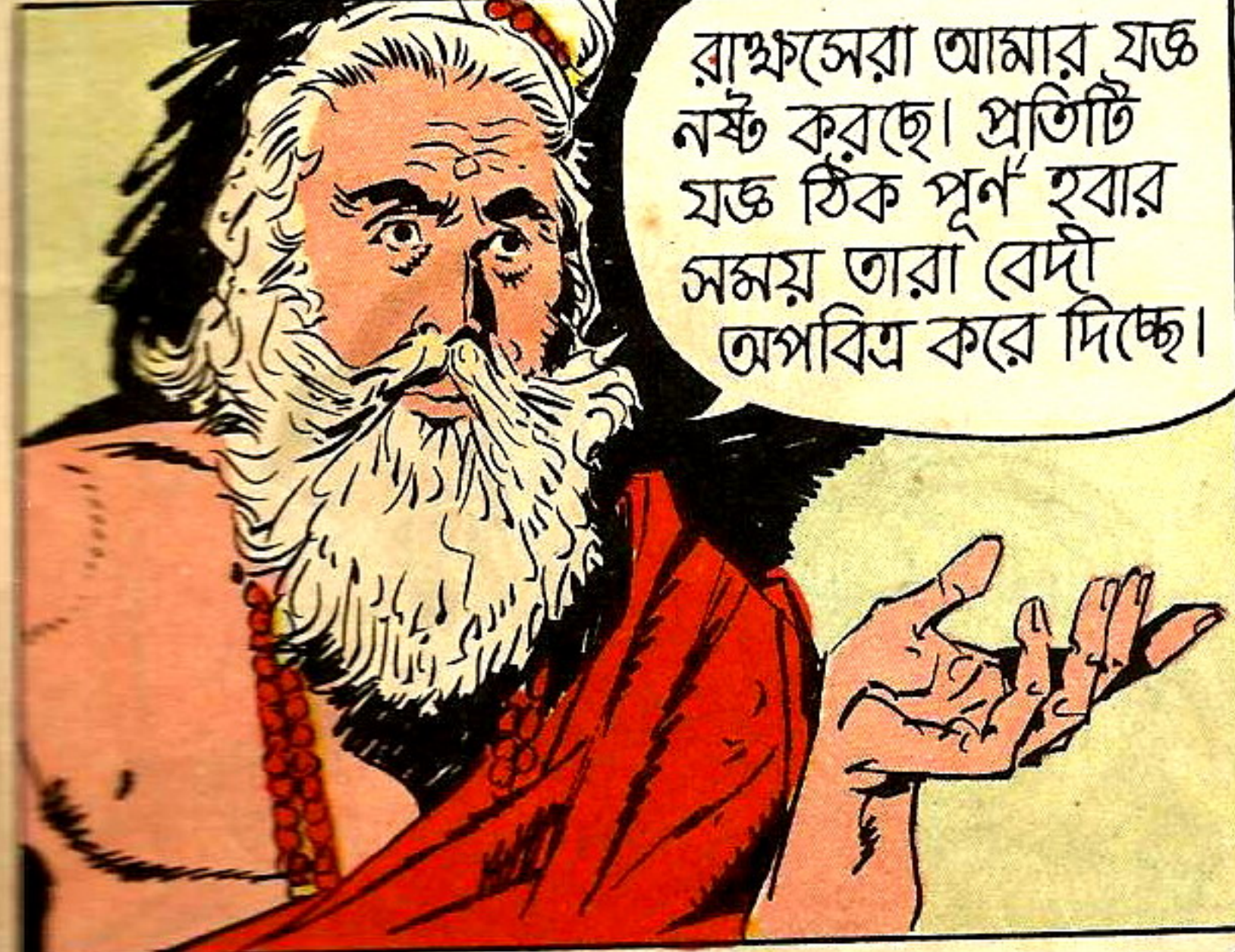
তাদের ধ্বংস করবার জন্যে আপনার পুত্র রামকে আমার সঙ্গে দিন।

না! না!

BENG

বিশ্বামিত্রের কথায় স্তম্ভিত হয়ে দশরথ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।
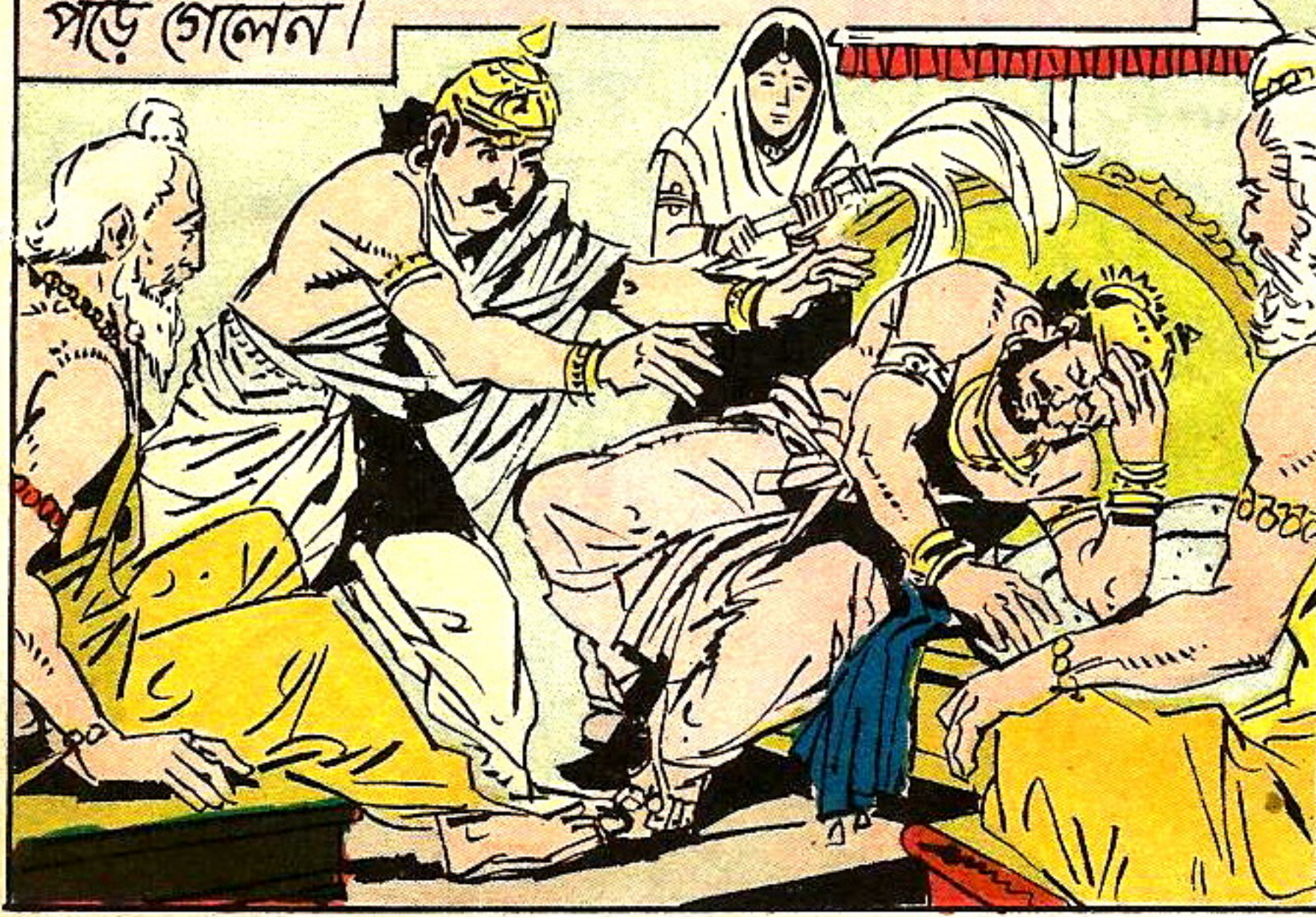
জ্ঞান হবার পর—

রামের বয়স এখনও ষোলো হয় নি। যুদ্ধ কেমন জানে না। রাক্ষসদের সঙ্গে সে লড়বে কেমন করে?

আমার সেনাদের নিন। যদি চান তো আমি নিজে গিয়ে পাপী রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। আমার প্রাণাধিক পুত্র রামকে শুধু রেহাই দিন।

রাম ছাড়া আর কেউ হলে চলবে না।

মহারাজ, আপনি কথার খেলাপ করছেন। আপনার মহৎ বংশের গৌরব এতে নষ্ট হচ্ছে। সত্যভঙ্গ করেছেন বলে আমি আপনাকে ত্যাগ করে যাচ্ছি।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এবার বাধা দিলেন।
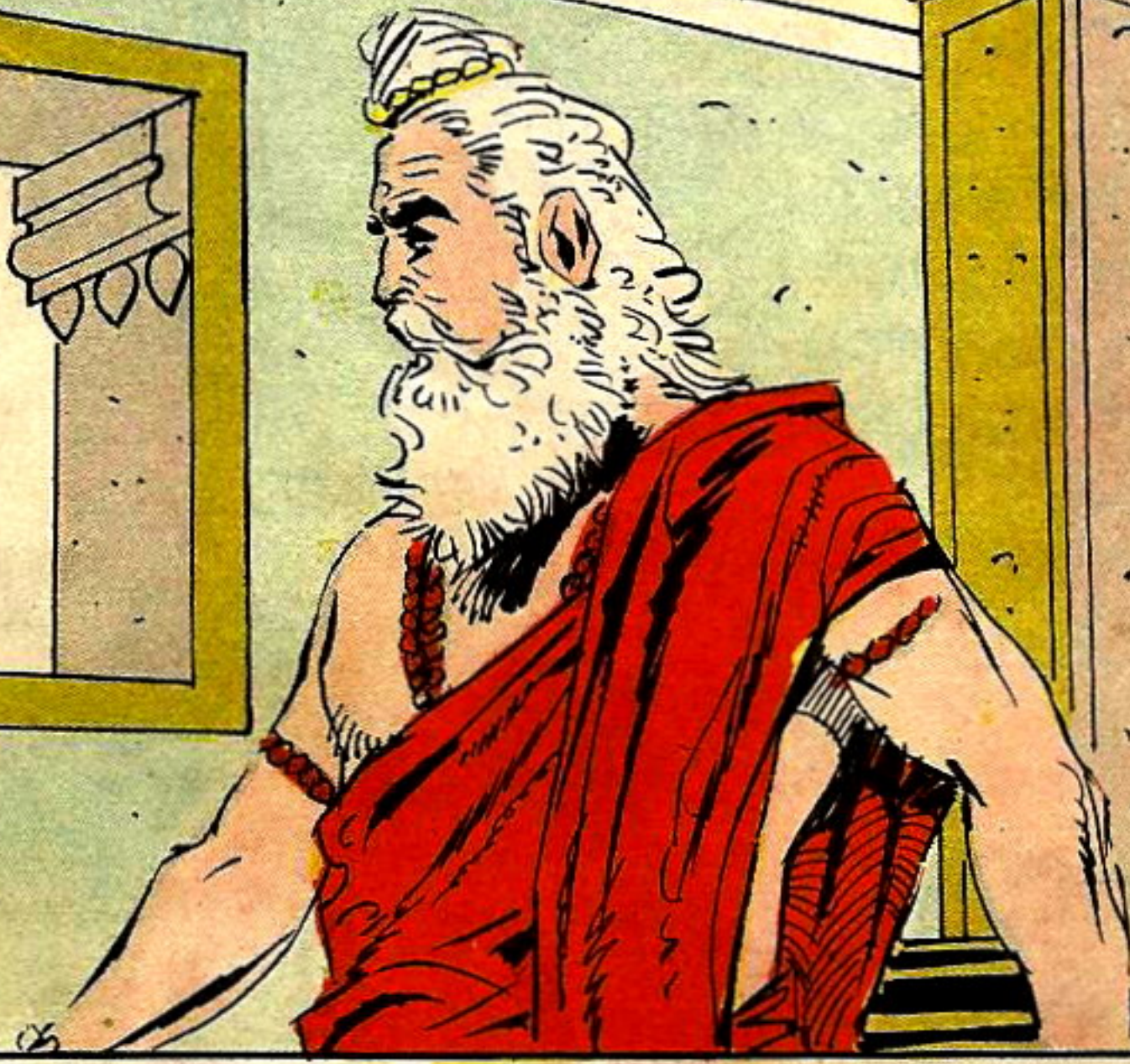
দাঁড়ান, বিশ্বামিত্র!

রাজা দশরথের কাছ থেকে অতৃপ্ত কেউ ফেরে না!

বশিষ্ঠ রাজাকে বললেন —

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গেলে আপনার পুত্রের কোনও অনিষ্ট হবে না। তিনি ইচ্ছে করলে নিজেই রাক্ষসদের ধ্বংস করতে পারেন।

রামের ভালোর জন্যেই তাকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে বিশ্বামিত্র এমন করে তাকে বেছে নিয়েছেন। মহারাজ, নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে রামকে যেতে দিন।

পরামর্শ মেনে দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়ে আনালেন।

বৎসগণ, ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করো।

অযোধ্যা থেকে তিন জনে তারপর গঙ্গা-সরযূ সঙ্গম পার হয়ে আরও অগ্রসর হলেন।

শোনো রাম, একদিন এখানে কতো না মানুষ থাকতো! দুষ্টা রাক্ষসী তাড়কা এই জনপদ ধ্বংস করেছে। তাকে বধ করে এই স্থান পুনরুদ্ধার করো।

যথা আজ্ঞা, ঋষিবর!

রাম তাঁর ধনুক তুলে টংকার দিলে সেই শব্দ বনের মধ্যে তাড়কার কানে পৌঁছলো।

টংকার!

কার এ আস্পর্ধা! আমি ওকে গিলে খাবো।

রামের দিকে ছুটে আসতে আসতে সে যা পাথরের ঝাঁক ছুঁড়লো রাম তা অনায়াসে কেটে ফেললো।

তাড়কা নিজেকে অদৃশ্য করে রামলক্ষ্মণের ওপর ভারী ভারী পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

ওকে মারো!

কিন্তু ও কোথায়?
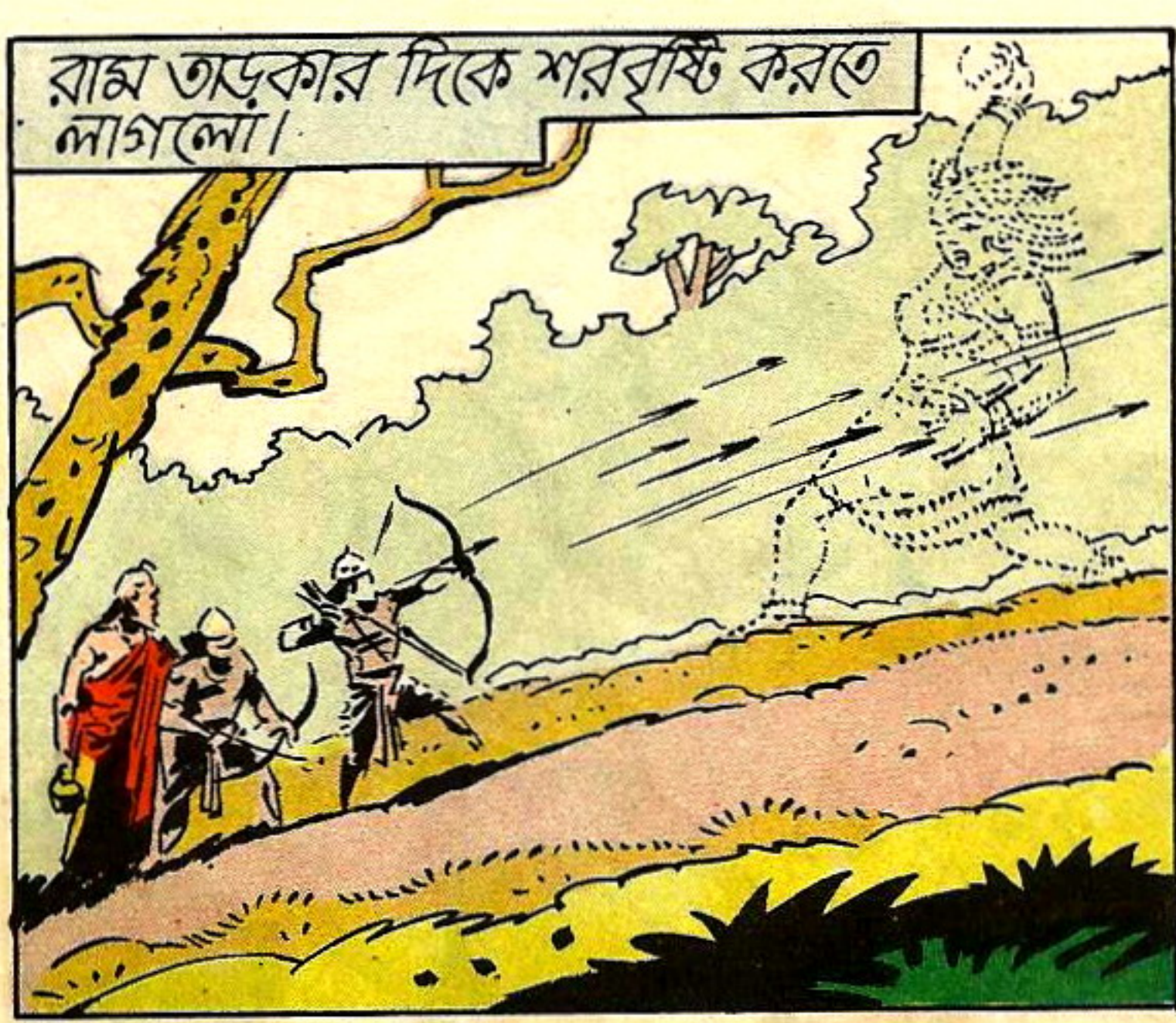
ঐ তো!

BENG

রাম তাড়কার দিকে শরবৃষ্টি করতে লাগলো।

কিন্তু তাড়কা তবুও হিংস্র-ভাবে এগিয়ে এলো।

তারপর রামের বাণে তার হৃদয় বিদ্ধ হলো।

...সে মরে পড়ে গেল।

রামের বীরত্বে প্রীত হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্রের রহস্যমন্ত্র জানালেন।

আবার যাত্রা শুরু করে অচিরে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পৌঁছে তাঁরা আশ্রমবাসীর অভ্যর্থনা পেলেন।

ঋষিবর, অবিলম্বে আপনার যজ্ঞ শুরু করুন। আপনার অনুষ্ঠান সফল হোক!

যজ্ঞ চলবার সময় রাম লক্ষ্মণ পাহারায় রইলেন। ছ' দিনের দিন—

লক্ষ্মণ, ঐ দেখো রাক্ষস!

ঝড়ের মুখে মেঘের মতো ওদের আমি ধ্বংস করবো!

রামের অব্যর্থ সন্ধান রাক্ষস মারীচকে এমন আঘাত করলো যে...

...সে শত ক্রোশ দূরের সমুদ্রে ছিটকে পড়লো।
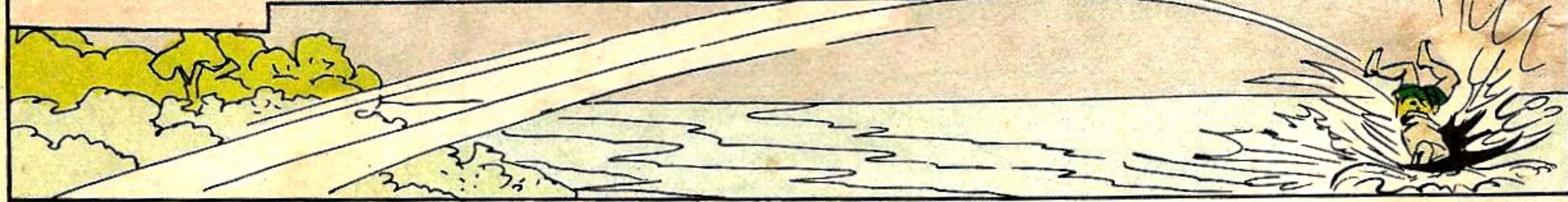
সুবাহু ও অন্য রাক্ষসেরাও তখন রামলক্ষ্মণের কাছে পরাজিত। ইতিমধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান সার্থক ভাবে সমাধা হয়েছে।

রাম, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করেছো বলে আমার ব্রত সফল হয়েছে। তোমার বীরত্বেই আমার সিদ্ধাশ্রমের* নাম আজ সার্থক।

আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি, ঋষিবর!

* যে আশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে সমাগত ঋষিরা এবার রামকে বললেন —

রাজপুত্র, আমরা মিথিলায় রাজা জনকের যজ্ঞানুষ্ঠানে যাচ্ছি। আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসুন না!

সানন্দে!

রাম লক্ষ্মণ সেজন্য বিশ্বামিত্র ও অন্য ঋষিদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। যাবার পথে ঋষিরা বিখ্যাত হরধনুর কথা বললেন। সেটি এখন জনকের কাছে আছে।

মিথিলায় গিয়ে হরধনুটি আমরা দেখতে পারি?

জনক রাজা অনুমতি দিলে পারবে।

মিথিলায় বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গী ঋষিদের অভ্যর্থনা করে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে জনক রাজা রামলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করলেন।

ঋষিবর, সাক্ষাৎ চন্দ্রসূর্যের মতো কারা এই রাজপুত্রেরা?

ওরা রাজা দশরথের সন্তান।

পরের দিন বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষ্মণ যজ্ঞবেদীতে জনক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

মহারাজ, রাজপুত্রেরা বিখ্যাত হরধনু দেখবার জন্য উদগ্রীব!

ঋষিবর, অনেক রাজাই হরধনুতে ছিলা পরাতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাম তা পারলে আমার কন্যা সীতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবো।

সীতা রাজা জনকের পালিতা কন্যা। এক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করবার সময় তিনি এক হল-রেখায় তাঁকে পেয়েছিলেন।

তারপর জনকরাজার আদেশে পাঁচ শ' জোয়ান, বিরাট হরধনু যার মধ্যে রাখা ছিল সেই আট চাকার কাষ্ঠাধারটি শহর থেকে নিয়ে এলো।

"ঋষিবর, এই সেই বিখ্যাত হরধনু। রাজপুত্রেরা এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
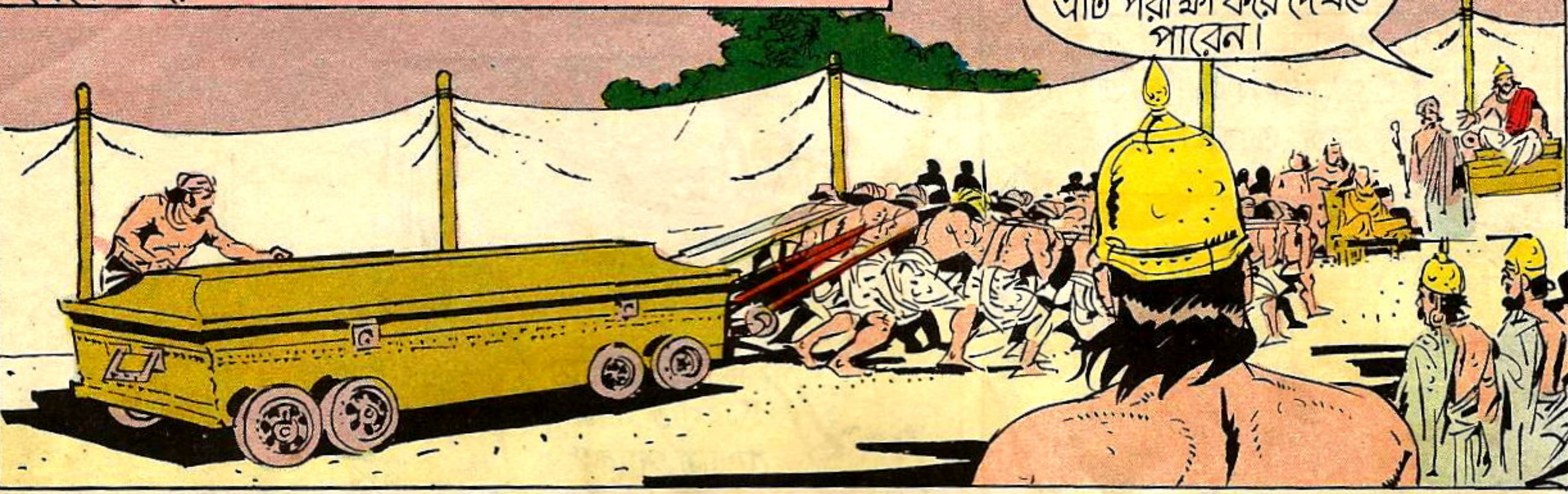
কাষ্ঠাধারটি খুলে রাম অনায়াসে হরধনুটি তুলে নিলেন।

...এমন কি রাম ধনুকে টংকার দিতেই...

BENG
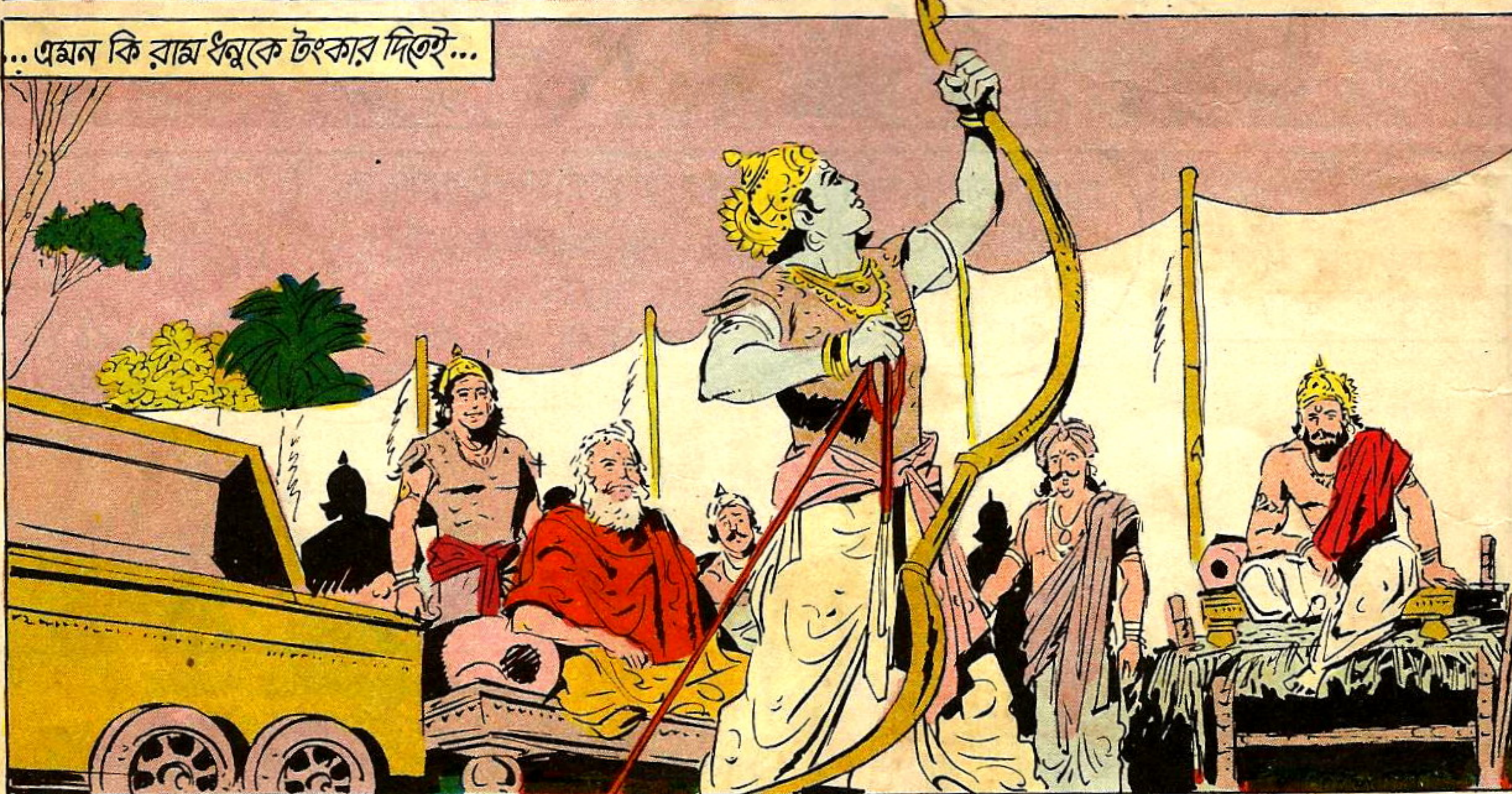
...পৃথিবী-কাঁপানো শব্দে ধনুকটি দু'খান হয়ে গেল।
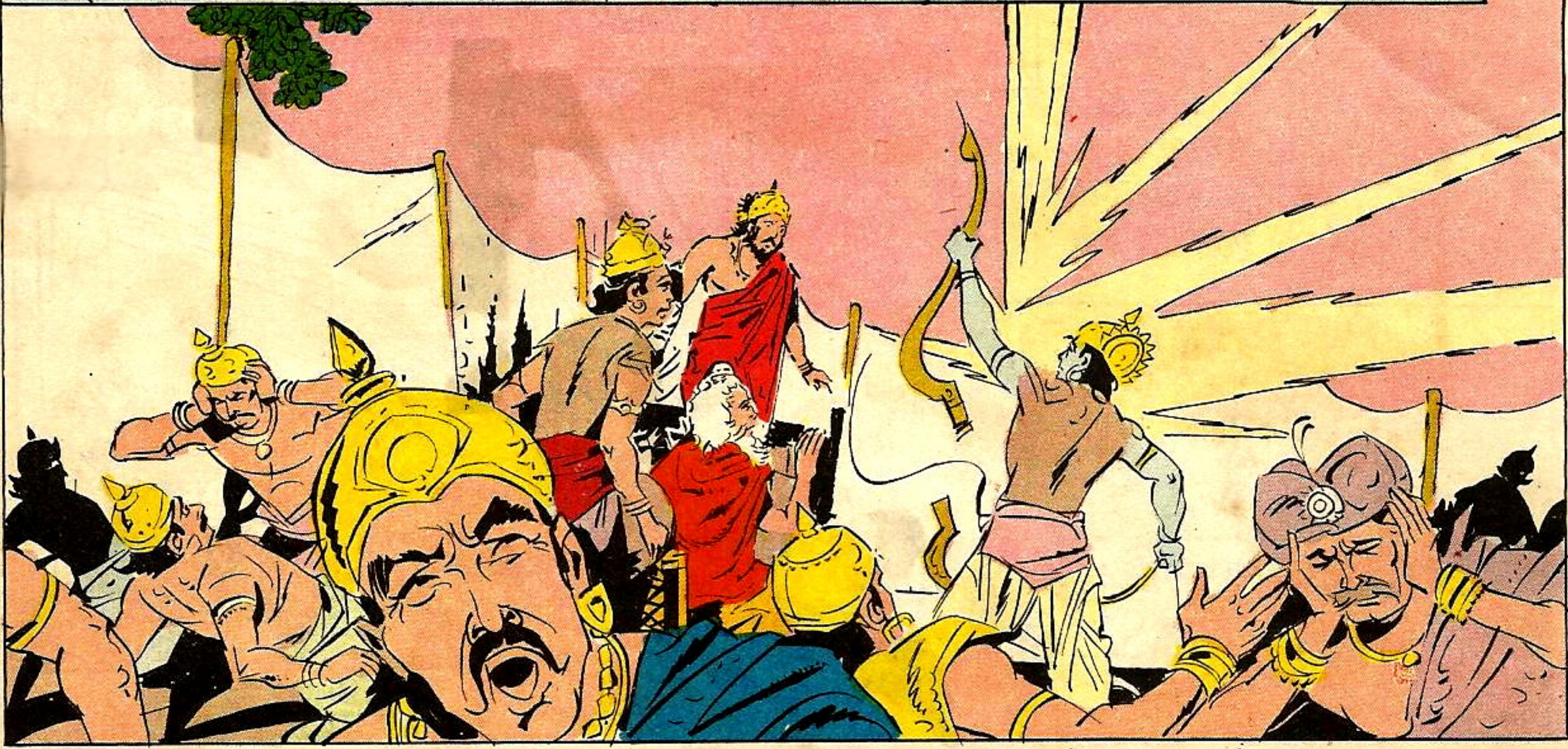
সুস্থির হবার পর জনকরাজা বিশ্বামিত্রকে বললেন—

এমন কীর্তি যে দেখলাম সে আমার সৌভাগ্য। আমার কন্যা সীতা রামকে পতিত্বে বরন করে আমার বংশের গৌরব বাড়াবে। আপনি অনুমতি দিলে এ সুসংবাদ আমি রাজা দশরথকে জানাবো।

যথাসময়ে রাজা দশরথ মিথিলার বিবাহসভায় উপস্থিত হলেন।

রাম, এই মুহূর্ত থেকে আমার কন্যা ধর্মপ্রাণা সীতা তোমার সঙ্গিনী হলো। সে ছায়ার মতো তোমাকে অনুসরন করবে। তোমরা দু'জনে সুখী হও।

লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাহ হলো সীতার ভগিনী ঊর্মিলার আর ভরত ও শত্রুঘ্ন জনকরাজার ভ্রাতা রাজা কুশধ্বজের দুই কন্যা মান্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করলেন। তাঁদের সপ্তপদীর সময় স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো।
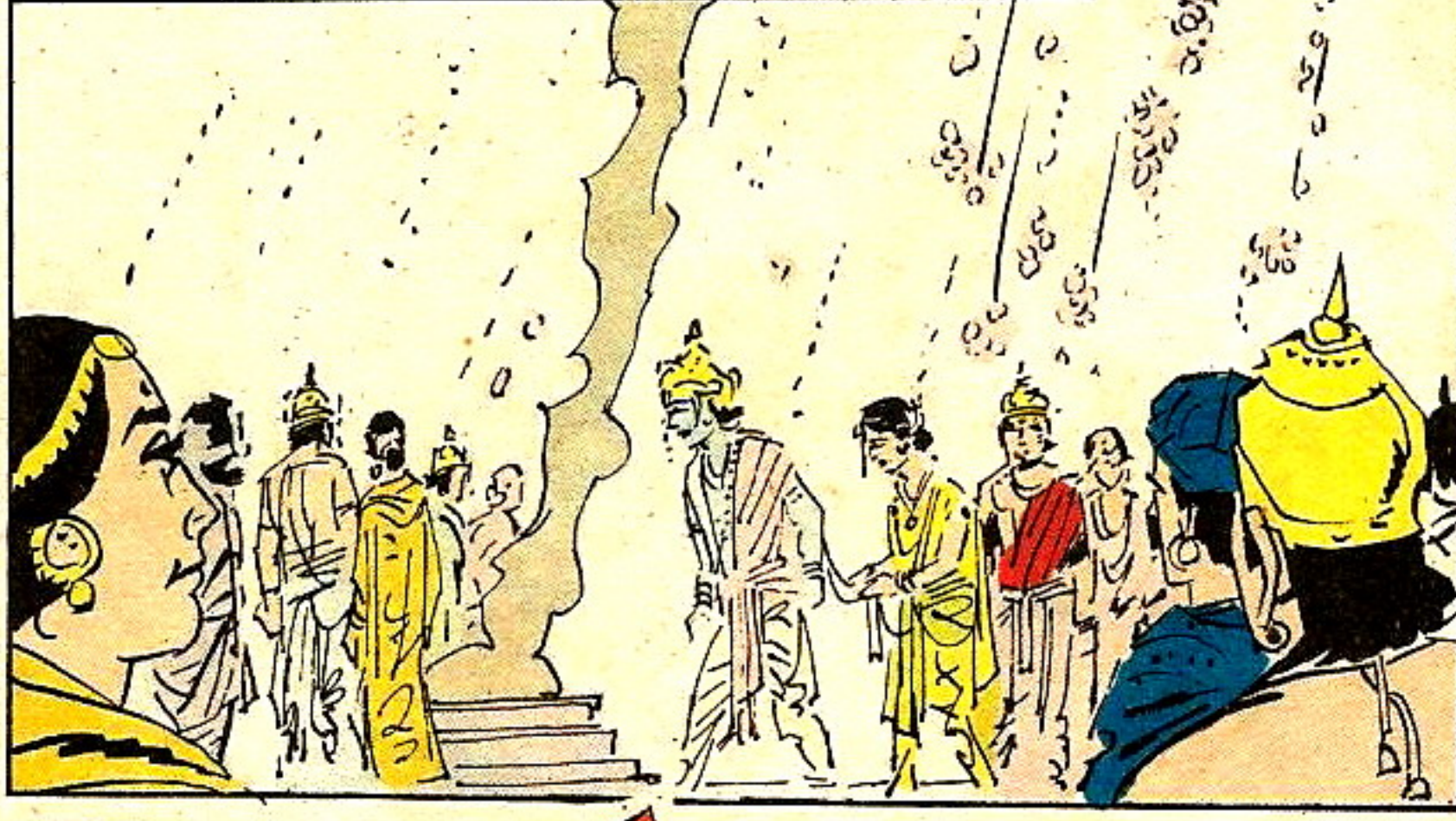
বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে বিশ্বামিত্র চার রাজপুত্র ও তাঁদের চার বধূকে আশীর্বাদ করে...

...তপস্যা করবার জন্যে হিমালয়ে যাত্রা করলেন।

পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে দশরথ তাঁর রাজধানীতে যাত্রা করলেন। একস্থানে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন একান্ত ক্ষত্রিয়কুলবিদ্বেষী মহাতাপস পরশুরাম।
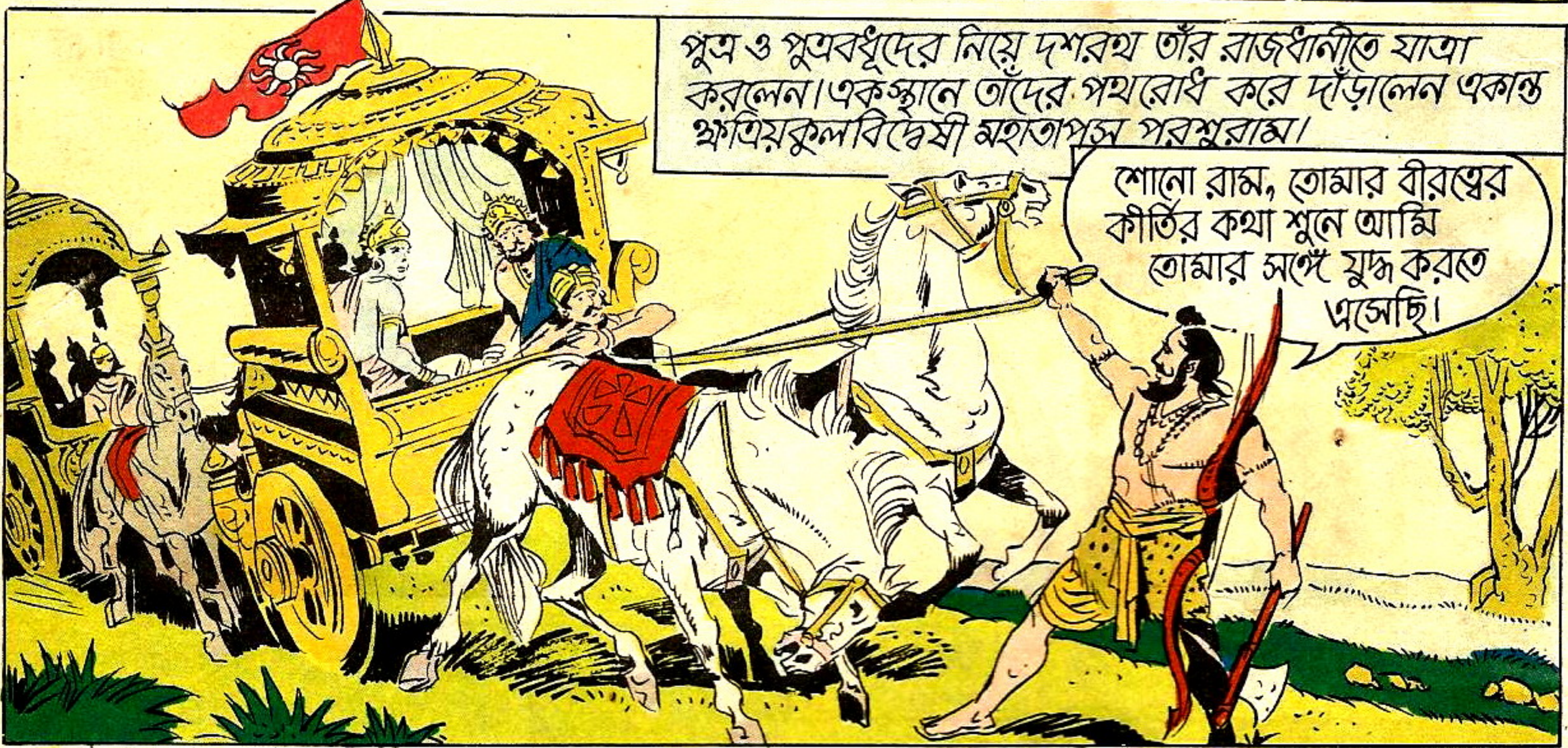
শোনো রাম, তোমার বীরত্বের কীর্তির কথা শুনে আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।

দশরথ ভয়ে কম্পিত হলেন।

ঋষিপ্রবর, আমার পুত্র বালক মাত্র। করুণা করে তাকে ছেড়ে দিন, এই আমার মিনতি!

দশরথের মিনতি অগ্রাহ্য করে পরশুরাম তাঁর ধনুকটি তুলে ধরলেন।

নাও, স্বয়ং বিষ্ণুর এই মহাধনুতে যদি শর যোজনা করতে পারো তাহলে তোমাকে সম্মানযোগ্য মনে করবো।

রাম তখন ধনুকটি তুলে নিয়ে তাতে শর-যোজনা করলেন।

হে রাম, এখন আমি নিশ্চিত বুঝেছি যে তুমি স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়া আর কেউ নয়!

পরশুরাম তাঁর মহেন্দ্র পর্বতের আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং দশরথও রওনা হলেন তাঁর দলবল নিয়ে।
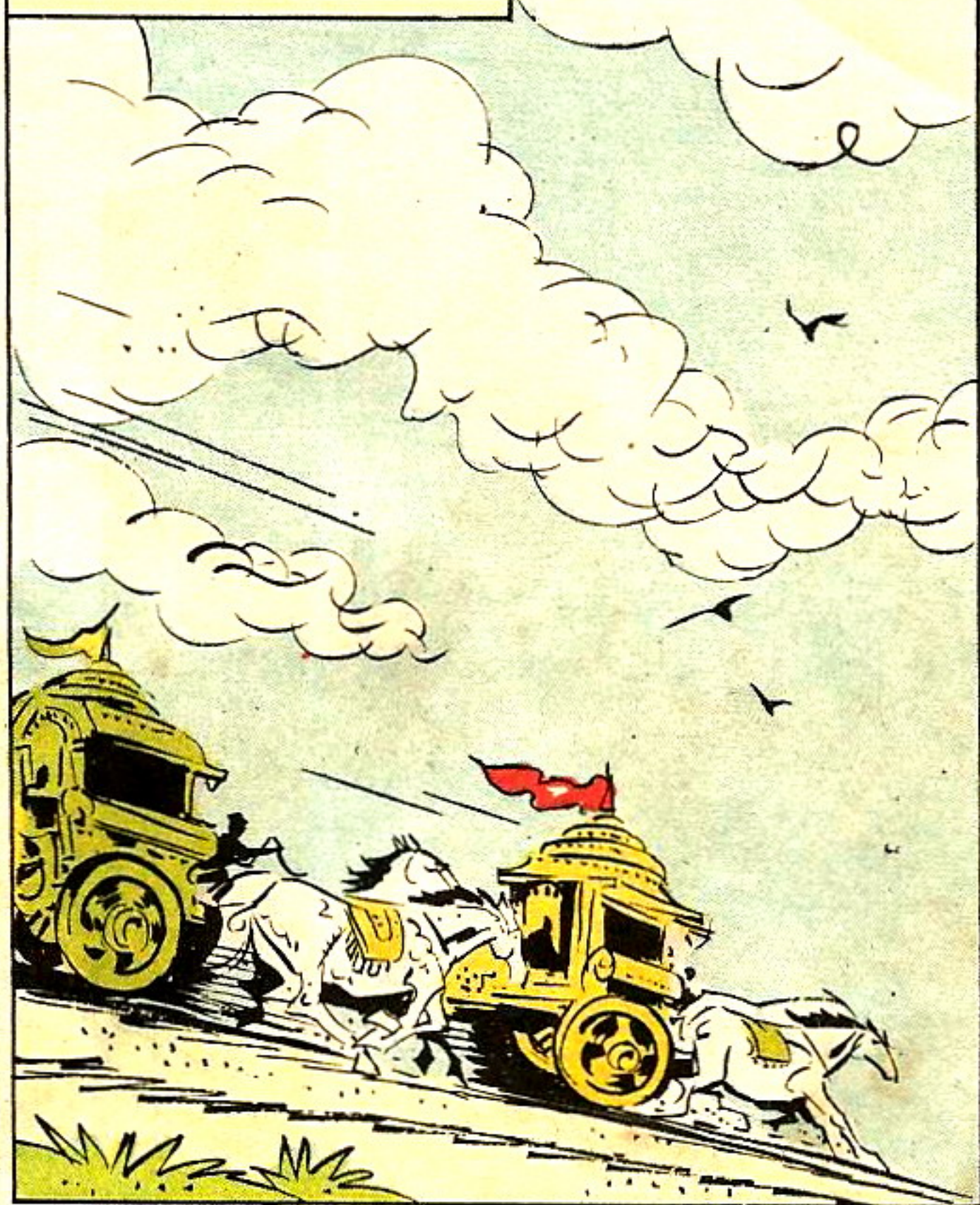
অযোধ্যা রাজপুত্র ও রাজবধূদের বিপুল অভ্যর্থনা জানালো।

কিছুকাল পরে ভরত তাঁর মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলেন।

পিতার সেবায় রাম অত্যন্ত তৎপর।

ও অত্যন্ত পিতৃবৎসল।

বারো বছর তারপর কেটে গেল।

আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। রামকেও সবাই ভালোবাসে। ওকে আমার উত্তরাধিকার বলে ঘোষণা করার সময় হয়েছে।
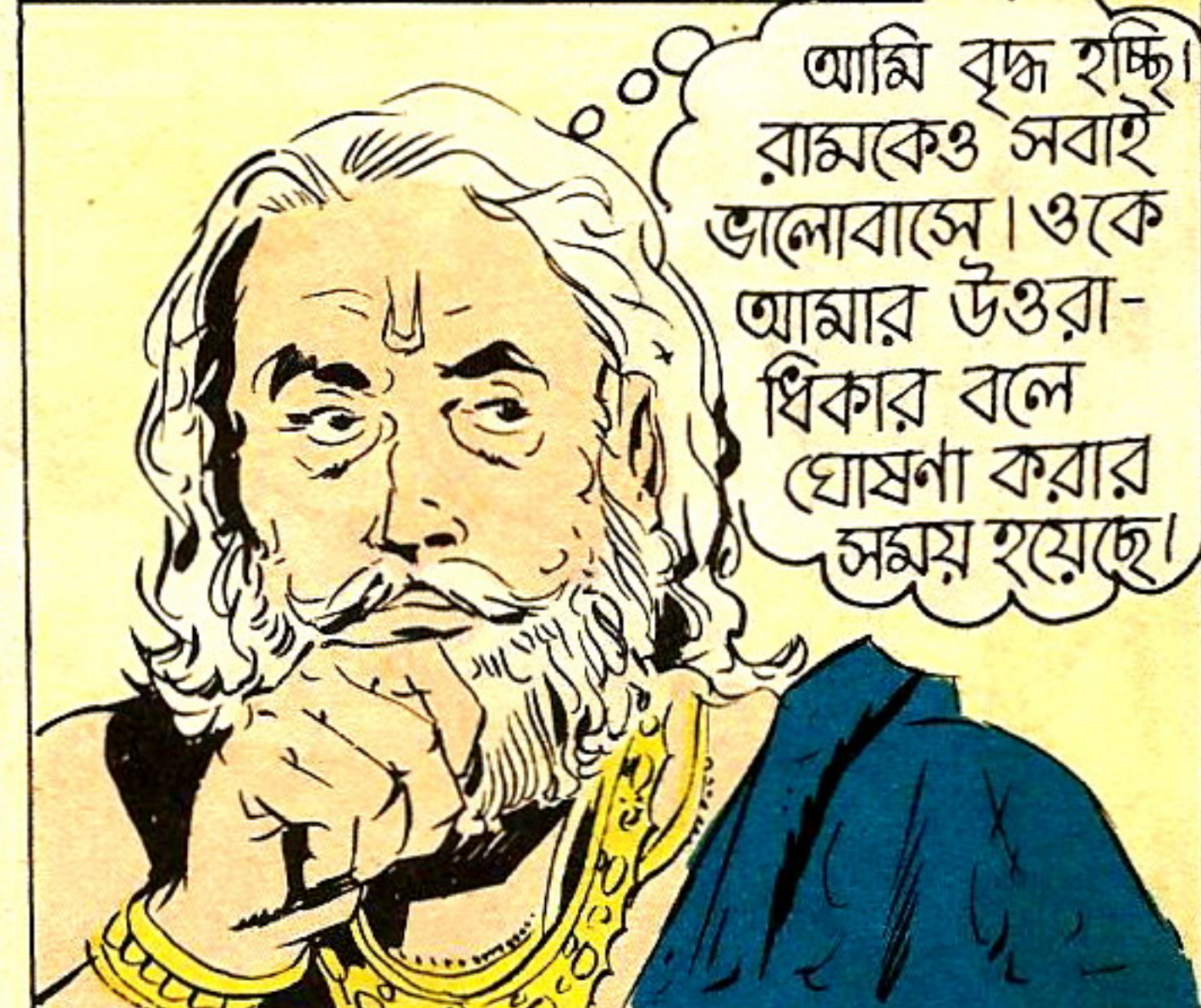
দশরথ তাঁর মন্ত্রীদের এক সভা ডাকলেন।

এই বিশাল রাজ্য আমি আমার পূর্বপুরুষদের ধারায় শাসন করে এসেছি। এখন আমি বৃদ্ধ…

…আপনাদের মত নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরশ্রেষ্ঠ রামকে আমি যুবরাজ করতে চাই।
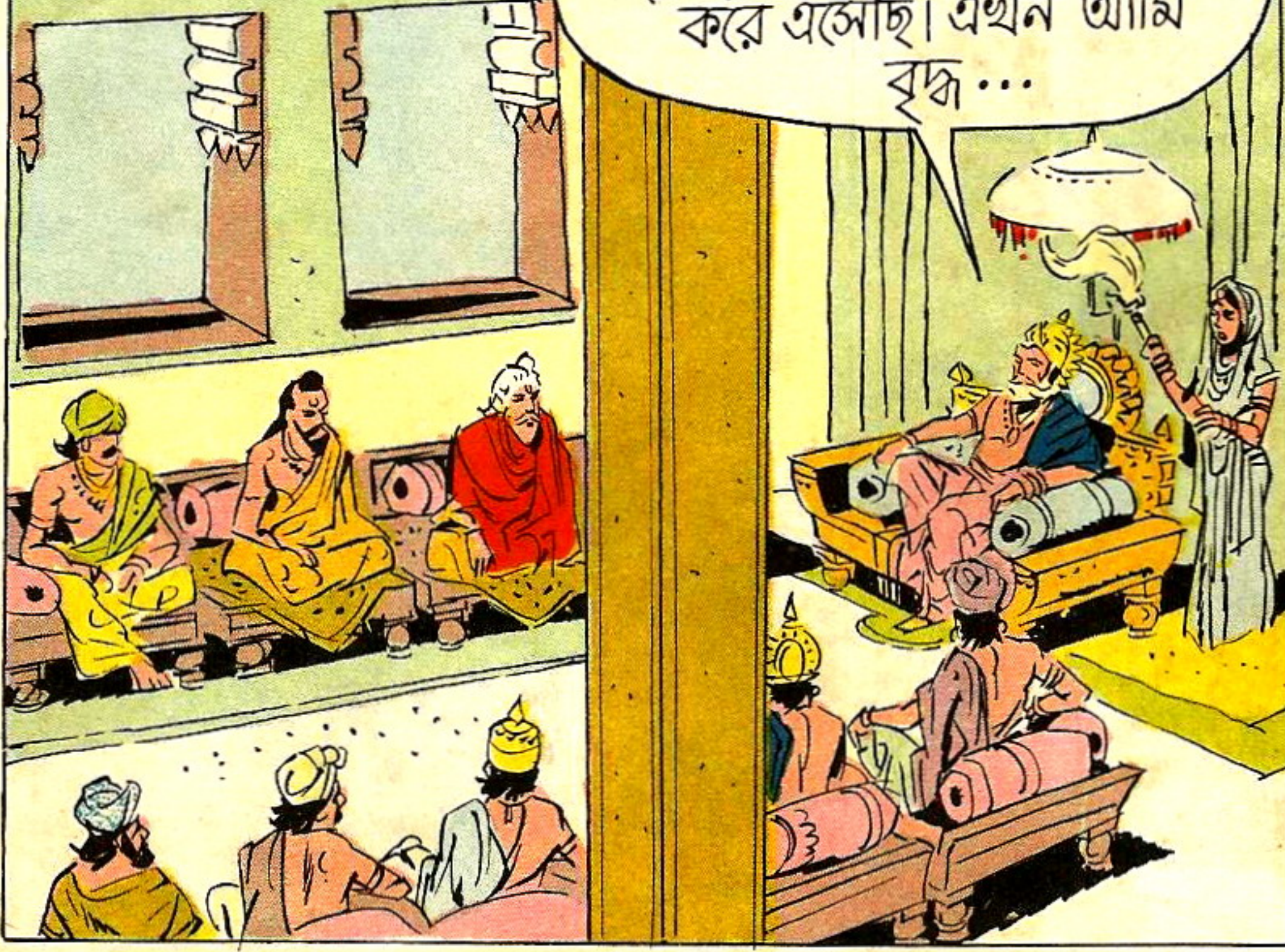
উত্তম প্রস্তাব!

রামের নির্বাচন নিখুঁত!

হ্যাঁ, রাম সহনশীলতায় পৃথিবী, বিচক্ষণতায় বৃহস্পতি আর শৌর্যে ইন্দ্রের সমান!
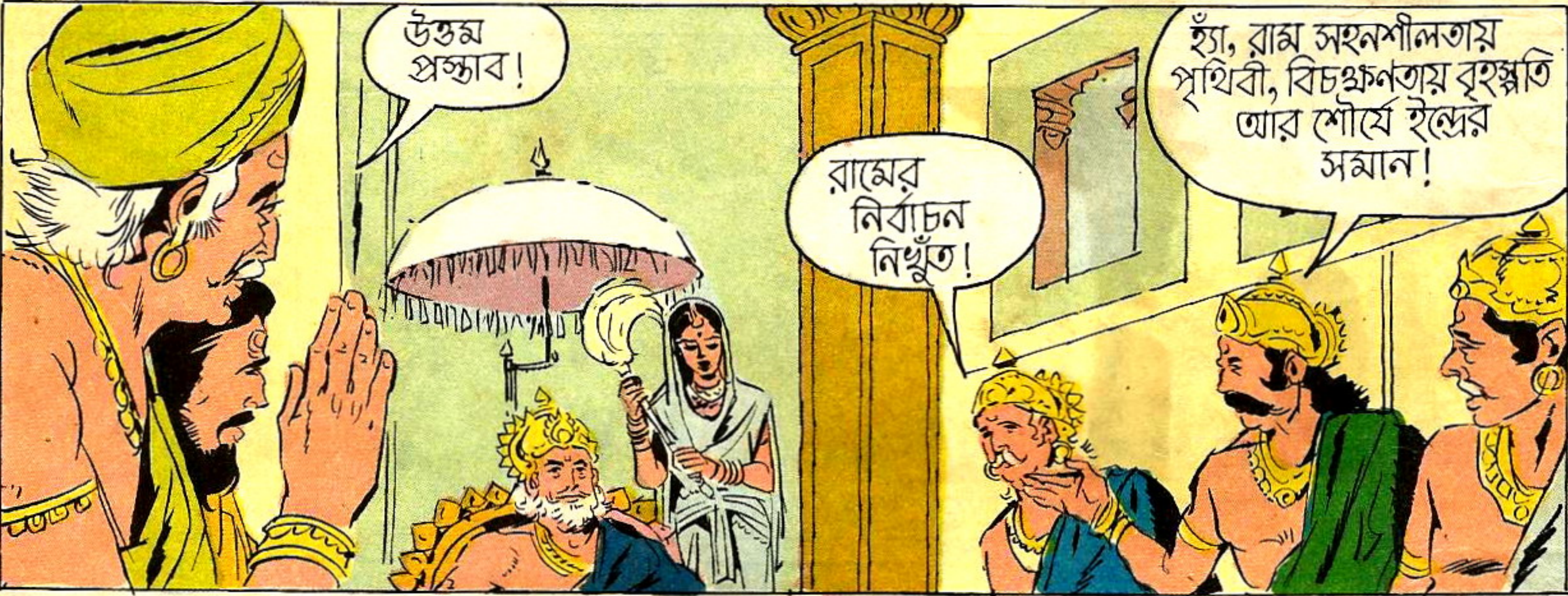
দশরথ এবার রামকে ডেকে পাঠালেন।

বৎস, যুবরাজের কর্তব্য-ভার হাতে নিয়ে প্রজাদের সুখ বিধানের জন্য রাজ্য শাসন করো।

যথা আজ্ঞা, পিতা!

দশরথের মেজরানী কৈকেয়ী দাসী মন্থরার কাছে খবরটা শুনলেন।
আমার রাম যুবরাজ হবে! আমার কি আনন্দ! সুখবরটা এনেছো বলে আমার গলার হারটা পুরস্কার স্বরূপ নাও!
কিন্তু মন্থরা হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।
এটা আনন্দের খবর-ই নয়! রাম রাজা হবে আর ভরত কিছু না!!
কিন্তু মন্থরা, রাম যে আমার কাছে, ভরতের মতোই আদরের।
ও বোকা রানী, ভরত যখন এখানে নেই – ঠিক তখনই ওরা কেন রামের অভিষেক করবে ঠিক করছে, বুঝছো না?
রাম রাজা হলে হয় সে ভরতকে বনবাসে পাঠাবে, নয় মেরে ফেলবে!
না, তা করবে না। আমি রামকে চিনি।
কিন্তু মন্থরা বলেই চললো –
কৌশল্যা হবে রাজমাতা আর তোমাকে হতে হবে তাঁর দাসী!
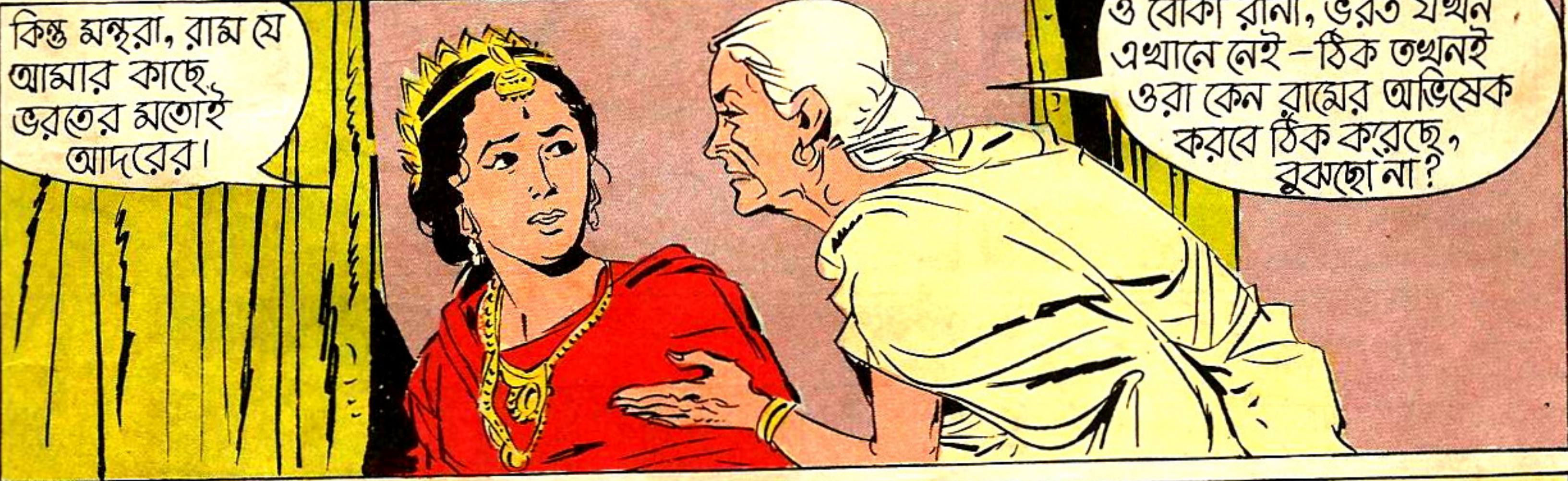
BENG

মন্থরার কথায় কাজ হলো অবশেষে। কারণ কৈকেয়ীর ঈর্ষা ছিল কৌশল্যার উপর।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক...

ভরত আর তোমার নিজের ভালোর জন্যে রামকে দূর করার একটা উপায় করো।

ভরতকেই সিংহাসনে বসাতে মহারাজকে রাজী করাও!

কিন্তু কি করে? রাজা কি আমার কথা শুনবেন?

রাজা তোমাকে যে সব বর দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছো?

ঠিক! এখন সেগুলি চাইতে পারি!

পরের দিন সকালে সভাসদেরা যখন রামের অভিষেক দেখবার জন্যে রাজসভায় সমবেত...

অভিষেকের আয়োজন তো সম্পূর্ণ। কিন্তু মহারাজ কোথায়?

আশাকরি গোলমাল কিছু হয় নি!

সুমন্ত্র দেব! আমরা মহারাজের জন্যে অপেক্ষা করছি। এতো দেরী কেন?

দুঃখিত। এখন ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় নেই। আমি রামের কাছে যাচ্ছি!

সুমন্ত্র রামের আবাসে পৌঁছে—

রাজপুত্র, মহারাজ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি রানী কৈকেয়ীর আবাসে আছেন।

আমি এখনই যাচ্ছি!

রাম এবার সীতাকে বললেন—

সীতা, জননী কৈকেয়ীর খুব দয়া মায়া। তিনি হয়তো পিতার সঙ্গে অভিষেকের আয়োজন নিয়ে আলোচনা করছেন। আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে।

রাম কৈকেয়ীর নিবাসে চললেন। নগরী তখন তাঁর অভিষেকের উৎসবে সুন্দর ভাবে সজ্জিত। পথে নাগরিকেরা হর্ষোৎফুল্ল চিৎকারে রামকে সম্বর্ধনা জানালেন।
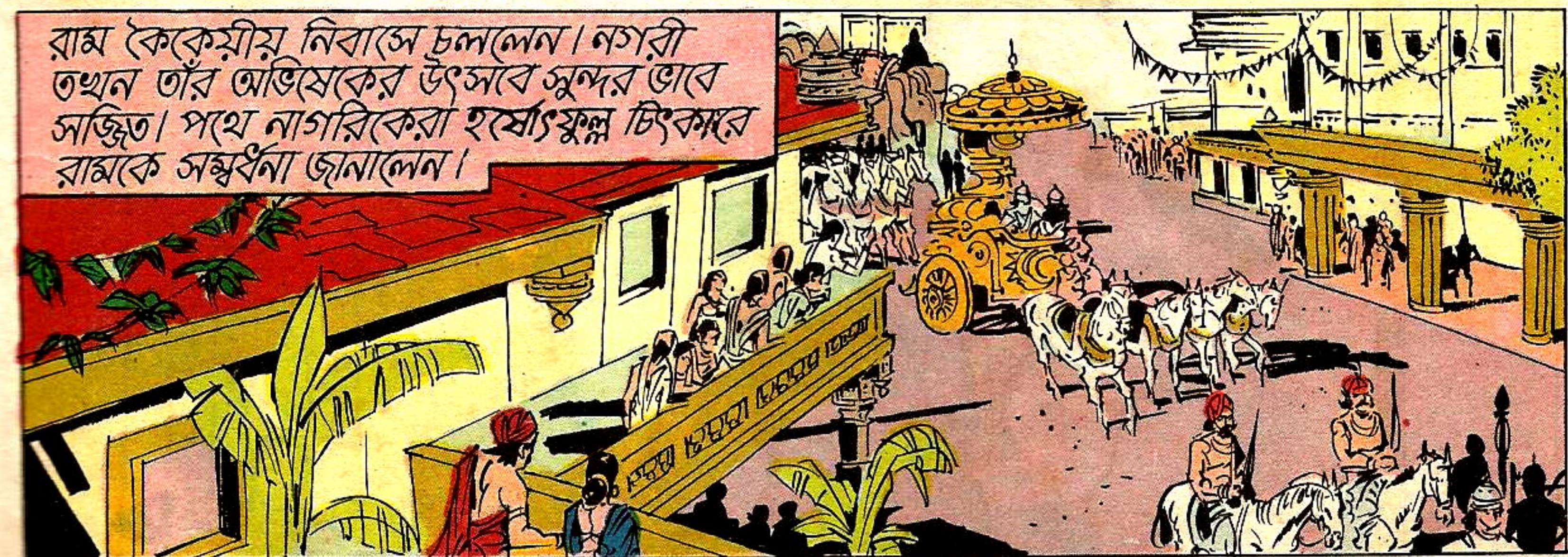
রাম কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশের পর—

পিতাকে কেমন কাতর মনে হচ্ছে! আমাকে দেখে তাঁকে আনন্দিত মনে হচ্ছে না কেন? চোখে তাঁর ভ্রূকুটি কেন?
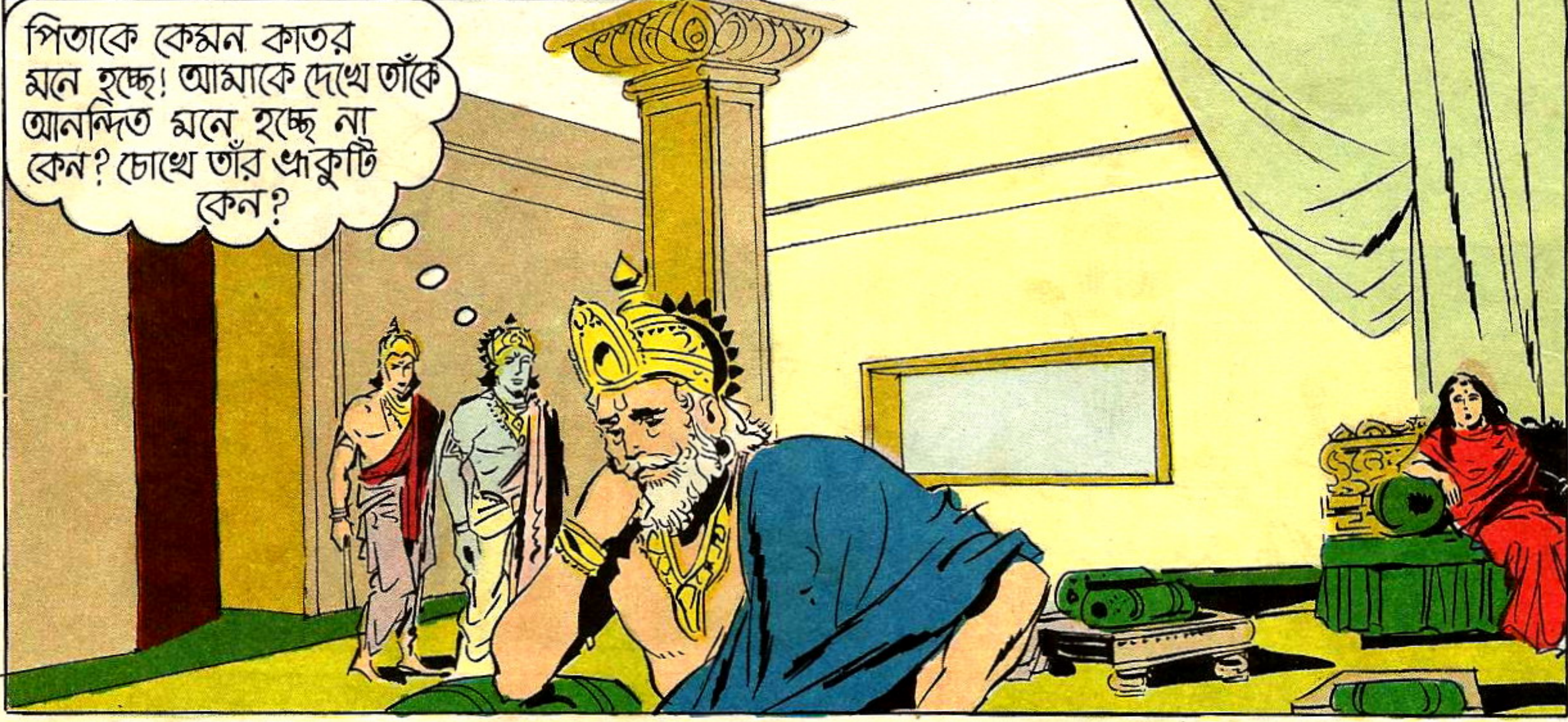
রাম কৈকেয়ীর দিকে ফিরে—

বাবাকে কি ক্ষুন্ন করেছি? আমার হয়ে ওঁকে আমায় ক্ষমা করতে বলুন, মা!

হায় রাম! কৈকেয়ীর যথার্থ পরিচয় যদি জানতে!

রাম, অনেক আগে তোমার বাবা আমাকে দু'টি বর দিয়েছিলেন। এখন উনি নীরব ও ক্রুদ্ধ, কারণ সে বর পূর্ণ করতে তোমায় দুঃখ দিতে হবে।

পিতা যদি চান, আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। বরগুলি কি আমাকে জানান। সে বর আমি পূর্ণ করবোই, প্রতিজ্ঞা করছি।

রাম! বহুকাল আগে তোমার পিতা অসুর-দমনে যাবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

"উনি সাহসের সঙ্গে সংগ্রামে বহু অসুর মেরে ছিলেন।"

"যুদ্ধে একটি বাণ বিদ্ধ হয়ে উনি আহত হয়ে পড়ে যান। তাঁর জীবন বিপন্ন বুঝে আমি অসুর বাহিনীর ভিতর দিয়ে তাঁর রথ চালনা করে নিয়ে যাই...
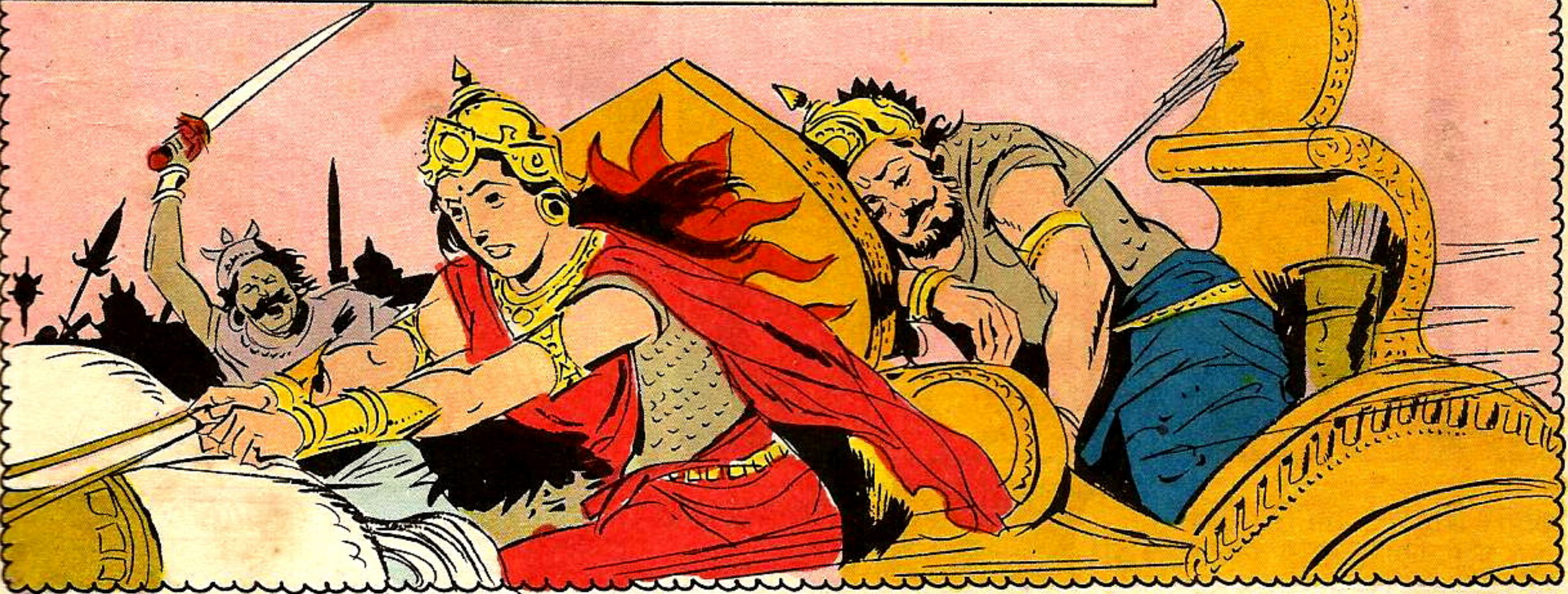
"...এবং তাঁকে নিরাপদে রাজধানীতে নিয়ে আসি। তারপর—"

কৈকেয়ী! তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। তুমি দু'টি বর চাও।

প্রভু, প্রয়োজন হলে আমি সে বর দু'টি চাইবো।

কৈকেয়ী তাঁর কাহিনী বলে গেলেন—

এখন দরকার হয়েছে। তুমি ও তোমার পিতা যদি সত্যরক্ষা করো তাহলে তোমরা আমার কথা শুনবে।

আমি চাই যে ভরত যুবরাজ হোক আর তুমি চোদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে যাও!
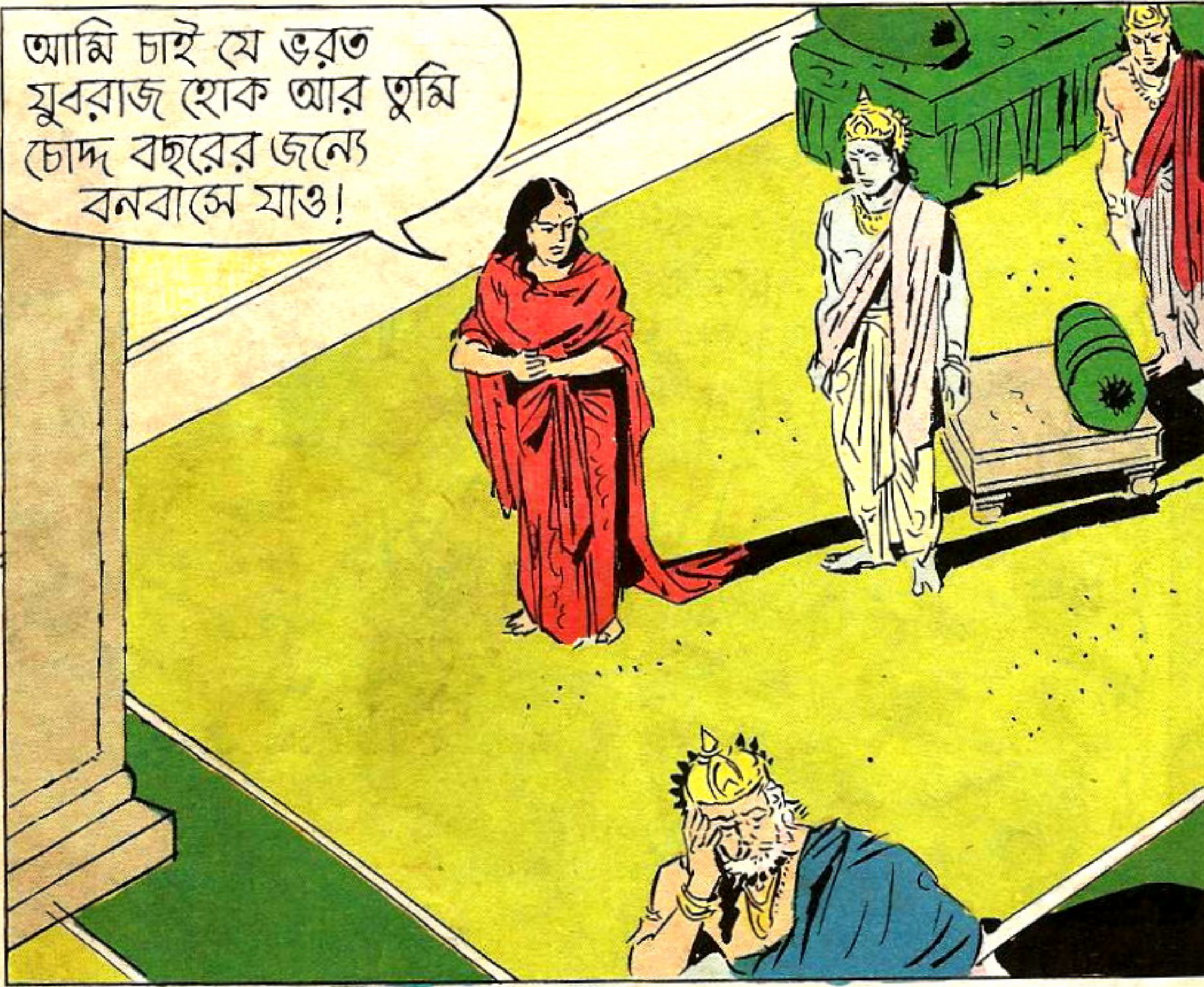
এ কথা শুনে দশরথ আবার গভীর দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন।

ও, রাম!

কিন্তু রামের মুখে কোনও বেদনা প্রকাশ পেল না।

আমার পিতার সত্য রক্ষার জন্যে আমি এখনই বনবাসে যাবো!

রাম আমার!

কিন্তু পিতা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? তিনি কাঁদছেন দেখে আমি ব্যথিত!

তিনি নিজে তোমাকে বনে যাবার কথা বলতে পারছেন না! কিন্তু তুমি বনে না যাওয়া পর্যন্ত উনি স্নানাহার কিছুই করতে পারছেন না।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ উঠে দাঁড়ালেন—

ধিক্ তোমাকে কৈ...

পিতা!

গভীর বেদনায় দশরথ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

পিতা!

রাম এবার কৈকেয়ীকে বললেন —

মা, আপনি সত্যরক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে পিতাকে দুঃখ না দিয়ে আমাকেই বনে যেতে বলতে পারতেন। আমি সানন্দে আপনার আজ্ঞা পালন করতাম।

চলে যাবার পথে প্রাসাদের বিশাল সভা-কক্ষে তাঁর অভিষেকের জন্যে সাজানো উপকরণগুলি দেখতে পেয়ে রাম প্রার্থনা করলেন।

এগুলি ভরতের অভিষেকে যেন লাগে! দেবতারা ওর কল্যান করুন!

সভা-কক্ষে রামের অভিষেক দেখবার জন্যে সমবেত পাত্রমিত্রেরা ততোক্ষণে কৈকেয়ীর দাবী ও রামের সঙ্কল্পের কথা জেনে ফেলেছেন।

সিংহাসন ছেড়ে দিতে ওঁর দুঃখই হয়নি দেখা যাচ্ছে!

যেন যোগীর মতো চলে যাচ্ছেন।

বিদায় নেবার জন্যে রাম তাঁর মাতা কৌশল্যার কাছে গেলেন—

কি করে এ দুঃখ সহ্য করবো বাবা? পুত্র পেয়েও তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিঃসন্তান হওয়ার চেয়েও খারাপ!

কৌশল্যার চোখে জল দেখে লক্ষ্মন দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বৃদ্ধ হয়ে পিতার মতিচ্ছন্ন হয়েছে! তা না হলে নিষ্কলুষ রামকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে তিনি বনবাসে পাঠাতেন না!
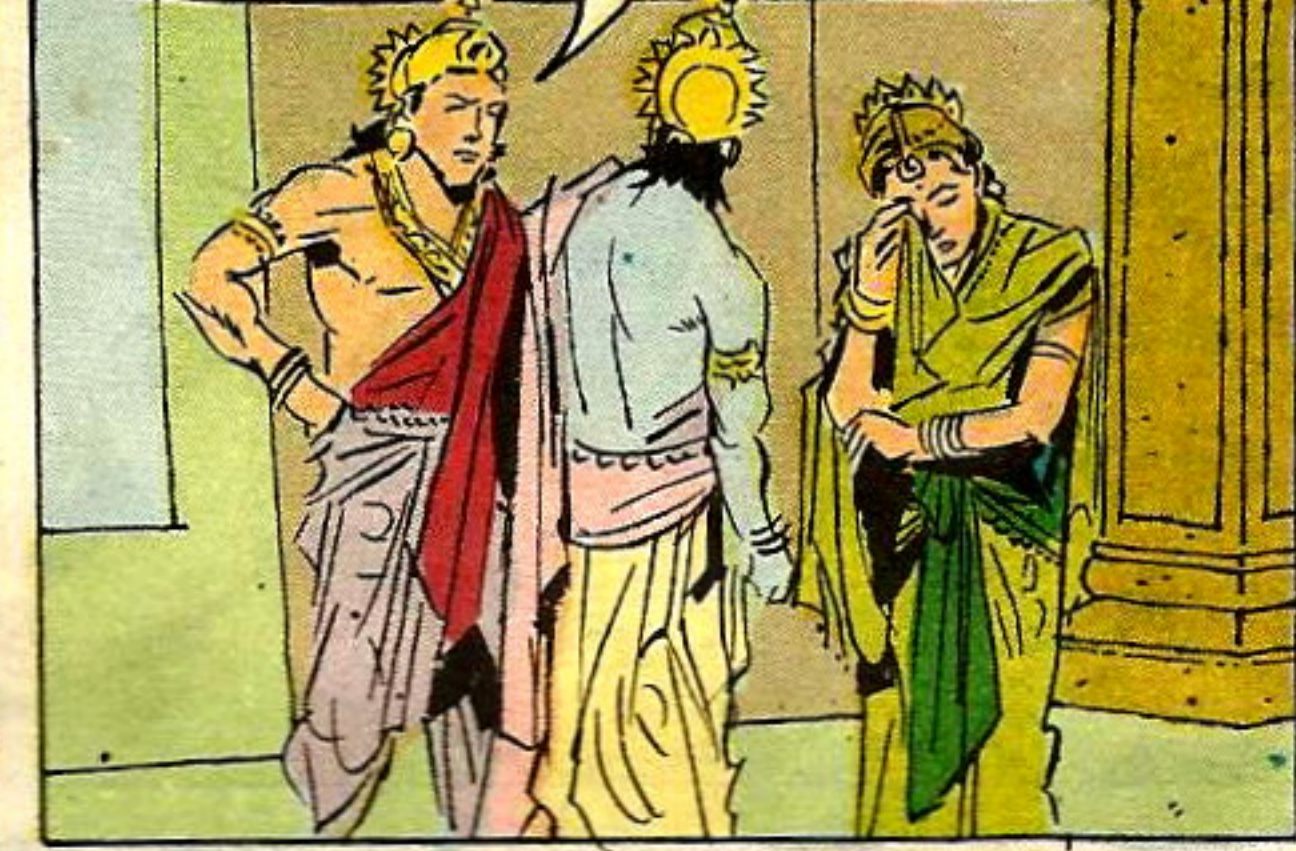
লক্ষ্মন রামকে বললেন—

জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আপনার অধিকার অগ্রাহ্য করে পিতা এ রাজ্য ভরতকে দিতে পারেন না!

নিরীহরাই উৎপীড়িত হয়। নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করুন। কেউ আপনার বিরুদ্ধে গেলে আমি তাকে দেখে নেবো।

লক্ষ্মন, এমন অবস্থায় মানুষকে বলপ্রয়োগ না করে নিজের ধর্মপালনের চেষ্টা করতে হয়। পিতার সত্যরক্ষায় বাধা দিলে আমার অধর্ম হবে।

তোমার সঙ্কল্প যদি না বদলাও তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নির্বাসনে যেতে দাও!

মা, পিতা এখনই অত্যন্ত কাতর। তুমি তাঁকে ত্যাগ করলে তিনি মারা যাবেন। তোমার স্থান এখন তাঁর পাশে। আমাকে আশীর্বাদ করো, তাই নিয়ে আমি যাই।

রামকে নিরস্ত করবার চেষ্টা বৃথা বুঝে কৌশল্যা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর মাথার উপর তন্ডুল-কণা ছিটিয়ে দিলেন।

এসো, বাবা!
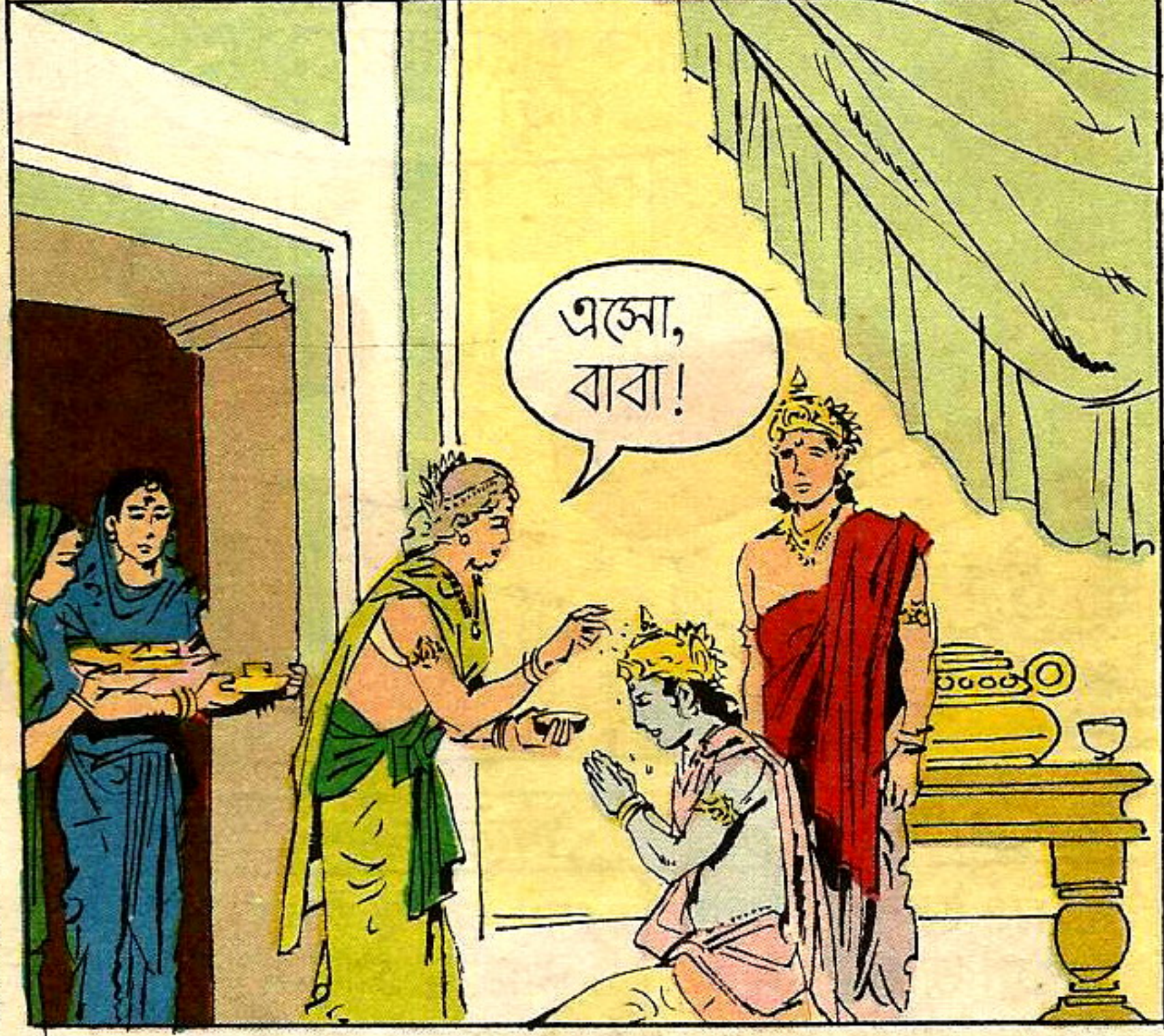
তারপর তিনি রামের ললাট চন্দন-চর্চিত করলেন।

গিরি সাগর নদী, অন্তরীক্ষ, দিন রাত্রি ও নক্ষত্র মন্ডলের দেবতারা তোমাকে যেন অরন্যের মাঝে রক্ষা করেন।
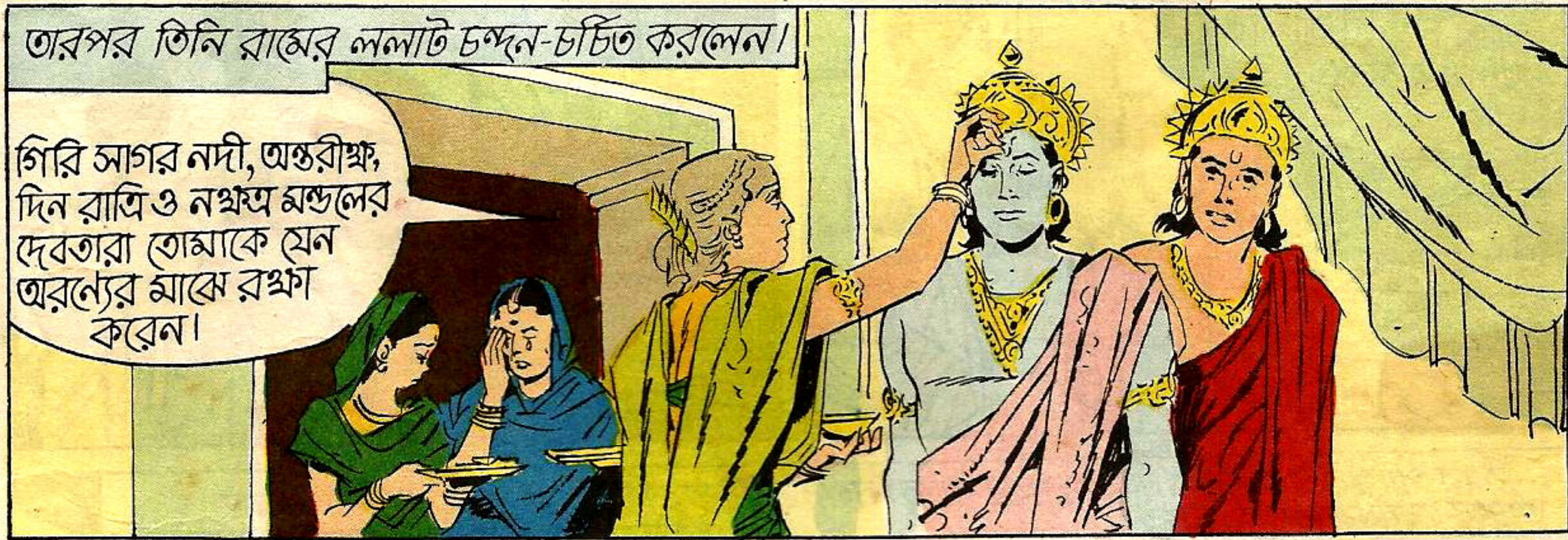
রাম তারপর সীতার কাছে বিদায় নিতে গেলেন।

প্রভু, তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটতে দেবো না। আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাবো।

সীতা, অরন্যে হিংস্র পশুরা থাকে। তোমার মতো কোমল মেয়েদের জায়গা সেটা নয়। তুমি আরামে অভ্যস্তা, এই প্রাসাদেই তুমি থাকো।

BENG

প্রভু, তুমি সঙ্গে থাকলে অরন্যই আমার কাছে স্বর্গ হবে আর তোমার অভাবে এ স্থানই হবে নরক। আমাকে ত্যাগ না করে সঙ্গে নাও!

এই যখন তোমার মনের কথা, তোমাকে আমি সঙ্গে নেবো।

লক্ষ্মন এবার রামকে বললেন —

আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনি না থাকলে অমরত্বও আমি চাই না। আমাকে আপনার সঙ্গে নিন।

তাই হবে ভাই। তুমি হবে আমার সান্ত্বনা!

রাম তাঁর সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিলেন...

...আর পায়ে হেঁটে চললেন দশরথের কাছে। নগরবাসীরা সাশ্রু নয়নে দেখতে লাগলেন তাঁদের প্রানের রাজপুত্রকে।

আগে সমস্ত চতুরঙ্গ সেনা রামের সঙ্গে থাকত, আজ তাকে অনুসরন করছেন শুধু সীতা দেবী আর লক্ষ্মন!

আমরা নগর সাজিয়ে ছিলাম কি শুধু রাজপুত্রকে বনবাসে পাঠাবার জন্য?

রাম ধার্মিক, দয়ালু, বিজ্ঞ, সত্যবাক আর সংযমী ...

... মহারাজ কি বলে এমন প্রাণের পুত্রকে নির্বাসনে পাঠালেন!

আমরা সংসার ছেড়ে রামের অনুগামী হবো!

হ্যাঁ, তাই হবো!

রামের আগমন-বার্তা ঘোষিত হবার পর বৃদ্ধ রাজা তাঁকে দেখতে উঠলেন ...

রাম আমার!

... কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

রাম ছুটে গিয়ে তাঁকে দু'হাতে তুলে ধরলেন ...

... আর সযত্নে তাঁকে আসনে শুইয়ে দিলেন।

দশরথের জ্ঞান ফিরবার পর—

রাম, কৈকেয়ী বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন। তুমি বনবাসে যেও না। আমাকে সরিয়ে এ রাজ্য কেড়ে নিয়ে রাজত্ব করো।

পিতা, ঈশ্বর আপনাকে আরো বহু বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করবার পরমায়ু দিন। চোদ্দ বৎসর বাদে ফিরে এসে আমি আপনার সেবা করবো।

সীতা ও লক্ষ্মনকে নিয়ে এখন আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

তাহলে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য আর প্রজাদের সঙ্গে নাও। তুমি যে বনে থাকবে তাই যেন এক রাজ্য হয়ে ওঠে!

না, না!

রাজা, ঐশ্বর্য আর প্রজাহীন রাজ্য ভরত গ্রহন করবে না!

পিতা, অরন্যে আমার ঐশ্বর্যের কি প্রয়োজন? বৃক্ষরাজি, মেঘপুঞ্জ, উচ্ছল নদীধারা,—ঐ তো যথেষ্ট!

আমি তপস্বীর মতো জীবন কাটাবো। আমাকে বল্কলের বেশ দিন।

কেউ নড়লেন না।

না, না, রাম!

আমাদের রাজপুত্রের বল্কল-বেশ, কি করে তা দেখবো?
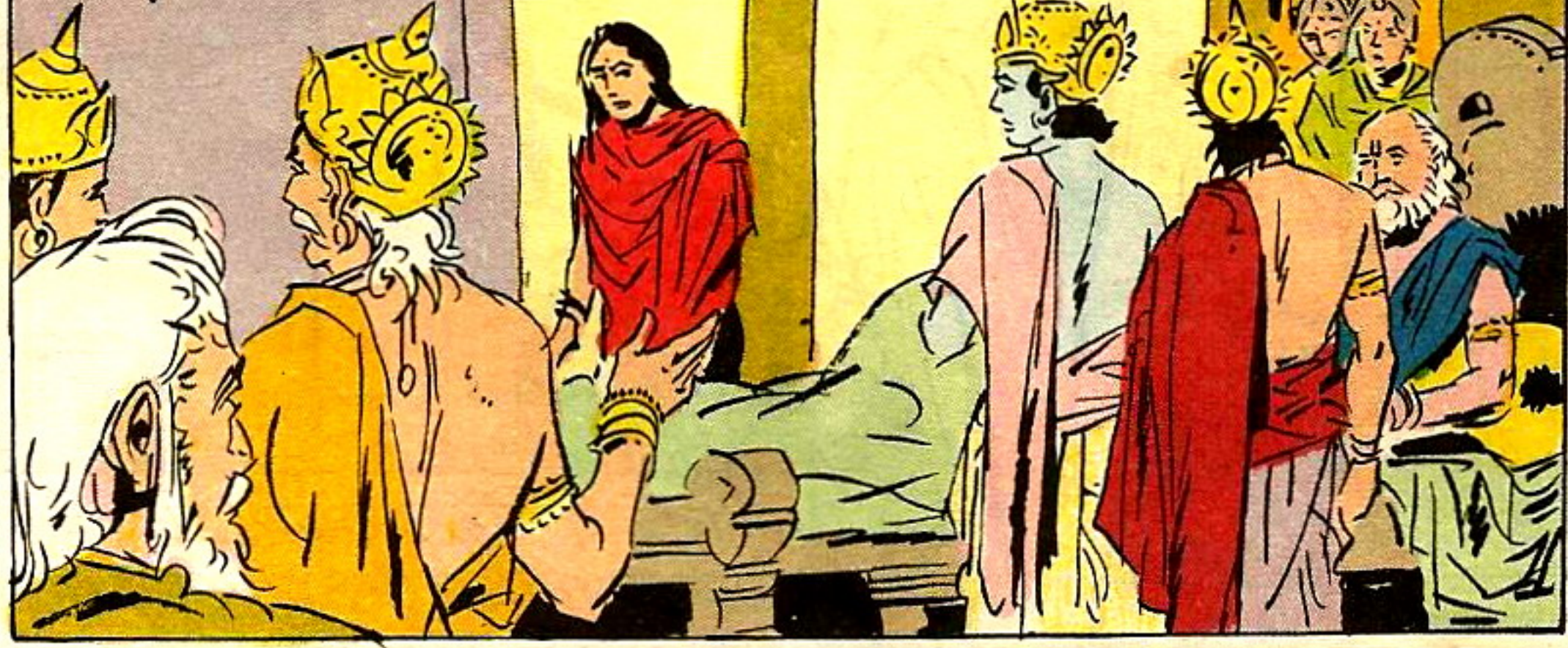
কৈকেয়ী এবারে নিজেই বল্কলের বেশ নিয়ে এলেন।

নাও, এগুলি পরো!
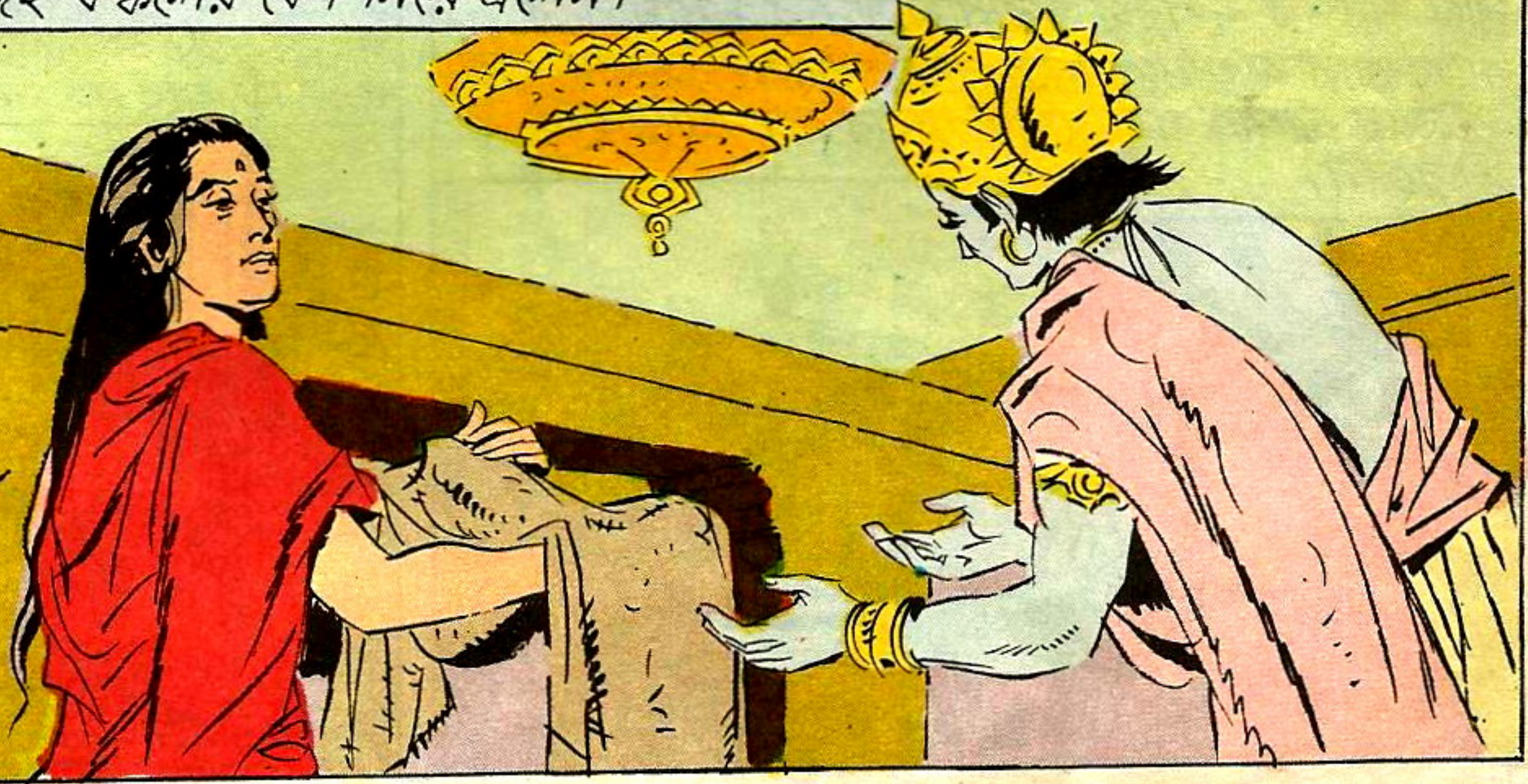
রাম ও লক্ষ্মণ বল্কলের পোষাক পরলেন।

যোগিনীরা এ পোষাক কেমন করে পরে?

আমি দেখিয়ে দিচ্ছি!

BENG
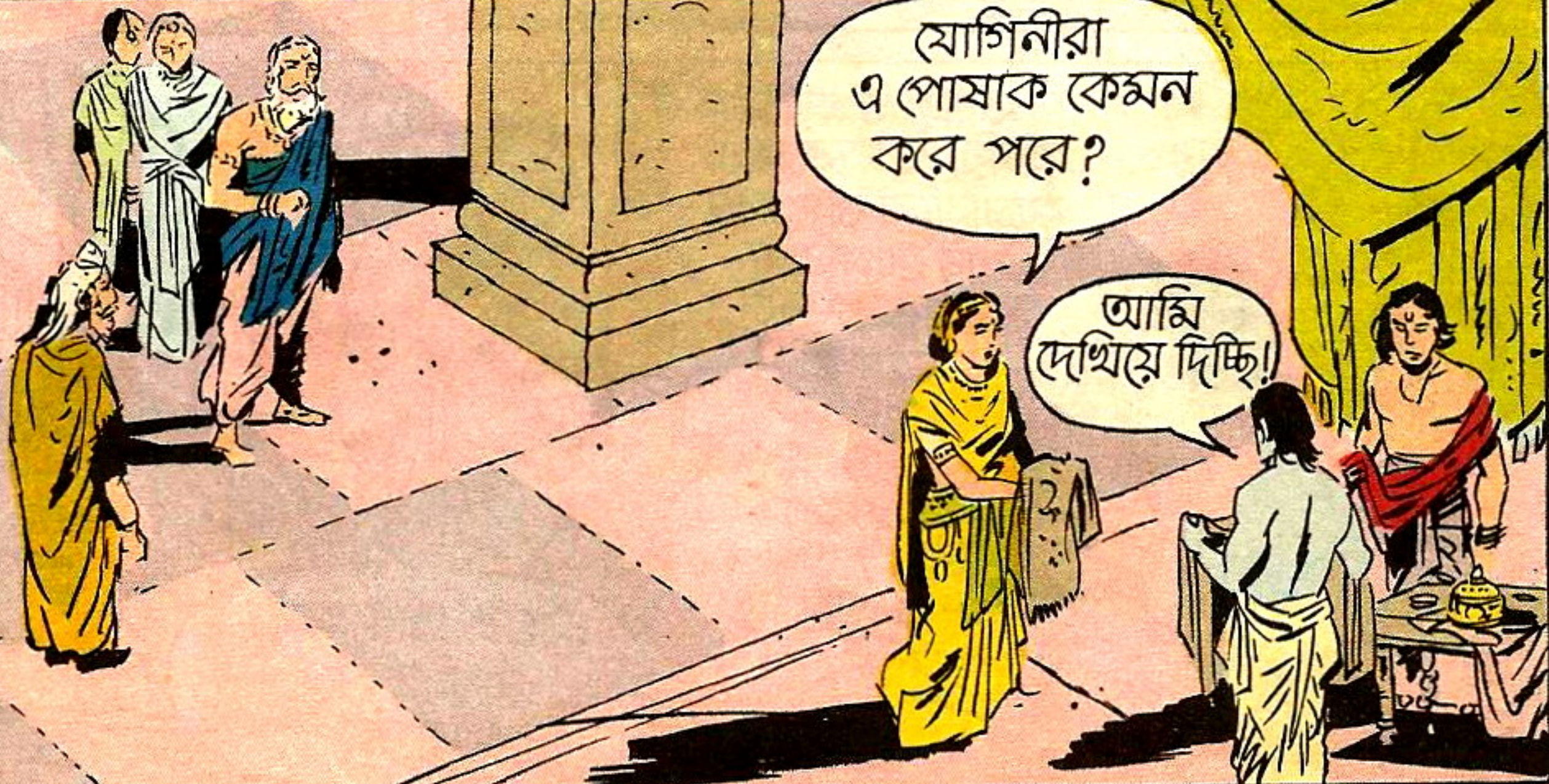
কিন্তু বশিষ্ঠ বাধা দিলেন।

সীতা বাধ্য হয়ে বনে যাচ্ছে না। স্বেচ্ছায় যাচ্ছে বলে তার রাজরানীর বেশেই যাওয়া উচিত। নিজের অলঙ্কারগুলিও সে সম্পদ হিসাবে সঙ্গে রাখুক।

দশরথ বশিষ্ঠের কথায় সায় দিলেন। সীতা গুরুজনদের কথা মেনে দশরথের দেওয়া অলঙ্কারগুলি গ্রহন করলেন।

রাম তারপর দশরথ ও রানীমাতাদের প্রনাম করে সীতা আর লক্ষ্মনকে নিয়ে বাইরে এলেন। সেখানে তাঁরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পোঁছে দেবার রথে আরোহন করলেন।

রাম!

চোখের জল ফেলতে ফেলতে নগরবাসীরা রথের পিছনে ছুটতে লাগলেন আর বৃদ্ধ দশরথ অসহায় ভাবে রইলেন দাঁড়িয়ে।

রথ একটু ধীরে চালাও, সারথি! যতোক্ষন সম্ভব আমাদের প্রানের রামকে দেখতে চাই!

মিনতি করছি, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সত্যি যদি ভালোবাসো তাহলে সে ভক্তি আর ভালোবাসা এবার ভরতকে দাও।

আমরা আর একটু তোমার সঙ্গে যাবো।

তমসা নদীর তীরে পৌঁছতে তাঁদের রাত হয়ে গেল। সেখানে তাঁরা বিশ্রাম করলেন।
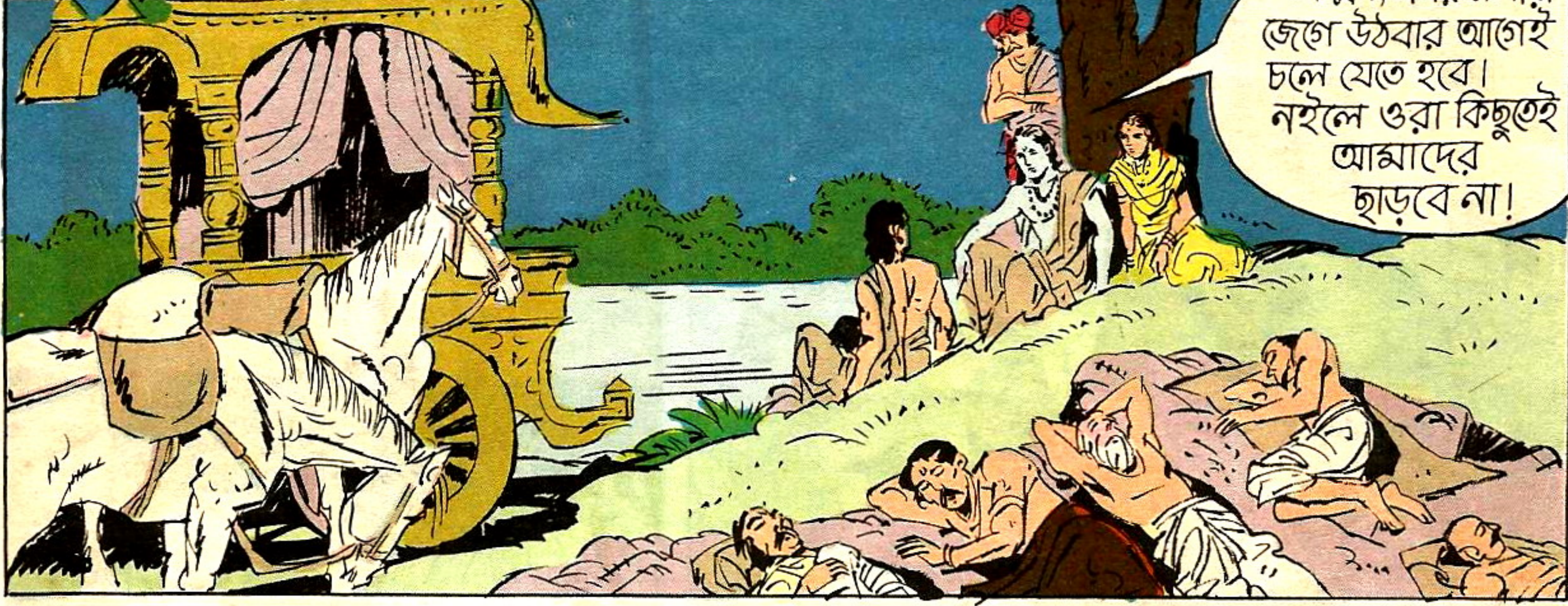
লক্ষ্মণ, নগরবাসীরা জেগে উঠবার আগেই চলে যেতে হবে। নইলে ওরা কিছুতেই আমাদের ছাড়বে না!

দক্ষিণ মুখে গিয়ে তাঁরা তমসা, বেদশ্রুতি আর গোমতি নদী পার হলেন...
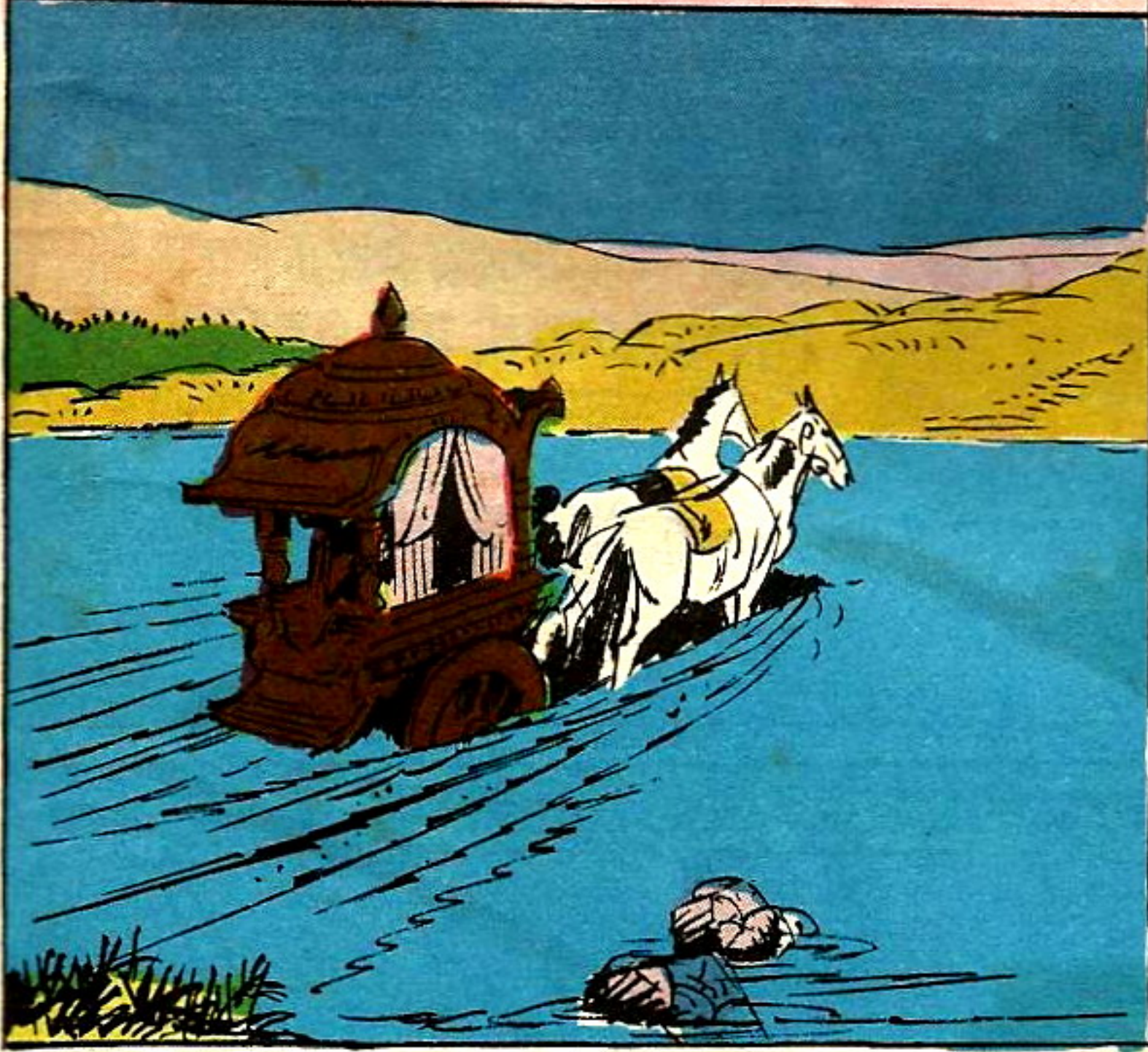
...এবং কোশলের দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা রথ থেকে নামলেন এবং রাম অযোধ্যার দিকে ফিরে করজোড়ে প্রনাম করলেন।

তোমাকে বিদায় জানাই অযোধ্যা! আমার ব্রত পূর্ণ হলে আমি বনবাস থেকে ফিরে তোমাকে আর আমার পিতামাতাকে দেখবো!

গঙ্গার উত্তর তীরে পৌঁছোবার পর সেখানকার শিকারজীবী জাতির দলনেতা গুহক রামকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বলুন রাজপুত্র, কি ভাবে আপনার সেবা কবতে পারি?

গঙ্গার ওপারের পৌঁছোবার জন্যে আমাদের একটি নৌকো দাও।

পরের দিন সকালে চুলে জটা পাকাবার জন্যে রাম যোগীদের মতো নিজের ও লক্ষ্মনের মাথায় ভূর্জ গাছের আঠালো রস ঢাললেন।
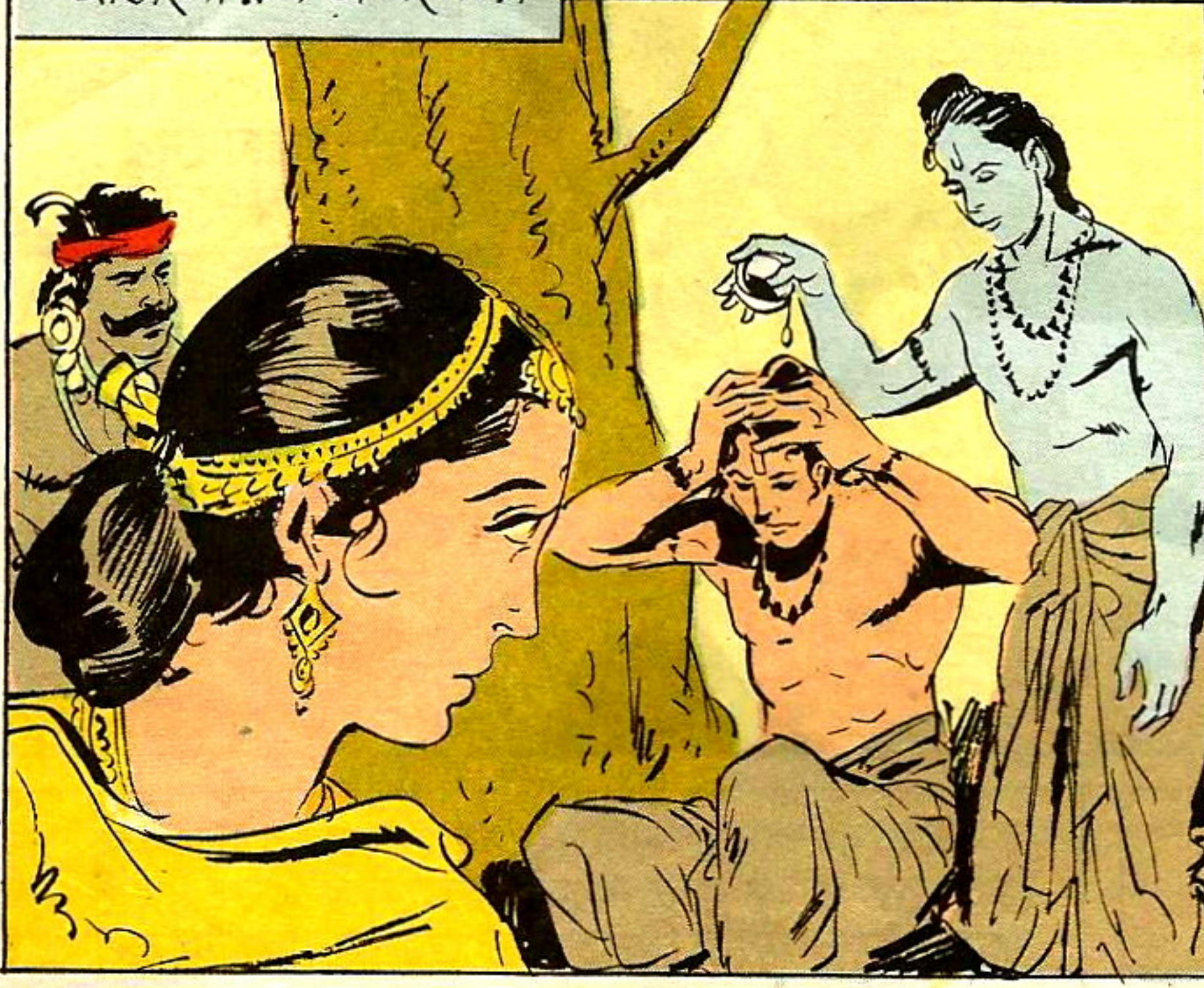
পরের দিন—

সুমন্ত্র! এখন তোমাকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে হবে!

সুমন্ত্রর চোখে জল ভরে গেল।

খালি রথ নিয়ে ফিরবো কি করে? না, রাম আমি ফিরে যাবো না। আপনাদের সঙ্গে বনে গিয়ে আপনাদের সেবা করবো।

সুমন্ত্র, আমার উপর মমতা থাকলে, আমি যা বলছি তাই করো! অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দাও আর কৈকেয়ী মাতাকে জানাও যে আমি সত্যিই বনে এসেছি।

সুমন্ত্র অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হলো। রাম সীতা আর লক্ষ্মন গুহকের দেওয়া নৌকোয় নদী পার হলেন।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে তাঁরা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম প্রয়াগে পৌঁছে ভরদ্বাজ ঋষির সাক্ষাৎ পেলেন

ঋষিবর, নির্বিঘ্নে বাস করতে পারি আমাদের জন্যে এমন একটি নির্জন স্থানের নির্দেশ দিন।

বৎস, যমুনার ওপারে চিত্রকূট পর্বতভূমি ফুলফল ঝরনা ও জলপ্রপাতে রমনীয়। সে স্থান তোমাদের আদর্শ আশ্রয় হবে।

রাম তাই চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে সেখানে মন্দাকিনী নদীর তীরে একটি কুটির নির্মান করলেন। একদিন—

পাখিরা ভয় পেয়েছে। দূরে দূরে যেন ধুলোর ঝড় দেখছি! দেখো তো লক্ষ্মন, ব্যাপারটা কি?
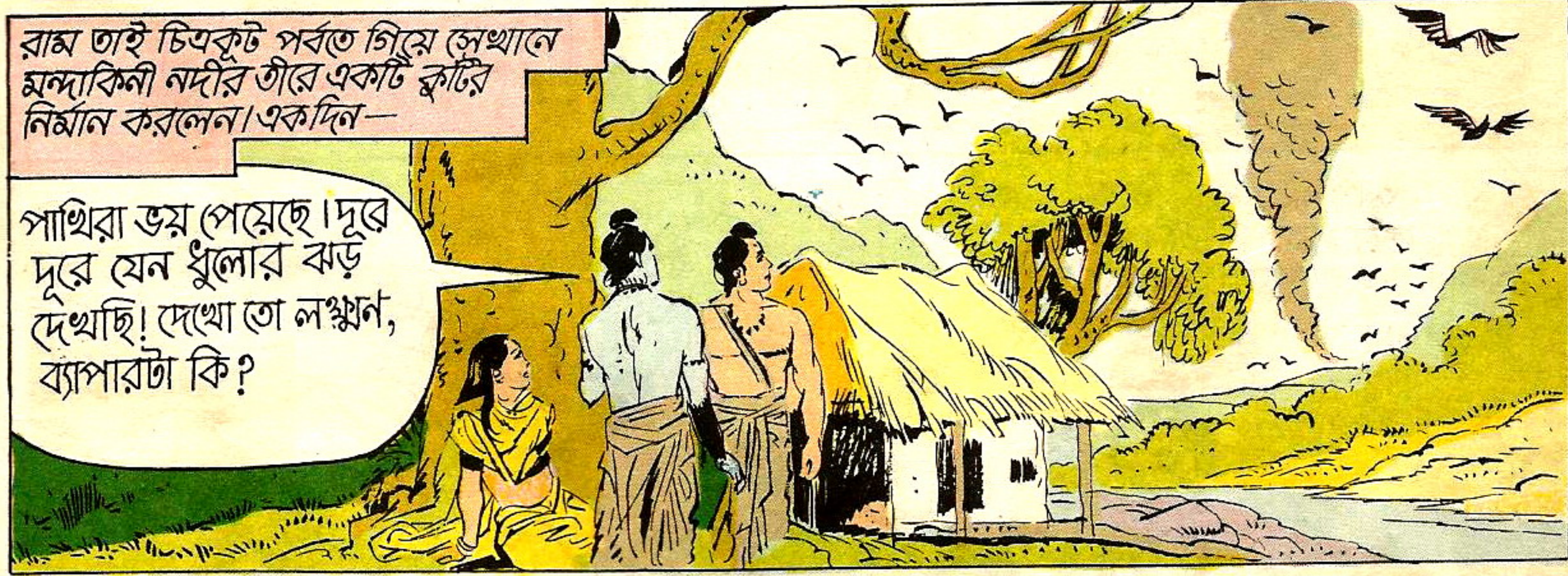
লক্ষ্মন একটি গাছে উঠে পূবের দিকে লক্ষ্য করলেন —

সাবধান হোন, আর্য! সিংহাসন পাবার পর ভরত সসৈন্যে আমাদের বধ করতে আসছে!

ধার্মিক ভরত? না, না, এখনই বুঝতে পারবে, মহৎপ্রান ভরতকে তুমি ভুল বুঝেছো!

অচিরে—

রাম!

ভরত, শত্রুঘ্ন, তোমরাও এসেছো!

কি তাড়াতাড়িই না মানুষকে বিচার করে ফেলি! ভরত রামকে আমার মতোই ভালোবাসে!

ভরত, তোমার এমন তপস্বীর বেশ কেন? অযোধ্যার খবর কি? আমাদের পিতা ভালো আছেন?

রাম, আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদ পিতার কাছে ছিল অসহ্য! তিনি আপনাকে আবার দেখতে চেয়ে আপনার ভেবে কেবল আপনারই নাম করেছেন...

রাম... রাম... রাম...

...আমি যখন মাতুলালয়ে তখনই তিনি মারা যান!

হায়! পিতা! পিতা!

ভরত! বনবাসের পর আমি অযোধ্যায় ফিরবার আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন পিতার মৃত্যুর পর আর আমার সে আগ্রহ নেই!

BENG
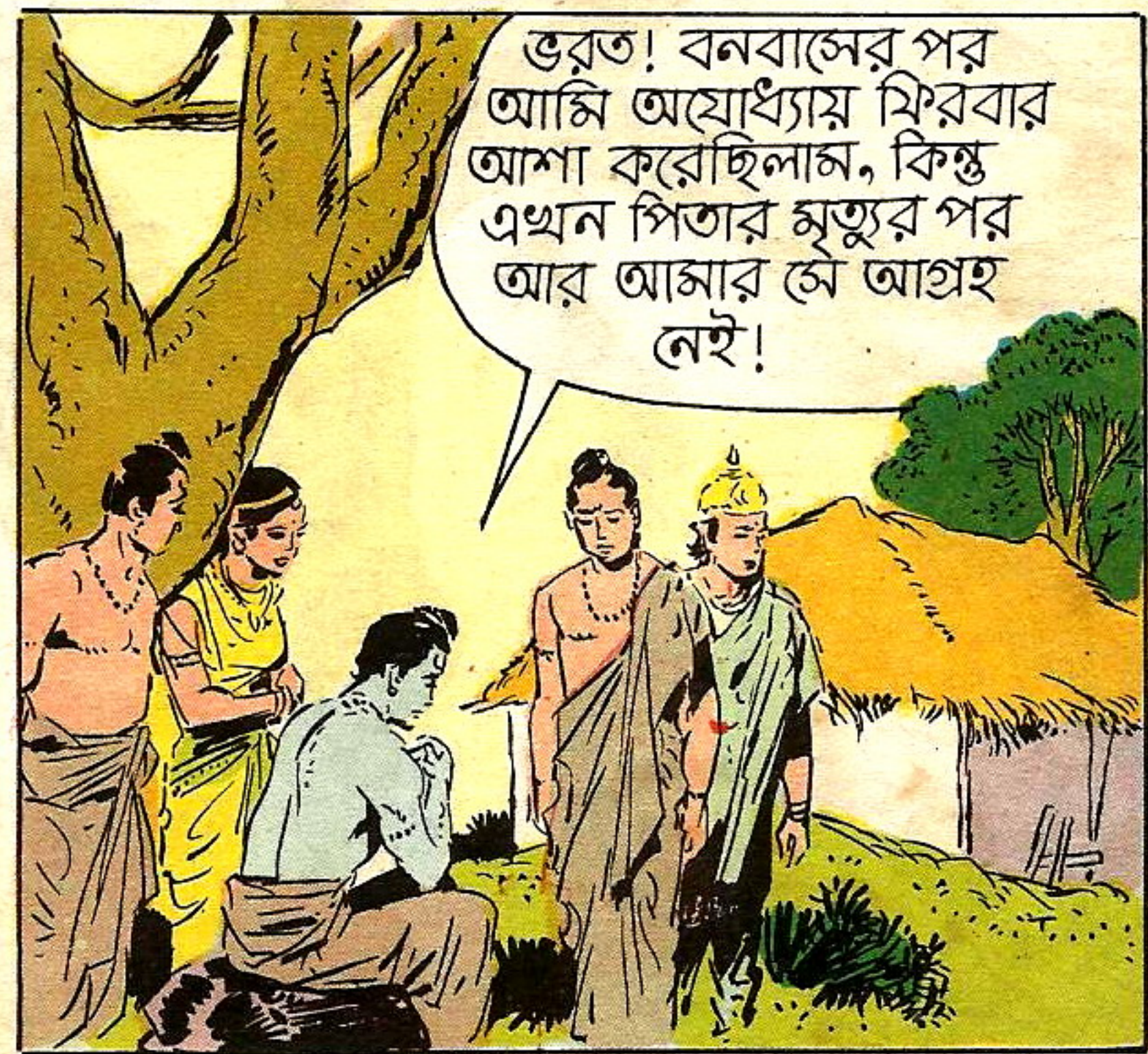
রাম এবার নদীর জলে পিতৃ-তর্পন করলেন।

মহারাজ, আজকের তর্পনের এই পবিত্র বারি আমাদের পিতৃলোকে যেন তোমার জন্য সঞ্চিত থাকে!
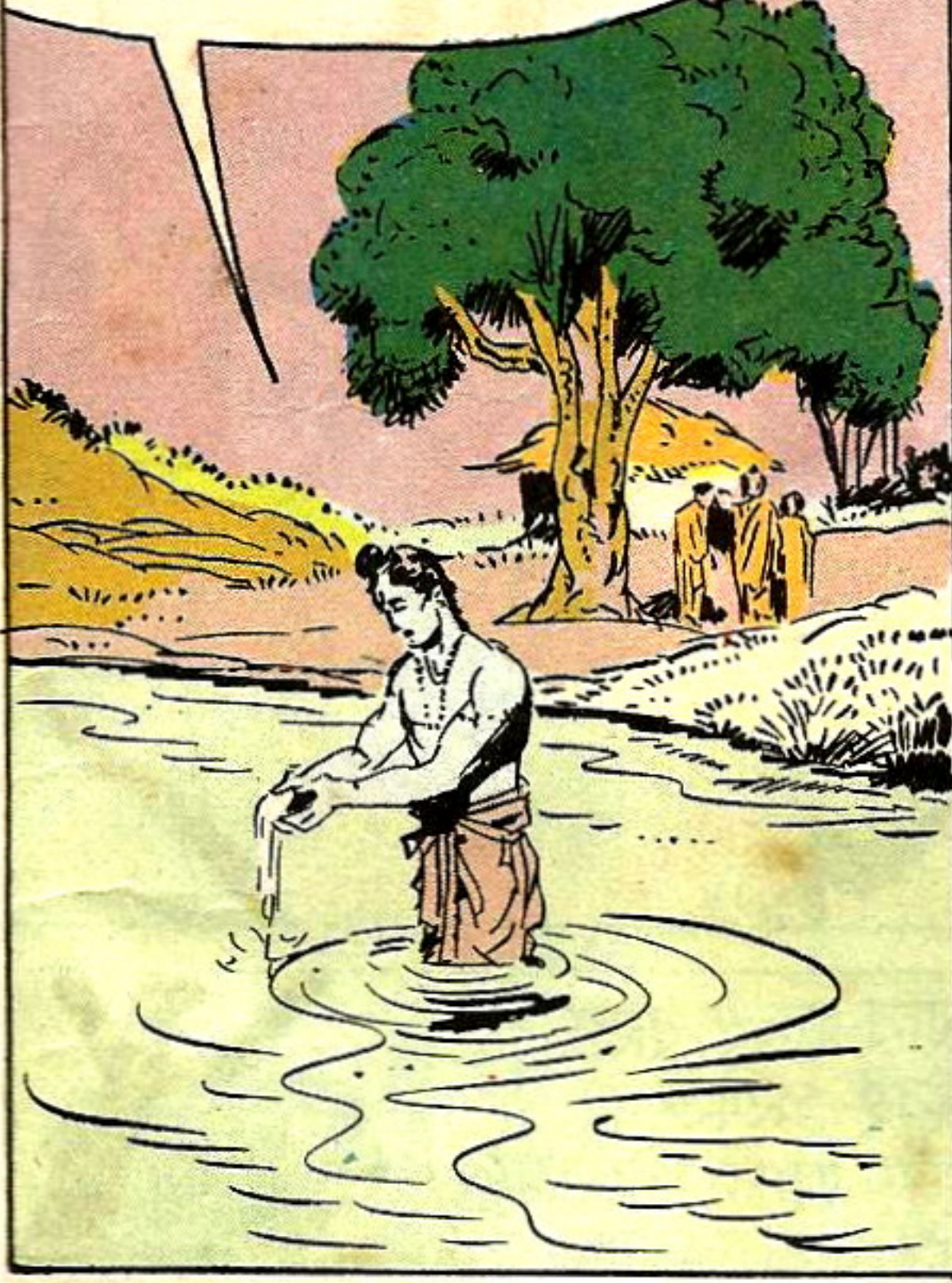
সুমন্ত্র, বশিষ্ঠের মতো প্রাজ্ঞ প্রবীন যাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা রামকে সান্ত্বনা দিলেন।

আমার কথার জবাব দাওনি, ভরত! তোমার গায়েও তপস্বীর বেশ কেন?

সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী যখন বনবাসী, তখন কেমন করে আমি রাজবেশ পরবো?
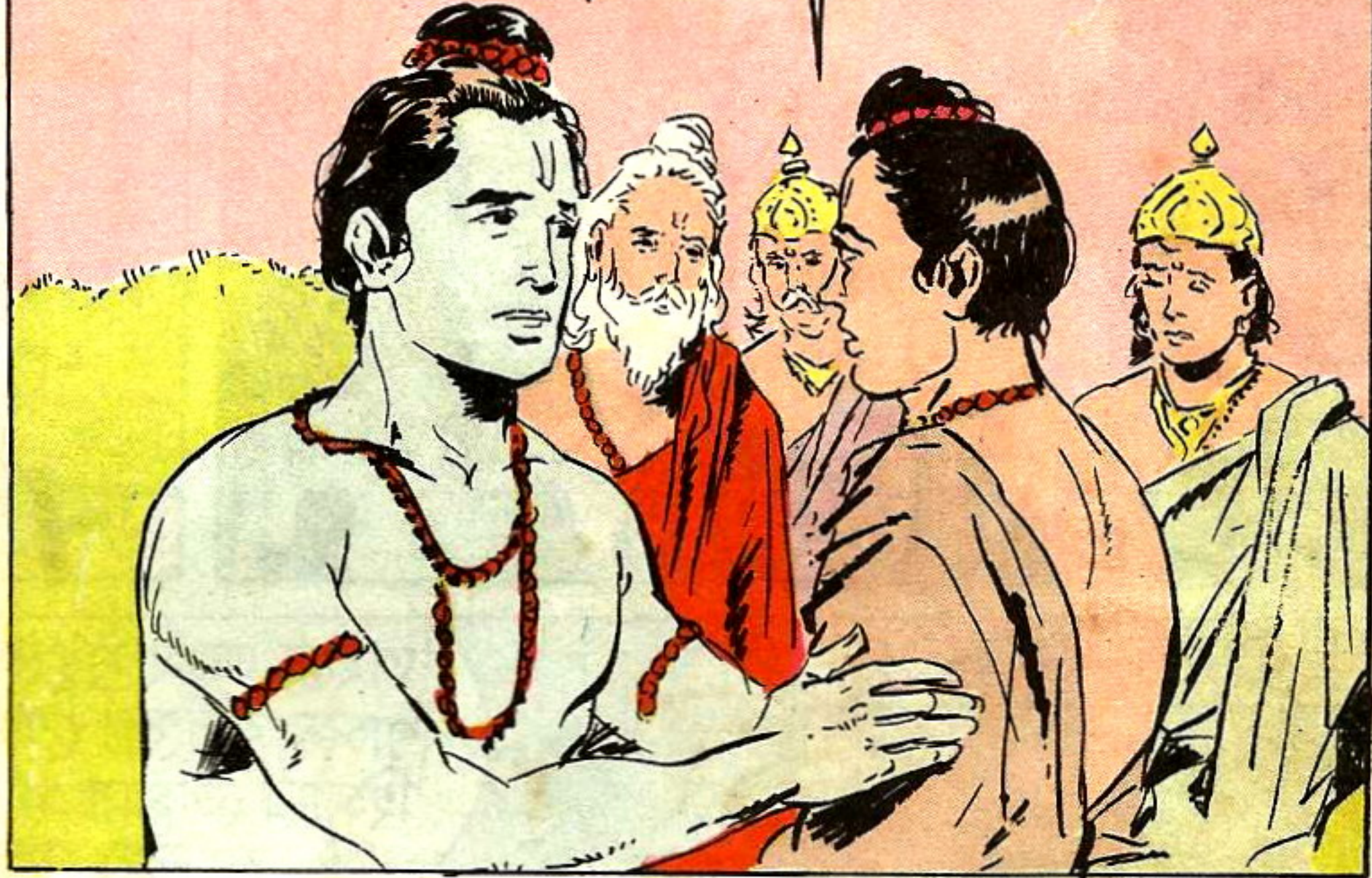
ভরত এবার রামকে রাজবেশ আর পাদুকা দিলেন।

দয়া করে এ রাজবেশ পরে অযোধ্যায় ফিরে চলুন!

না, ভরত! আমি তা পারি না!

কেন পারবেন না? জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনে আরোহন করেন, ধর্মের এই বিধান!

ভরত, কৈকেয়ী মাতাকে দেওয়া পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষাই আমাদের ধর্ম!

ভরত এবার প্রবীনদের মিনতি জানালেন।

পিতার আদেশে কাউকে যদি চোদ্দ বছর বনবাস করতেই হয়, তাহলে রামের বদলে আমাকেই তা করতে দিন!

কিন্তু রাম স্বীকৃত হলেন না।

কথাটা সোজা। বরদানের শর্ত এই যে, তুমি রাজা হবে আর আমি চোদ্দ বছর বনবাস করবো।
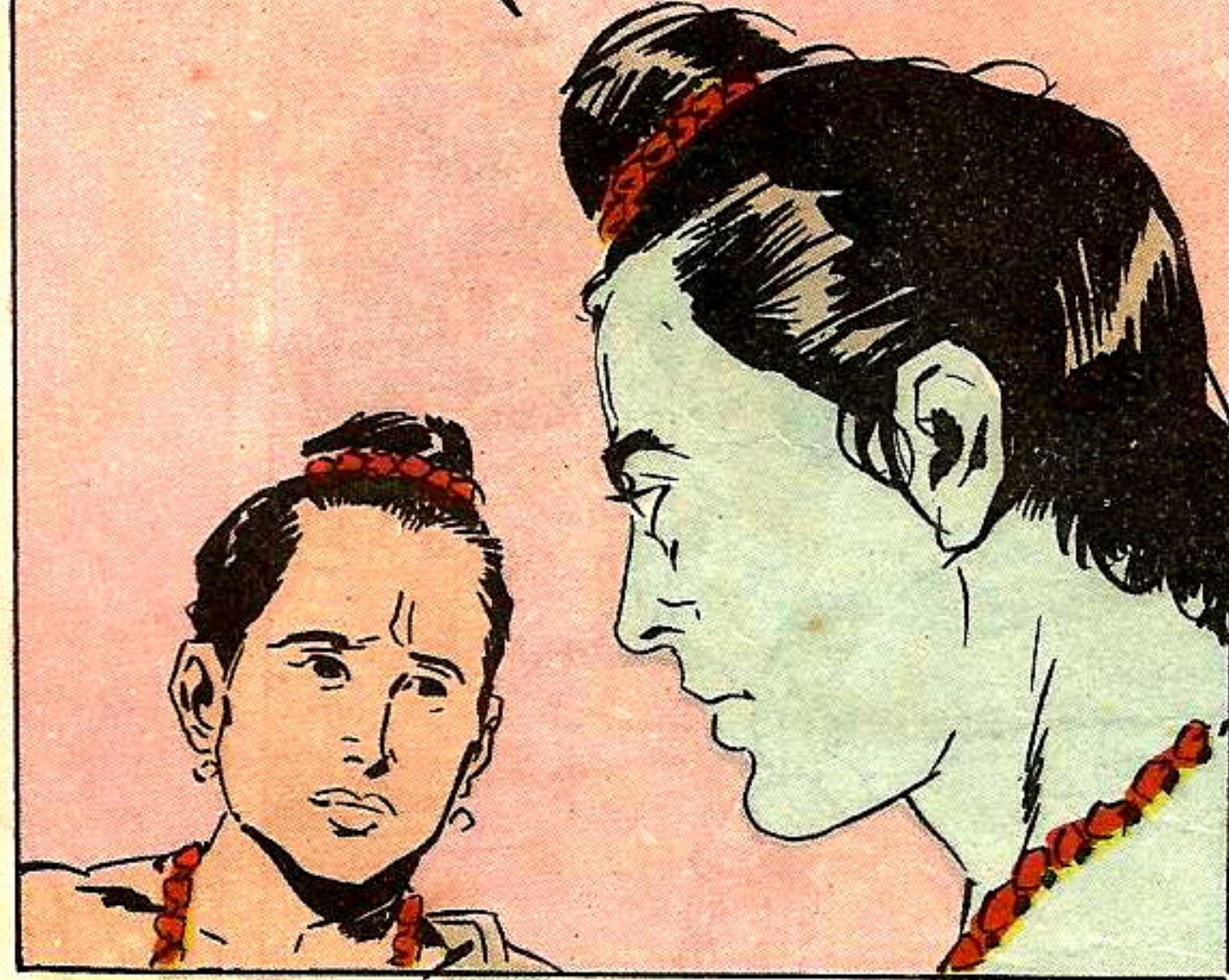
ভরত হার মানলেন।

তাহলে আমি শুধু তোমার হয়েই রাজ্য শাসন করবো। তোমারই প্রতীক হিসাবে তোমার পাদুকা আমি সিংহাসনে রাখবো। তোমার মতোই আমি ফলমূলাহারী হবো।

ভরতের দেওয়া পাদুকা রাম পায়ে দিলেন।
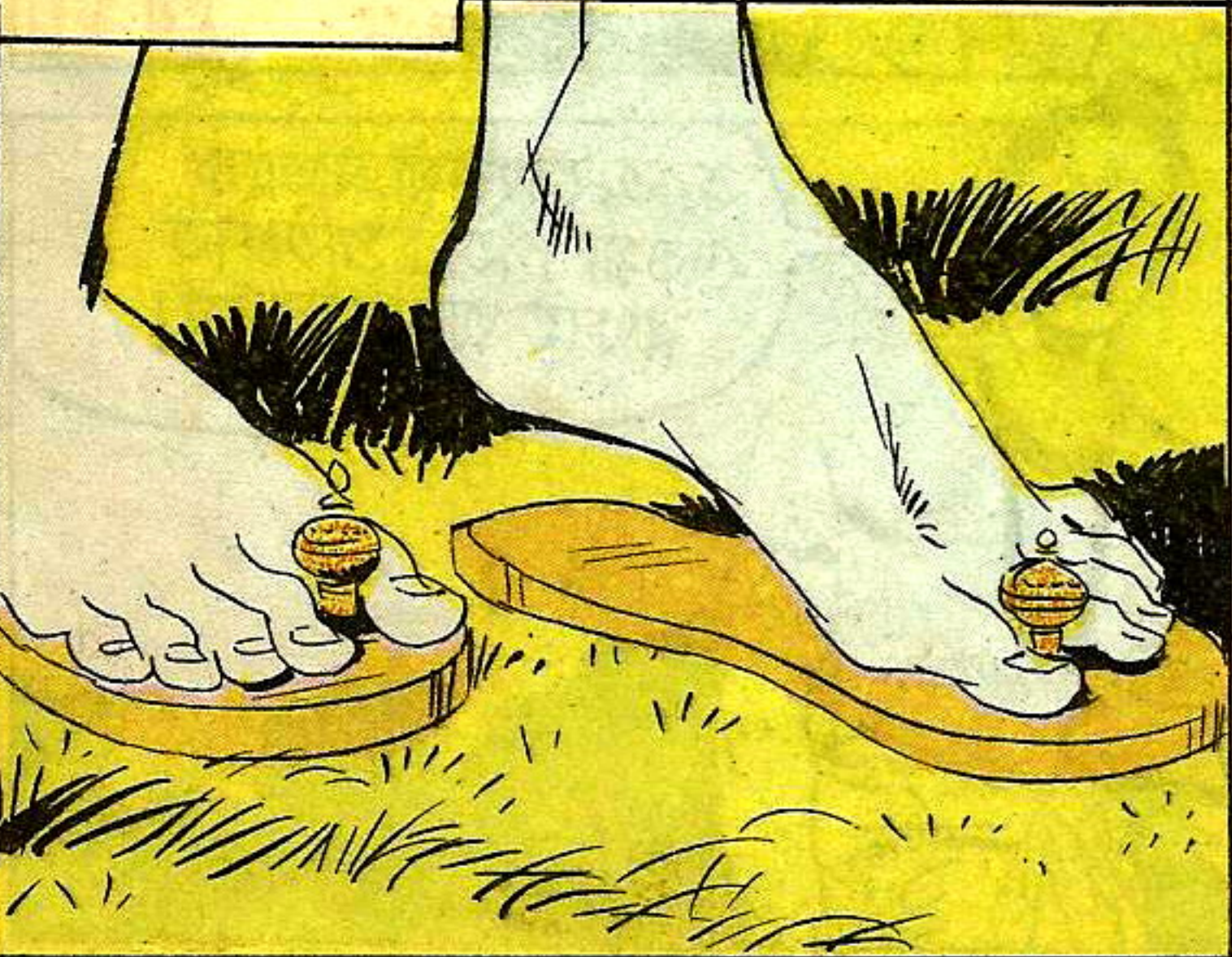
খানিক বাদে পাদুকা খুলে ফেলার পর ভরত পরম-শ্রদ্ধায় সেগুলি গ্রহন করলেন।
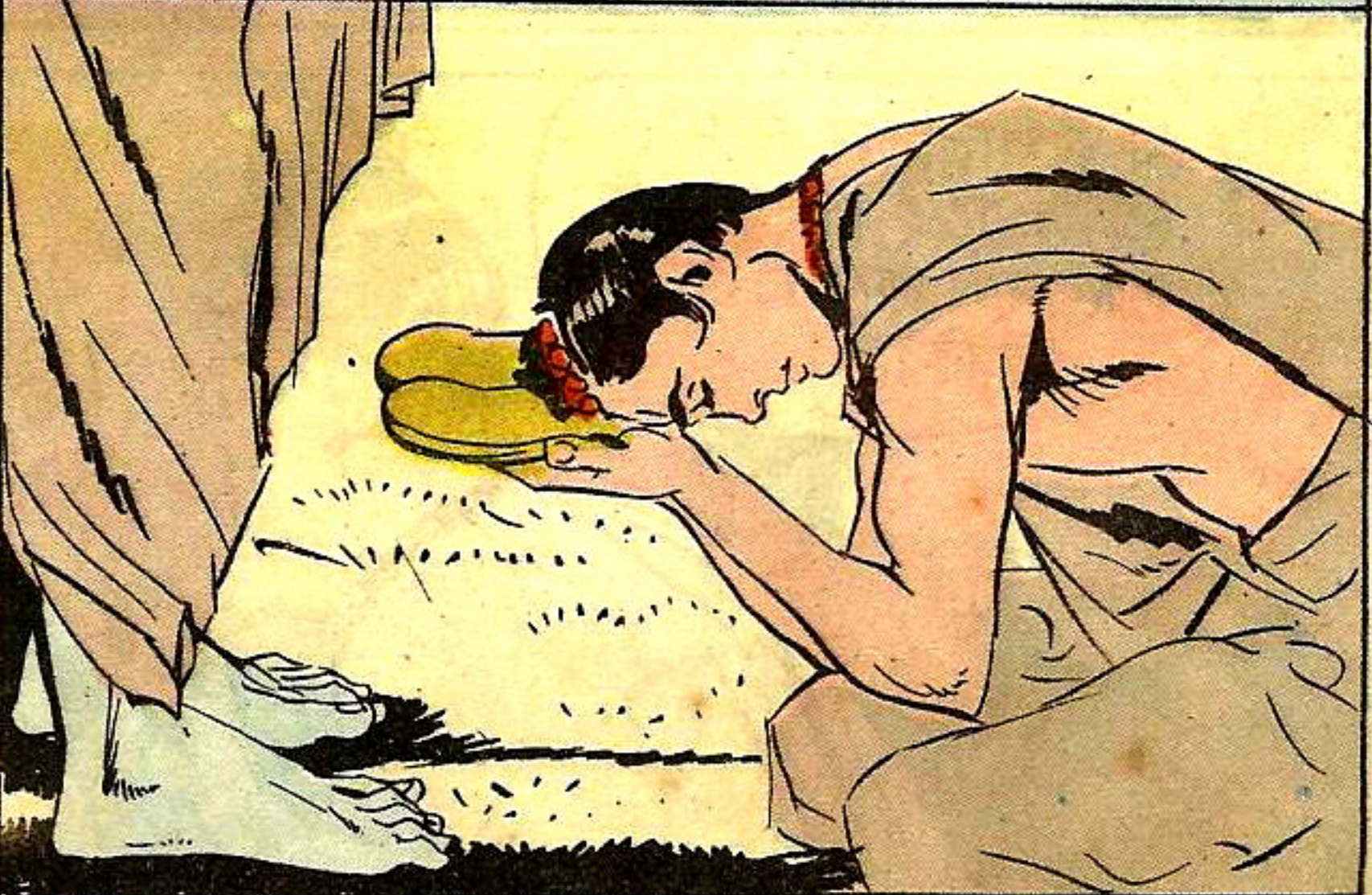
তারপর ভরত বিষণ্ণ মুখে বললেন—

রাম, নির্বাসনের শেষে আপনি যেদিন দেশে ফিরবেন আমি সেদিনের অধীর প্রতীক্ষায় থাকবো।

রাম ভরতকে আলিঙ্গন করলেন।

ততো দিন রাজ্য সুশাসিত করো। কৈকেয়ী মাতাকে রক্ষা কোরো। তাঁর ওপর রুষ্ট হয়ো না।

রামের আশ্বাস পেয়ে ভরত ফিরে গেলেন।

লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে রাম তারপর দণ্ডকারণ্যে গেলেন এবং সেখানে বিরধ রাক্ষসকে বধ করলেন।

অরণ্যের কয়েক জন তপস্বী রামের সঙ্গে দেখা করলেন।

আমাদের কোনও রক্ষক নেই। রাক্ষসদের নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করো।

তাই করবো!
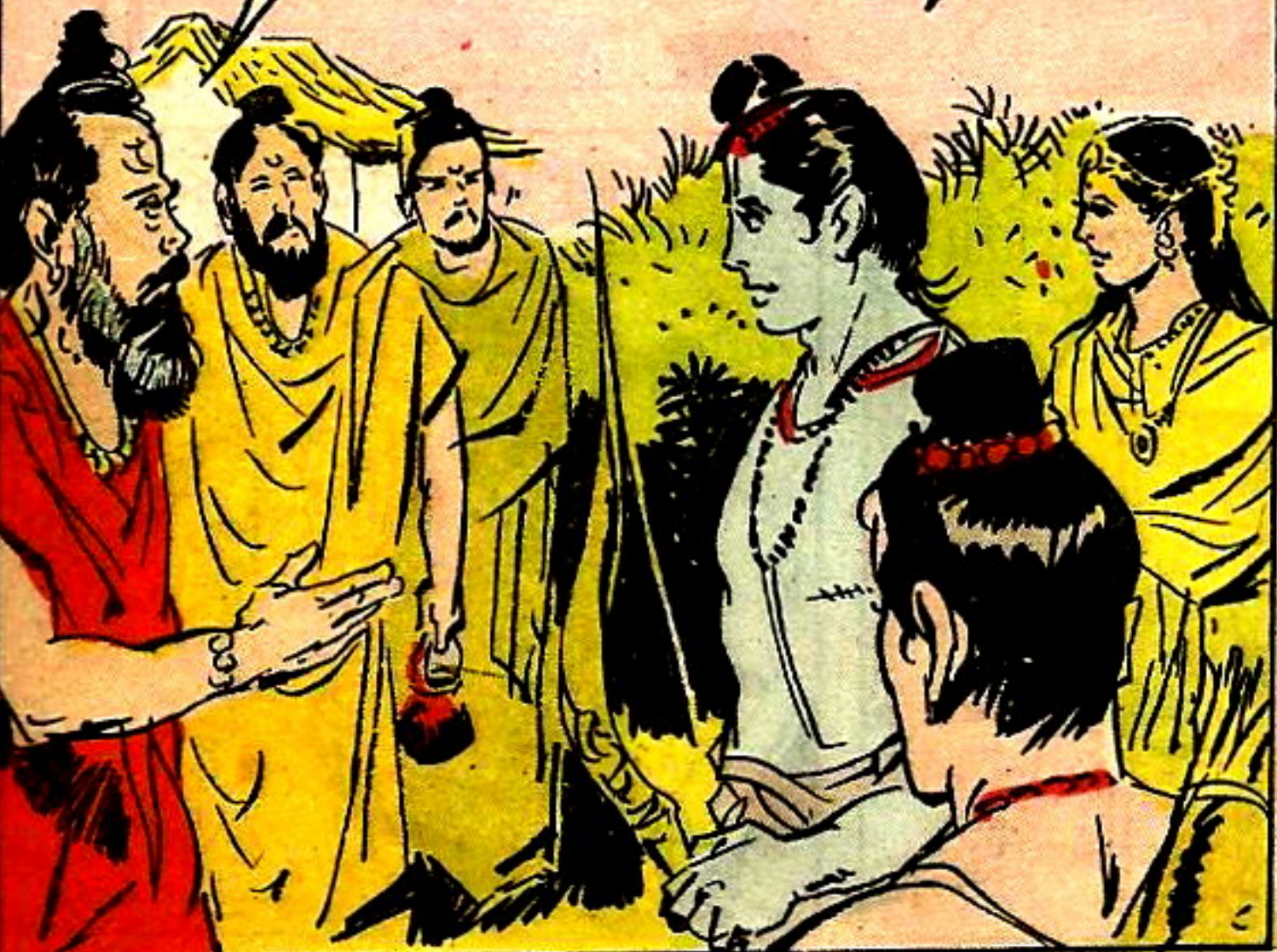
পরে রাম ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রনাম জানালেন। ঋষি রামকে স্বর্গীয় অস্ত্র দিলেন।

ঋষিবর, আপনার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার পত্নী ও ভ্রাতাকে নিয়ে থাকবার একটি জায়গা আমাকে বলে দিন।

চার ক্রোশ দূরের পঞ্চবটীতে গিয়ে সেখানে সুখে বাস করো।

পঞ্চবটী যাবার পথে এক বৃদ্ধ গৃধ্র রামকে বললো —

রাম, আমি জটায়ু, তোমার পিতার বন্ধু। তোমার সাহায্যে লাগতে পারি বলে আমি কাছেই থাকবো।

ধন্যবাদ! আপনি কাছে থাকলে নিরাপদ বোধ করবো।

সকলে পঞ্চবটীতে পৌঁছবার পর —

আমাদের কুটির নির্মানের পক্ষে চমৎকার স্থান।
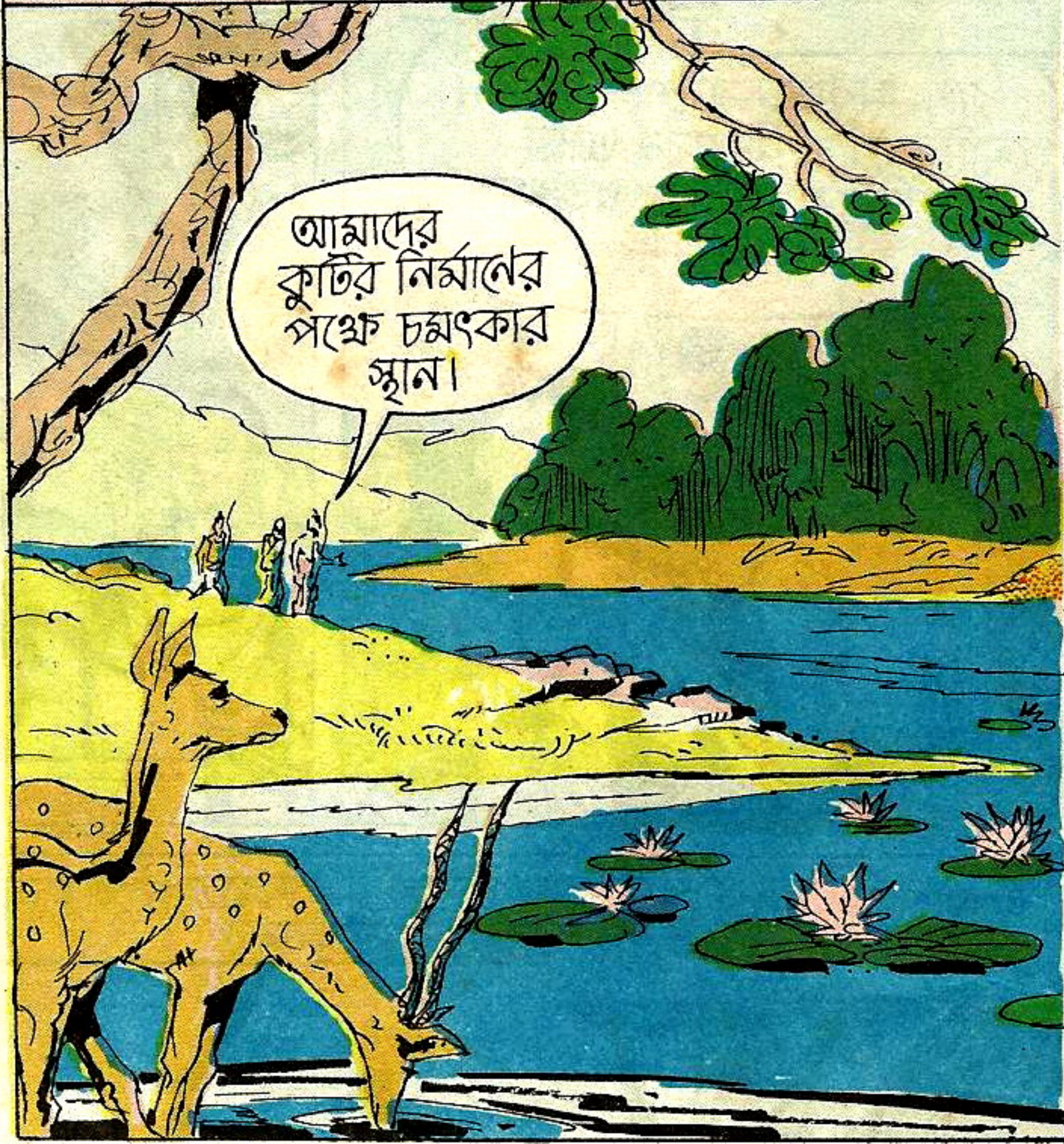
লক্ষ্মন ভ্রাতার জন্যে একটি আশ্রম নির্মান আরম্ভ করলেন।
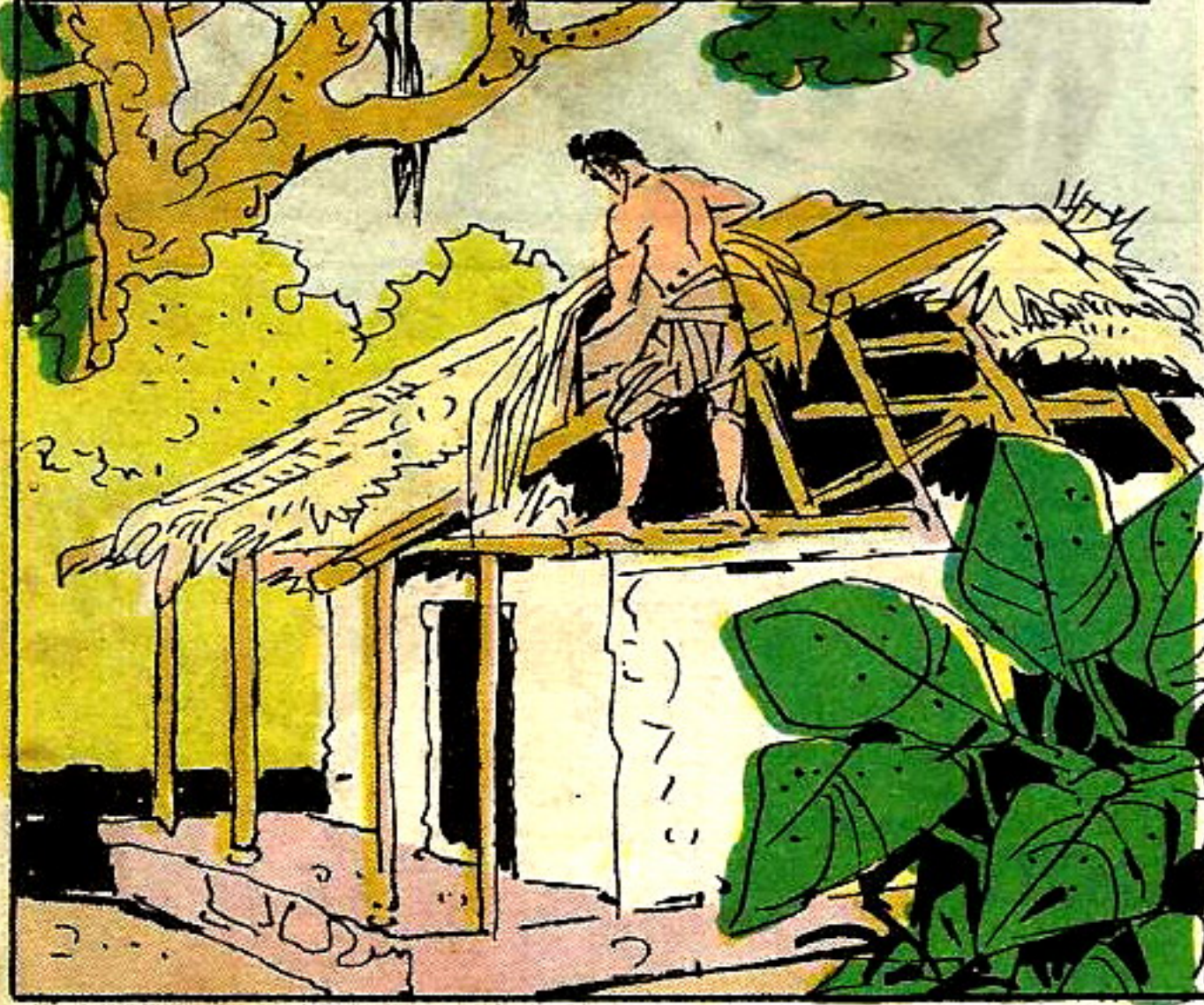
নির্মান শেষ হবার পর গোদাবরীর পুন্য সলিলে স্নান করে লক্ষ্মন কুটিরের প্রবেশদ্বারে পূজা প্রার্থনার সঙ্গে দেবতাদের একটি পদ্ম নিবেদন করলেন।
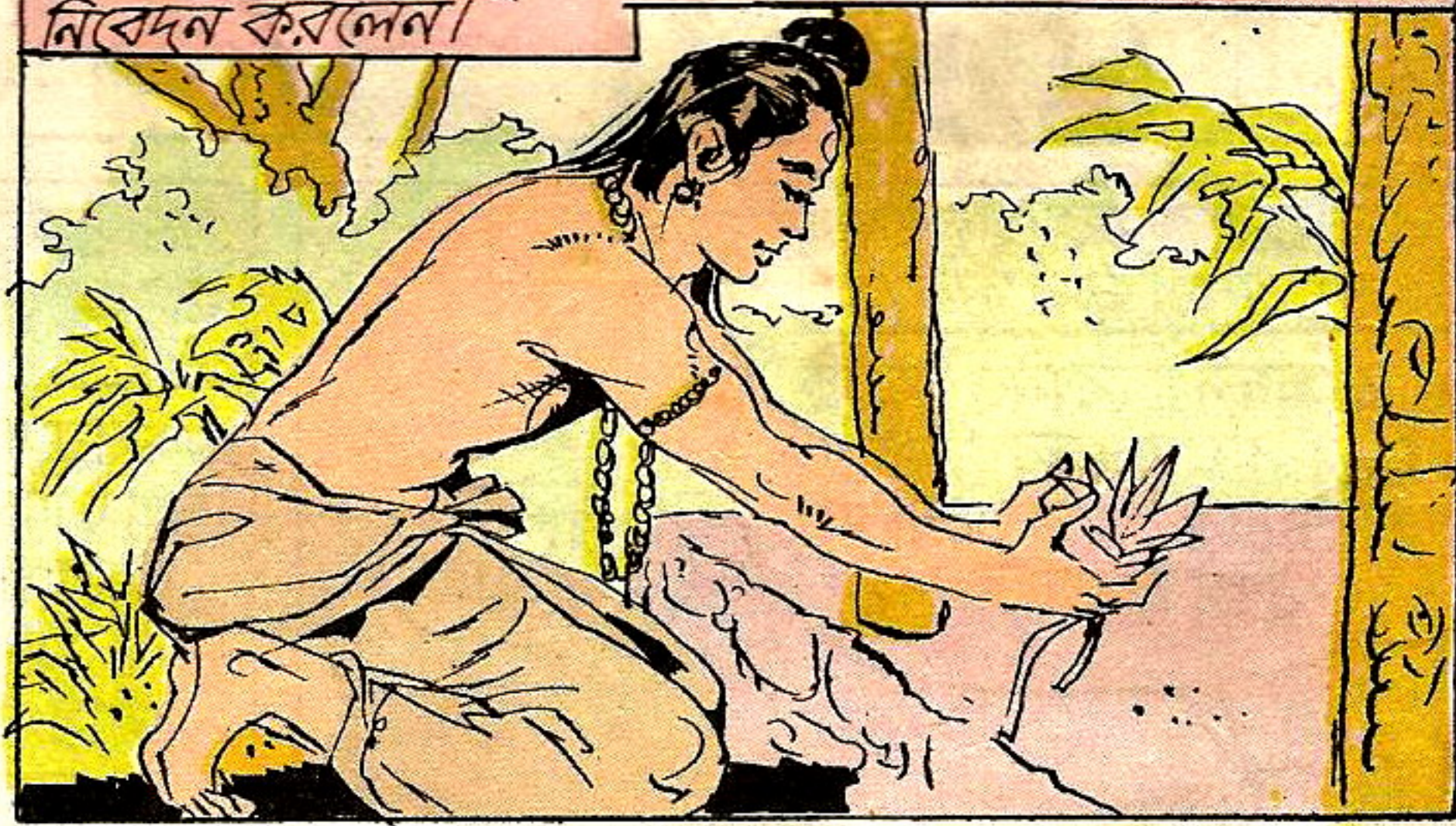
এবার লক্ষ্মন কুটিরটি রামকে দেখালেন।
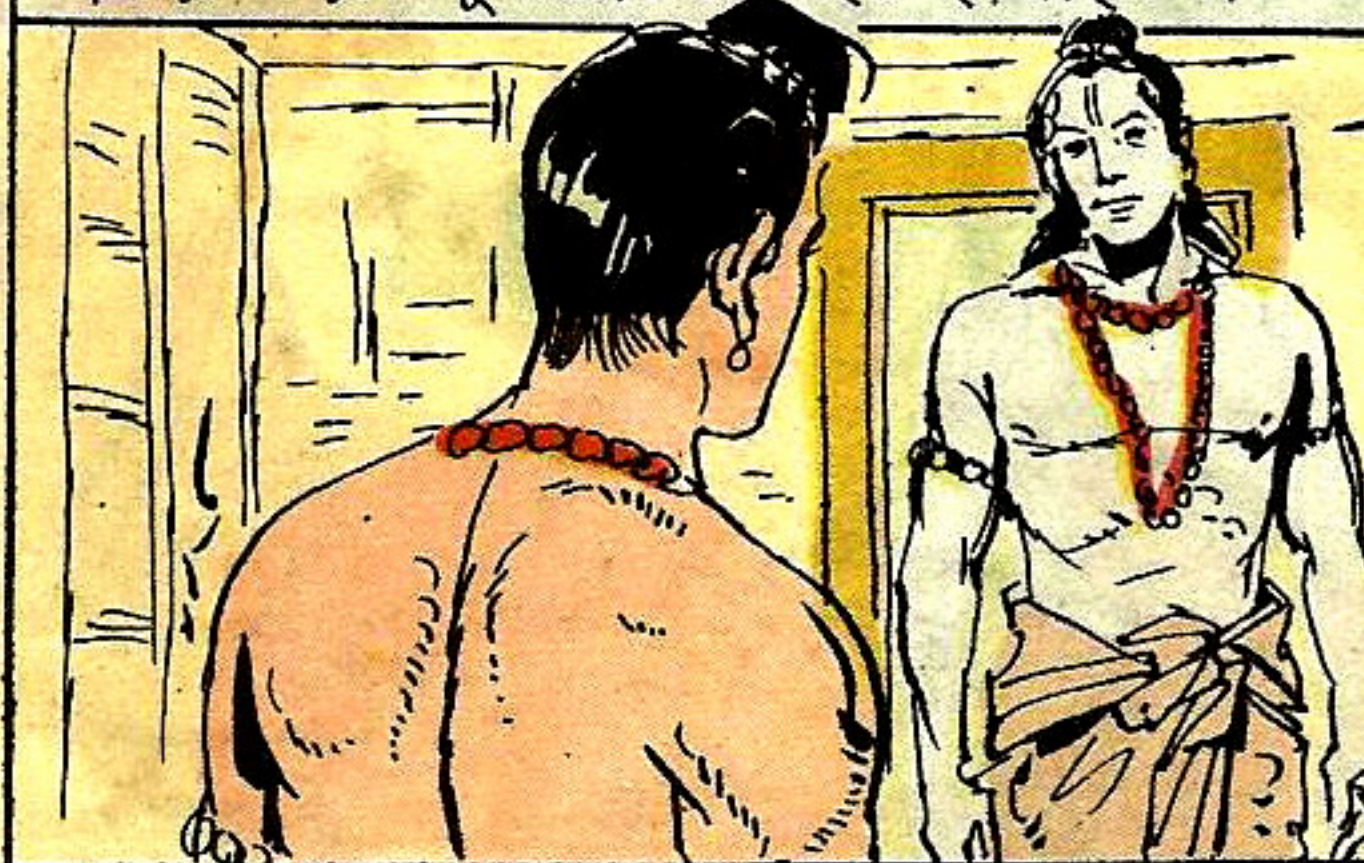
চমৎকার! তোমাকে পুরস্কার দিতে আমি তোমাকে শুধু ...

... আলিঙ্গন করতে পারি।

আশ্রমটি সুপরিসর ও আরামদায়ক। তাঁরা সেখানে অনেক সুখের দিন কাটালেন। তারপর একদিন পঞ্চবটী দিয়ে যাবার সময় রাক্ষসী সূর্পনখা রামকে দেখলো।

কী সুপুরুষ! ওকে বিয়ে করতে চাই!

সুন্দরীর রূপ নিয়ে সে রামের কাছে গেল।

তপস্বী! ধনুর্বান হাতে এই রাক্ষসের রাজ্যে এসেছেন কেন?

আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম। চোদ্দবছর আমাকে এই বনে নির্বাসনে থাকতে হবে।

আমি মহাবীর রাবনের ভগ্নী সূর্পনখা। জনস্থানে যারা রাজত্ব করে সেই মহাবলী খর ও দূষন আমার ভাই!

রাজপুত্র, আমাকে বিয়ে করো। আমি রূপে তোমার সমান!

রাম হেসে পরিহাস করে বললেন—

আমি আগেই বিবাহিত কিন্তু ঐ দেখো আমার ভাই লক্ষ্মন! সুন্দরী, এই তোমার যোগ্য বর!

BENG

তুমি একজন রাজকুমারী আর আমি রামের দাস মাত্র। তোমার কি আমাকে বিয়ে করা উচিত?

না!

সূর্পনখা ক্রুদ্ধ হয়ে রামকে বললো—

তুমি কি তোমার ঐ বিশ্রী বৌ-টার জন্যে আমাকে ঘেন্নায় ঠেলে দিচ্ছো?

আমি ওকে গিলে খাবো। তারপর আমাকে বিয়ে করবে তো?

সে সীতার দিকে ছুটে গেল—

ওকে থামাও লক্ষ্মন!

লক্ষ্মন লাফ দিয়ে গিয়ে সূর্পনখাকে ধরে তার নাক কান কেটে দিল। চেহারায় আবার রাক্ষসী হয়ে গিয়ে সে গেল পালিয়ে।

কিছুদিন বাদে সূর্পনখা দূষন খর আর চোদ্দ হাজার রাক্ষস নিয়ে পঞ্চবটীতে ফিরে এলো।

লক্ষ্মন, রাক্ষসদের যা করবার আমি করছি। তুমি সীতাকে এখান থেকে ঐ নিরাপদ গুহায় নিয়ে যাও।

পরের মুহূর্তে রাক্ষসেরা রামকে ঘিরে ধরলো।

সব রাক্ষসকে শেষ করে দিলেন রাম একাই।

পালিয়ে বাঁচলো শুধু অকম্পন। সে দক্ষিনের সমুদ্র উড়ে পার হয়ে গিয়ে...

BENG
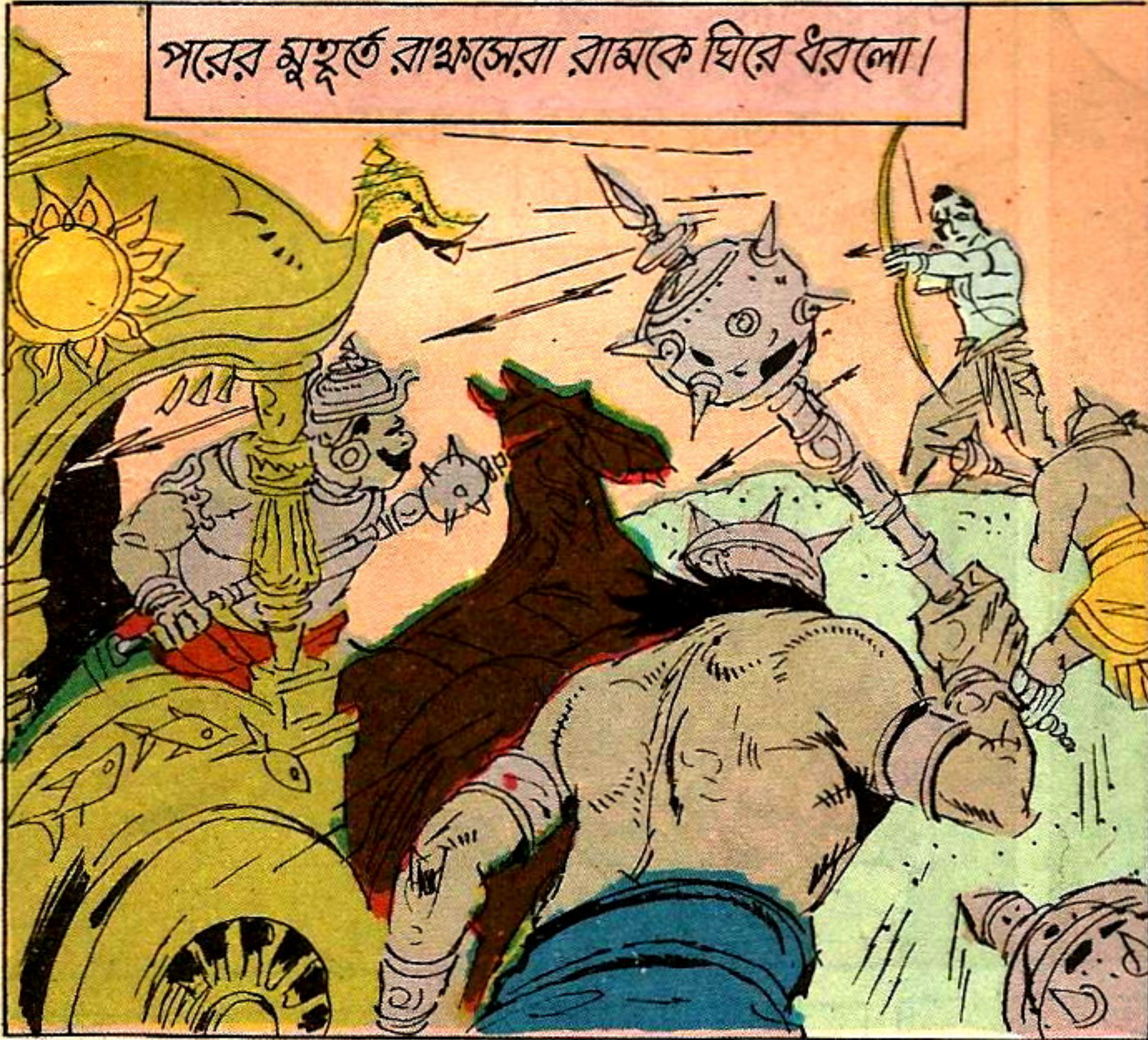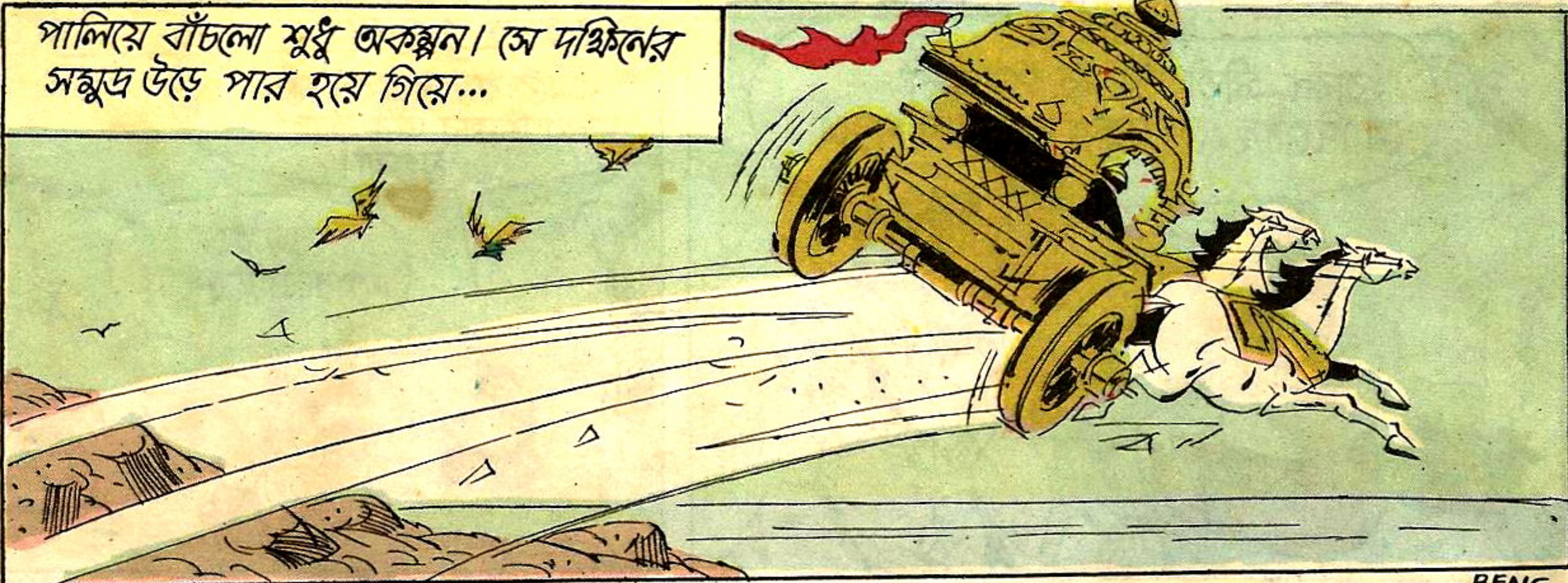
...রাক্ষসদের দুর্দান্ত রাজা রাবনের রাজধানী লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছলো।

মহারাজ, অযোধ্যার রাজপুত্র রাম আপনার বীর দুই ভাই খর আর দূষনকে বধ করেছে!

সামান্য এক নর আমার ভাইয়েদের বধ করেছে!

আমার ভ্রাতাদের মেরে ও নিজের ধ্বংসই ডেকে এনেছে। ওকে আমি বধ করবো!

হে মহাবল! দেবতারাও রামকে পরাস্ত করতে পারেন না!

রামকে ধ্বংস করবার একমাত্র উপায় ওর প্রানাধিক স্ত্রী সুন্দরী সীতাকে হরন করা। সীতাকে হারিয়ে রাম বুক ভাঙা দুঃখেই নিশ্চয়ই মারা যাবে!

মারীচের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি!

রাবন বর্তমানে যোগাচারী মারীচের সঙ্গে দেখা করলেন।

রাবন, সীতা হরনের পরামর্শ যে দিয়েছে, সে বন্ধুর ছদ্মবেশে পরম শত্রু!

মারীচ তখন রামের সঙ্গে তার সংঘর্ষের কথা স্মরন করলো।

রামকে শত্রু করবেন না। দানব শিকার তাঁর কাছে মৃগয়া!

তোমার পরামর্শই নেবো!

প্রাসাদে ফিরে রাবন দেখলেন, সুর্পনখা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

দাদা, অযোধ্যার মানুষটা তোমার আদরের বোনের কি দশা করেছে দেখো। এর ওপর খর আর দূষনের মৃত্যুর শোধ যদি তুমি না নাও, দেবতা মানুষ কেউই আর রাক্ষসদের ভয় করবে না। যা করবার এখনই করো।

সীতা হরনের জন্যে মারীচের সাহায্য চাইতে রাবন আবার তার কাছে গেলেন।

মহারাজ, পরস্ত্রীর প্রতি লোভের চেয়ে পাপ নেই। সীতার কথা ভুলে যান।

তুমি রাজী হচ্ছো না? আমার তরবারির ধারটা কেমন তাহলে বুঝতে পারবে।

আপনি যা চান তাই করবো। কিন্তু মনে রাখবেন, শমন যাদের ডেকেছে, হিতৈষীদের ভালো উপদেশ তাঁরা অগ্রাহ্য করে।

তখন পঞ্চবটীতে রামসীতা লক্ষ্মন আবার তাঁদের শান্তজীবনে ফিরে গেছেন। সুপর্নখার তিক্ত ঘটনাটা ততোদিনে তাঁরা প্রায় বিস্মৃত।

রাম, ঐ সুন্দর ফুলটা দেখো। সবে যেন সূর্যের দিকে মুখ খুলেছে।

হ্যাঁ, কাল ওটা যখন কুঁড়ি-মাত্র ছিল তখন তুমি ওটা আমাকে দেখিয়েছিলে।

রাবন আর মারীচ ঠিক তখনই পঞ্চবটীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বাঃ! ও তো সত্যিই সুন্দরী!

মারীচ, তোমার কাজ হলো, রাম-লক্ষ্মনকে কুটির থেকে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যাওয়া।

পরের মুহূর্তে —

দেখো দেখো, কী সুন্দর হরিন!

আসল নয় বলেই অতো অপরূপ! কি রকম ঝকমক করছে দেখেছো? ওটা নিশ্চয় রাক্ষস!

লক্ষ্মনের কথা না শুনে সীতা বলতে লাগলেন —

সুন্দর নয়, রাম? আমার জন্যে ওটা ধরবে?

নিশ্চয় ধরবো!

লক্ষ্মন! আমি হরিনটা জ্যান্ত ধরে আনবো। ছদ্মবেশী রাক্ষস হলে ওকে মেরে ফেলবো। তুমি এখানে সীতাকে পাহারা দাও।

রাম হরিনটার খোঁজে রওনা হলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণ বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেও রাম ফিরে এলেন না।
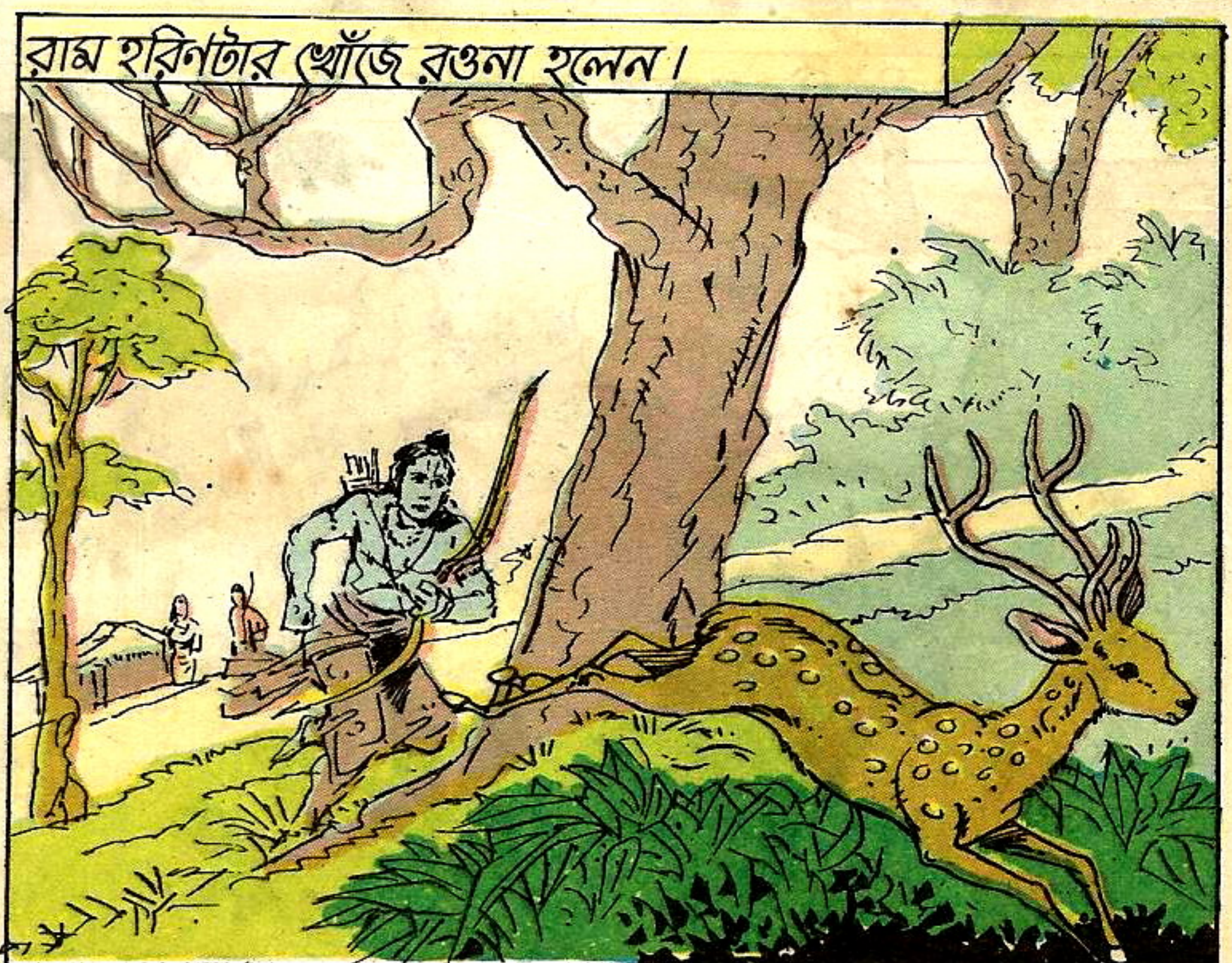
চঞ্চল হরিণটা নিশ্চয়ই ওঁকে বহুদূরে নিয়ে গেছে।

রাম হরিণটাকে মরা বা জ্যান্ত ধরবেনই।

হঠাৎ—

হায় সীতা… হায় লক্ষ্মণ…

স্বামী!

উনি চিৎকার করে সাহায্য চাইছেন। লক্ষ্মণ, ছুটে যাও। নিশ্চয় ওঁর কোনও বিপদ হয়েছে!

লক্ষ্মণ কিন্তু অবিচল।

রামের বিপদ হতেই পারে না। উনি অজেয়। রাক্ষস নিশ্চয় ওঁর গলা নকল করছে! আমি তোমার কাছ ছাড়বো না।

কিন্তু সীতার তা বিশ্বাস হলো না।

যাও লক্ষ্মণ, দোহাই তোমার, আমার স্বামীকে বাঁচাও!

না, তোমাকে এখানে বিনা পাহারায় রেখে আমি যেতে পারি না!

তুমি শুধু আমার কথাই ভাবছো। আমার স্বামী যখন বিপন্ন তখন আমাকে পাহারা দেওয়ার কি দরকার ?

রাম বিহনে বাঁচার চেয়ে আমি বরং আত্মহত্যা করবো।

বেশ! আমি যাচ্ছি। কিন্তু যাচ্ছি অনিচ্ছায়। রামকে নিয়ে ফিরে যেন তোমাকে নিরাপদ দেখি।

ভালো! এবারে ও একা হবে! মারীচ তার কাজটা ভালোভাবেই সেরেছে!

রাবন এবার যোগী সেজে সীতার কাছে গেলেন।

ভদ্রে! আপনি একা এখানে এই রাক্ষস আর শ্বাপদ সঙ্কুল অরন্যে থাকেন?

সীতা রাবনকে পা ধোবার জল আর খাবার জন্য ফল দিলেন।

আমার স্বামী রাম আমার জন্যে একটি হরিণ ধরতে গেছেন। তিনি এখনই ফিরবেন।
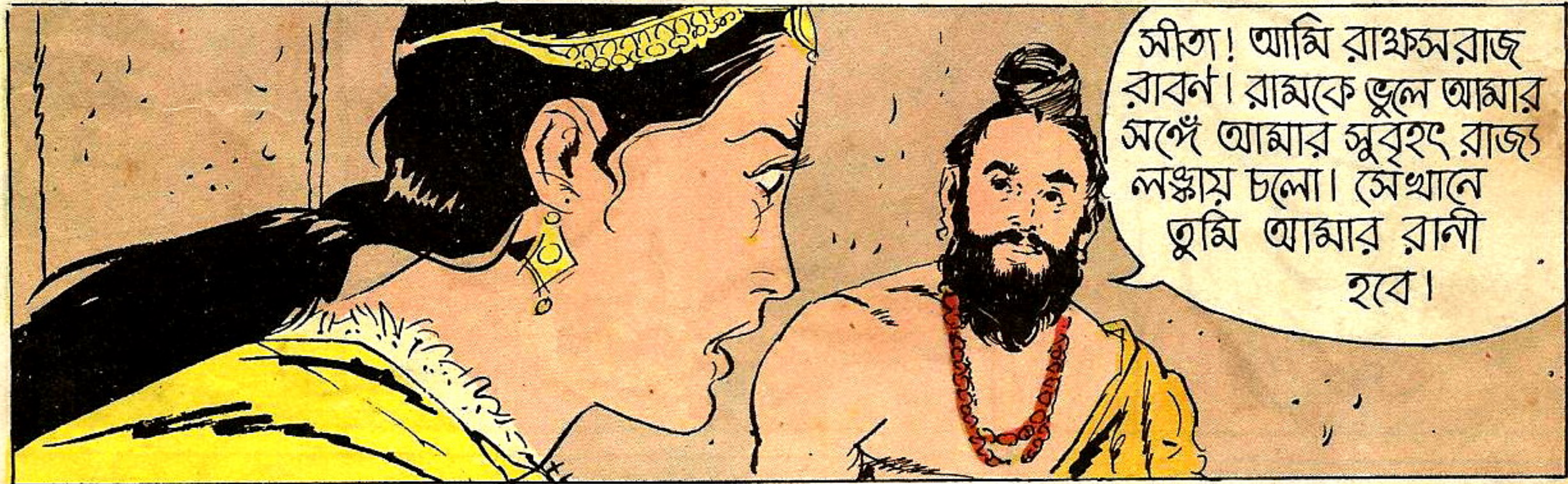
সীতা! আমি রাক্ষসরাজ রাবন। রামকে ভুলে আমার সঙ্গে আমার সুবৃহৎ রাজ্য লঙ্কায় চলো। সেখানে তুমি আমার রানী হবে।
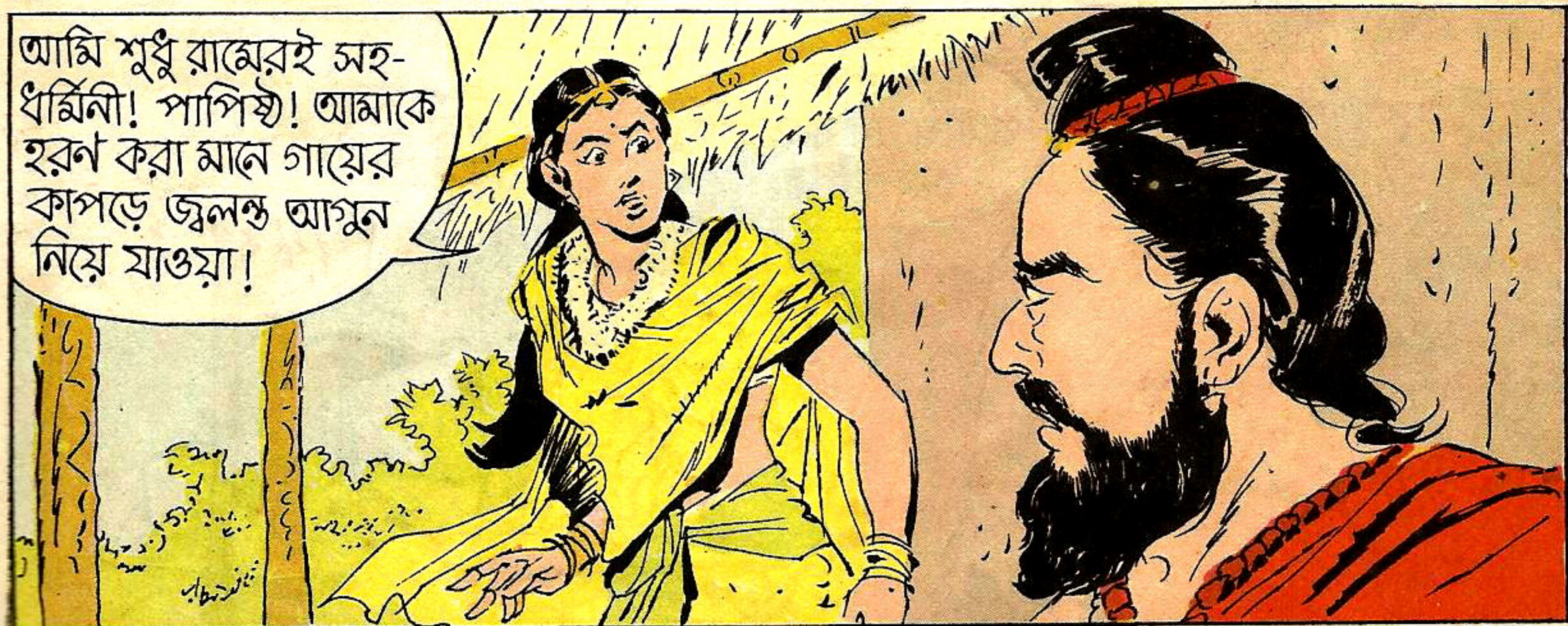
আমি শুধু রামেরই সহধর্মিনী! পাপিষ্ঠ! আমাকে হরন করা মানে গায়ের কাপড়ে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যাওয়া!

রামের চেয়ে আমি বড়ো যোদ্ধা! আমাকেই স্বামীত্বে বরণ করো।

শোনো রাক্ষস! সতী নারীকে যে অপমান করে 'অমৃত' পান করলেও তার মৃত্যু অবধারিত।

আমার ক্ষমতার কথা তুমি শোনোনি? আমি পৃথিবীকে তুলে ধরতে, আর সূর্যকে বিদ্ধ করে স্বয়ং যমরাজকে যুদ্ধে বধ করতে পারি।

সীতার রূপে আর তাঁর প্রত্যাখানে উত্তেজিত হয়ে রাবণ নিজের যথার্থরূপ ধারণ করে সীতাকে কুটির থেকে টেনে বার করলেন।

ত্রিভুবনে বিখ্যাত অধীশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পন করো!

রাম! হায় রাম...
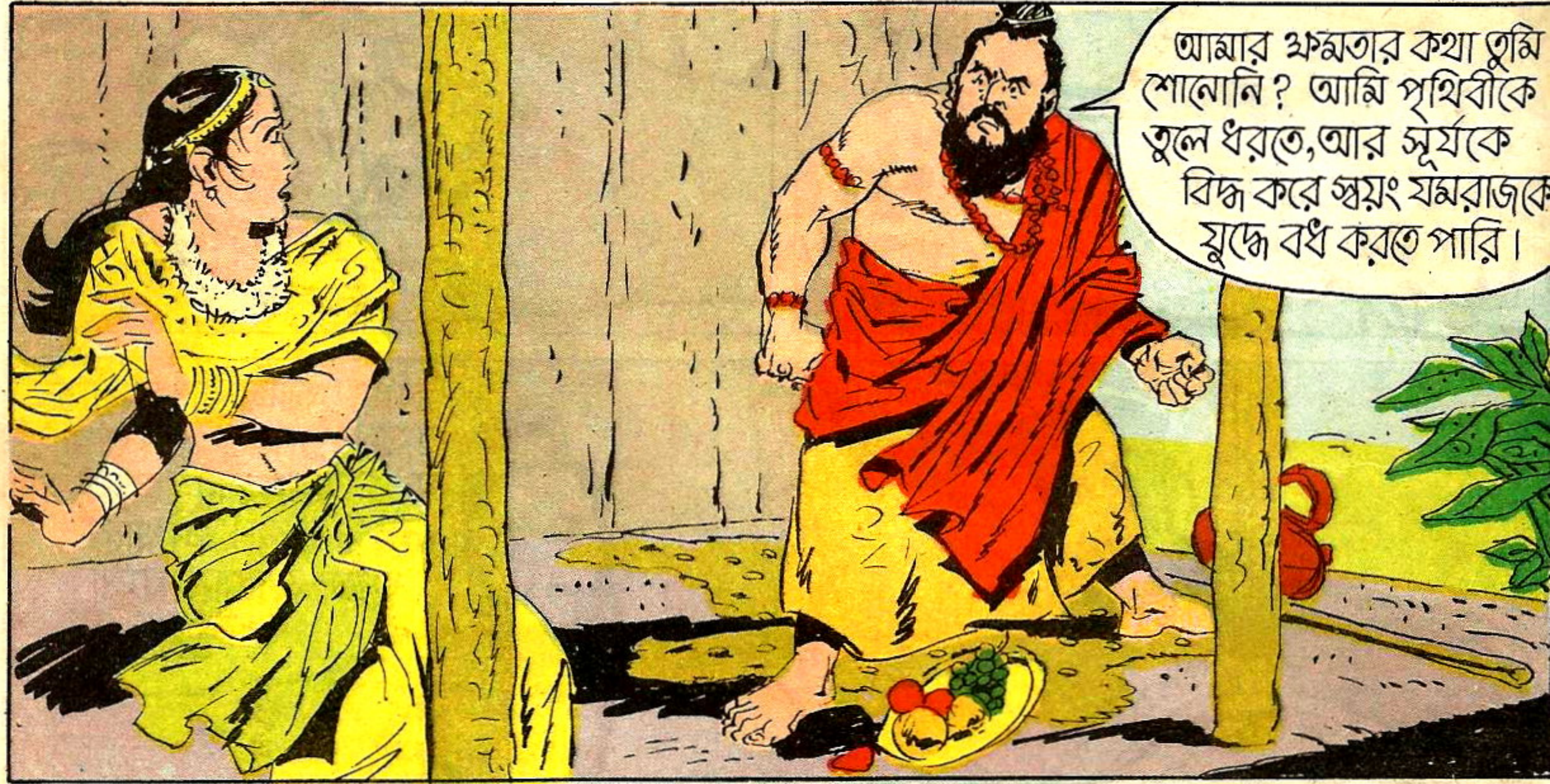
সীতাকে রথে তুলে রাবন আকাশ-পথে লঙ্কার দিকে ধাবিত হলেন।

হে রাম...! হে লক্ষ্মন...!
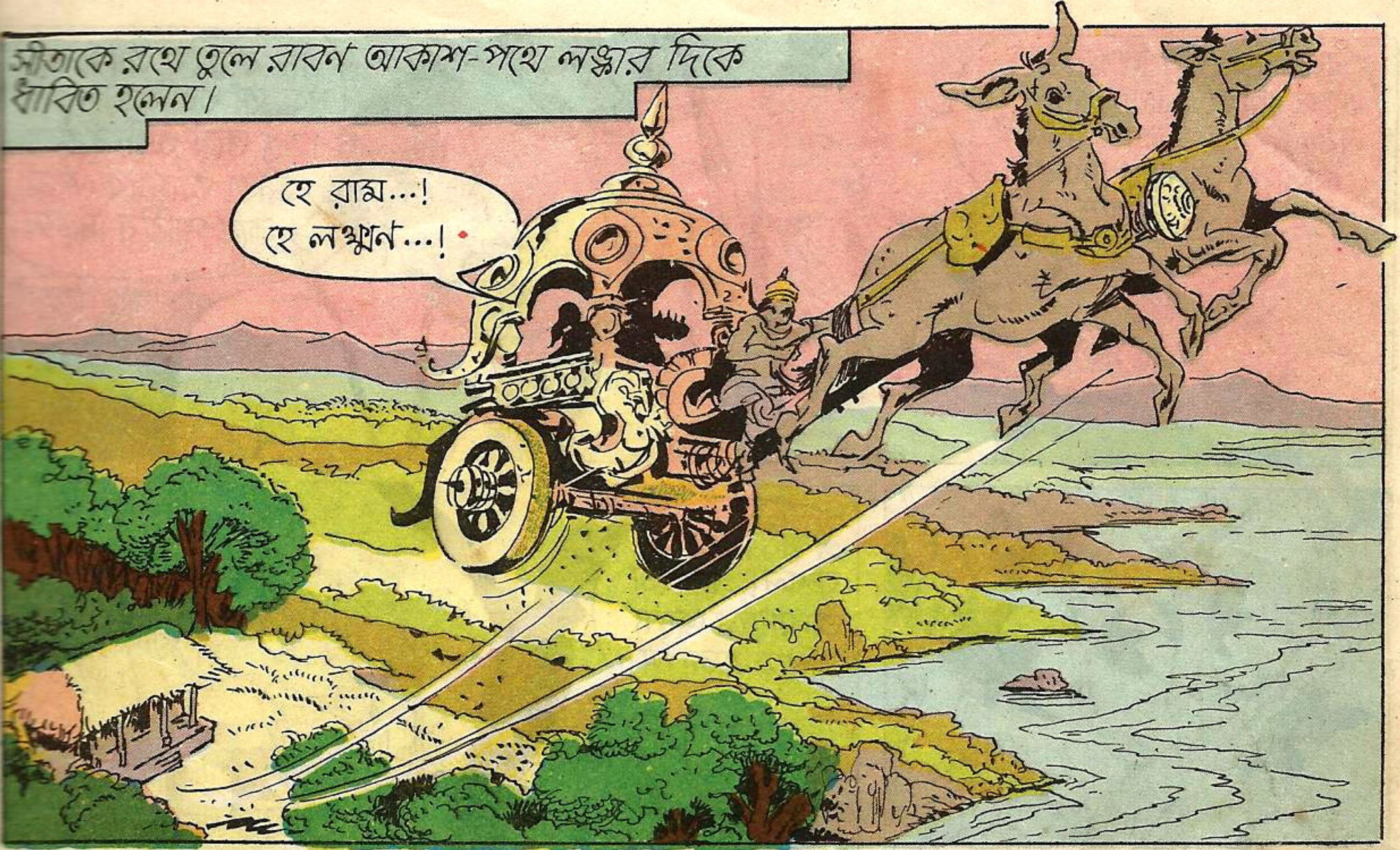
ইতিমধ্যে বনের আর এক স্থানে—

লক্ষ্মন, তুমি যে একা এসেছো? সীতা কোথায়?

রাম, আমরা তোমায় সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে শুনলাম। সীতা তাঁকে ছেড়ে তোমায় বাঁচাতে আসার জন্য কঠিন জেদ ধরে বসলেন।

আমি চিৎকার করিনি। তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে, ওটা হরিন নয়। ছদ্মবেশে রাক্ষস মারীচ!

আমি তাঁর পিছনে ছুটলাম আর সে বাতাসের মতো ক্ষিপ্রগতি হলেও শেষ-পর্যন্ত তাকে শরবিদ্ধ করলাম। আমার বাণটা গায়ে লাগবার পর তার প্রকৃত চেহারা ফুটে বের হলো।

তারপর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা নকল করেও তোমার আর সীতার নাম ধরে চিৎকার করে ডেকেছে!

চিৎকার যে আপনার নয়, তা আমি জানতাম। কিন্তু ভয়ে অস্থির হয়ে সীতা আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন।

যাইহোক, রাক্ষসটা মরেছে! তাড়াতাড়ি ফেরা যাক!

লক্ষ্মন, সব কি কুশল? সীতা তো আমাদের জন্যে এগিয়ে এলো না!

দু'জনে আশ্রমে পৌঁছলে এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা তাঁদের ঘিরে ধরলো।

সীতা!

কিন্তু সীতা সেখানে নেই। গভীর দুঃখে রাম আশ্রমের চারধারের গাছগুলির দিকে ছুটে গেলেন।

ও কদম্ব* তোমার ফুলগুলি যার অতো প্রিয় ছিল, তাকে কি কোথাও দেখেছো? কোথায় সে আমাকে বলো?

ও অশোক,* তাল,* তমাল,* শাল,* বিশাল,* বকুল,* চন্দন*, বলো আমার সীতা কোথায়?

হঠাৎ—

কেন আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছো, প্রিয়া? আমি তোমাকে দেখেছি!

দাঁড়াও, অনেক কৌতুক হয়েছে! সীতা, আমার যন্ত্রণা কি দেখতে পাচ্ছো না? ফিরে এসো প্রিয়ে!

পরের মুহূর্তে—

না, ওটা দৃষ্টিভ্রম মাত্র! আমার সীতা বেঁচে নেই!

* গাছের নাম

এখনই আশা ছাড়বেন না। সীতা নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও গিয়েছেন।
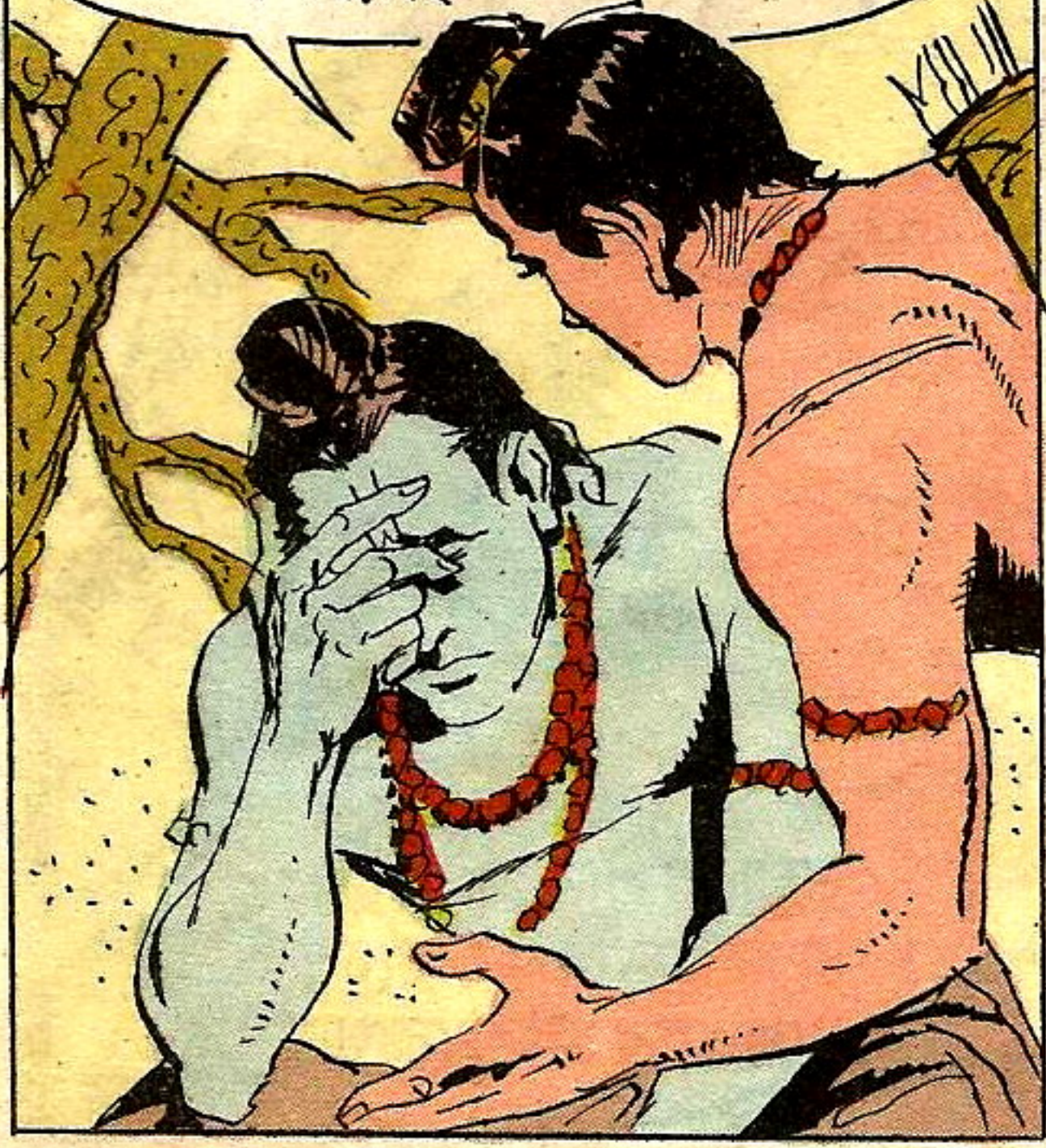
বৃথাই তাঁরা বহুক্ষণ সীতাকে খুঁজলেন।

হায় সীতা! বনবাস থেকে ফিরে তোমার পিতার কাছে তোমার এই অনুপস্থিতির কি ব্যাখ্যা আমি দেবো?

বনবাসের কাল শেষ হলেও আমি আর ফিরে যাবো না। লক্ষ্মন, আমাকে ছাড়াই তোমাকে অযোধ্যায় ফিরতে হবে।

সীতাকে আমরা খুঁজে বের করবোই। নিশ্চিত বের করবোই।
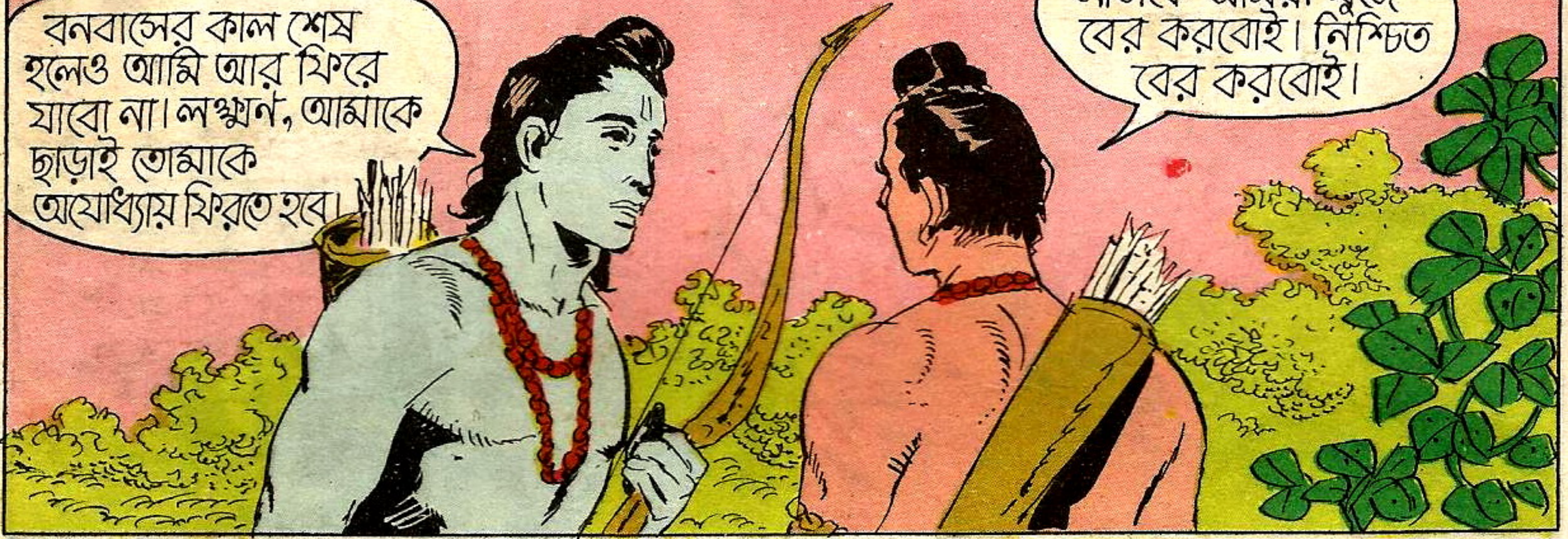
সূর্যদেব, পৃথিবীতে যা হয় সবই তুমি দেখতে পাও। আমাকে বলো, আমার সীতা কি হারিয়ে গেছে, না কেউ হরন করেছে?
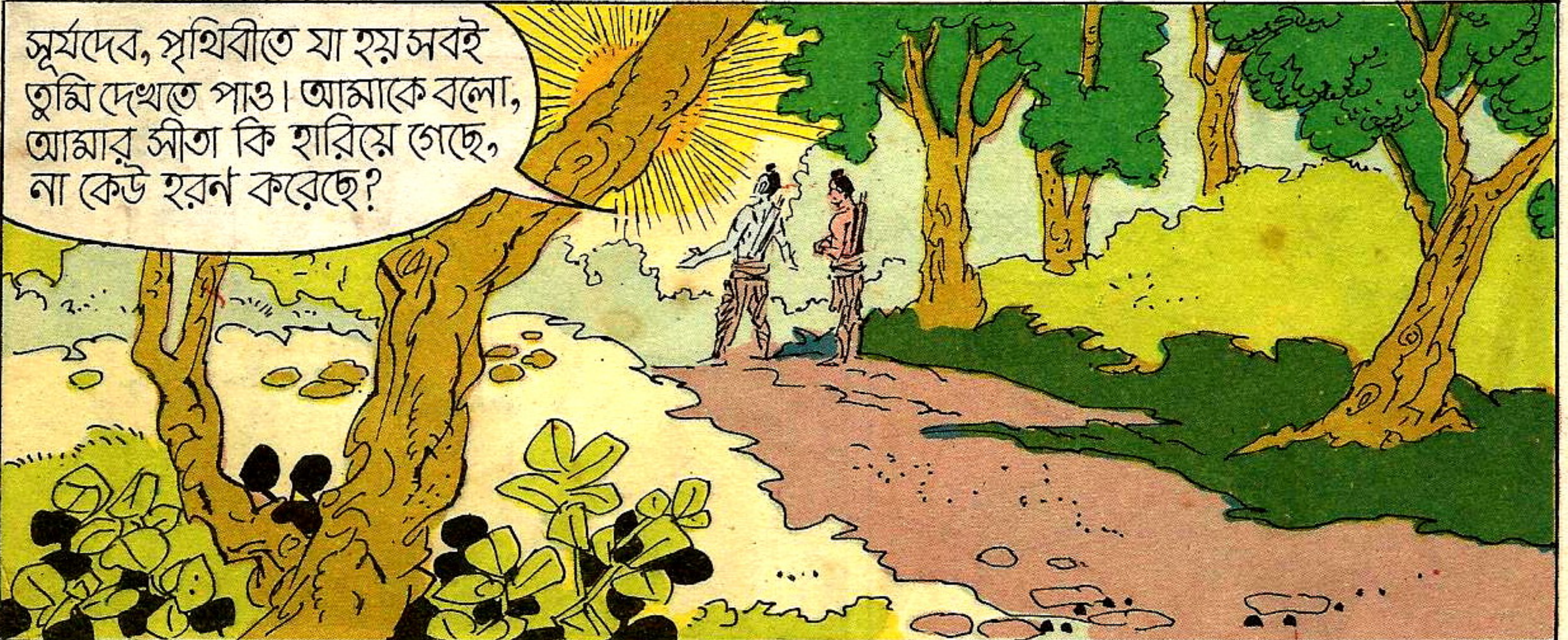
নদী, গাছপালা, পশুপাখি সকলকে একই কথা জিজ্ঞাসা করে রাম সীতাকে খুঁজতে লাগলেন।

ও হরিণ, সীতা তোমায় ভালোবাসতো— বলো, সে কোথায়?
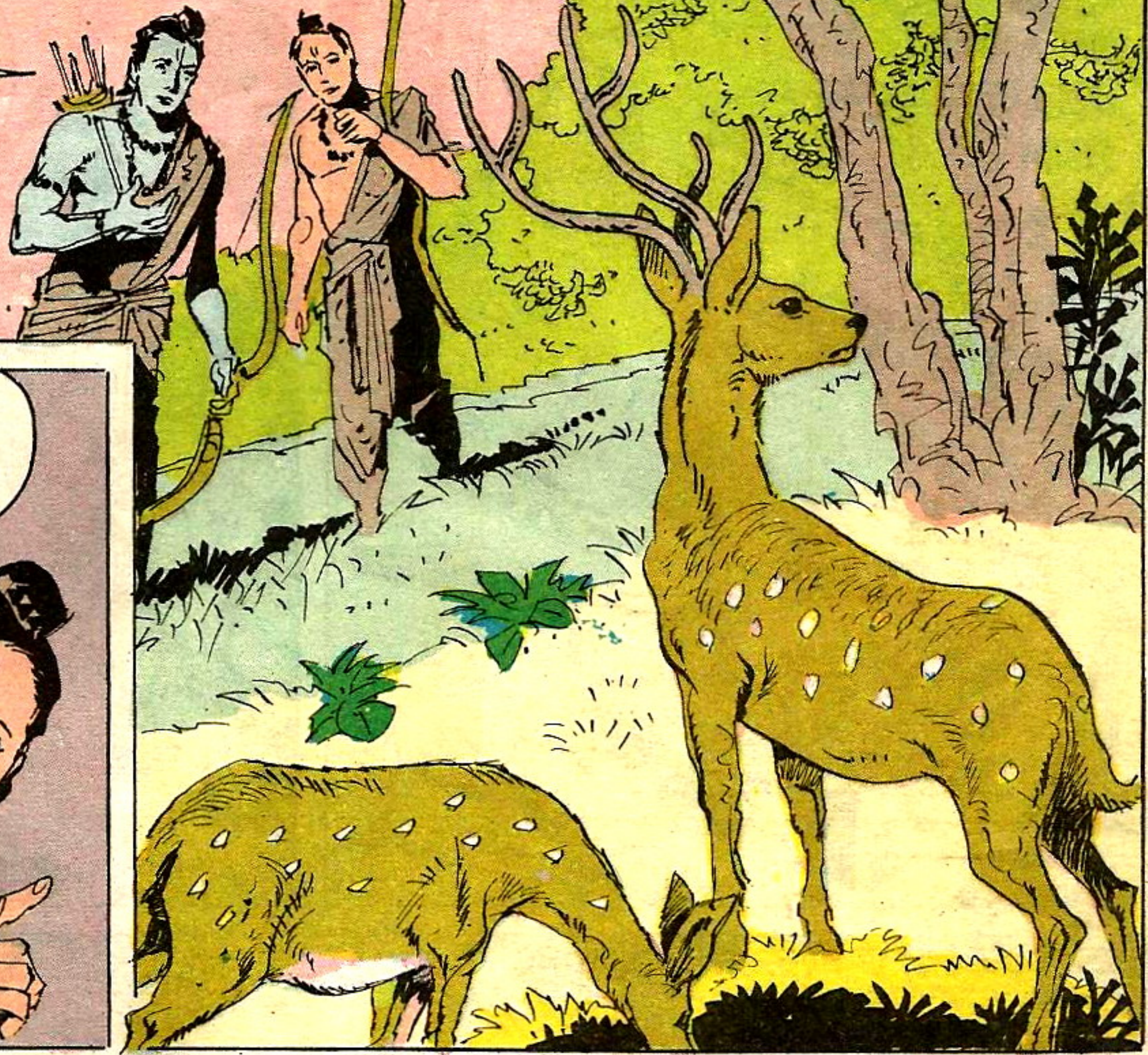
হরিনটা দক্ষিণ দিকে তাকাচ্ছে। চলুন, ও দিকে যাই।
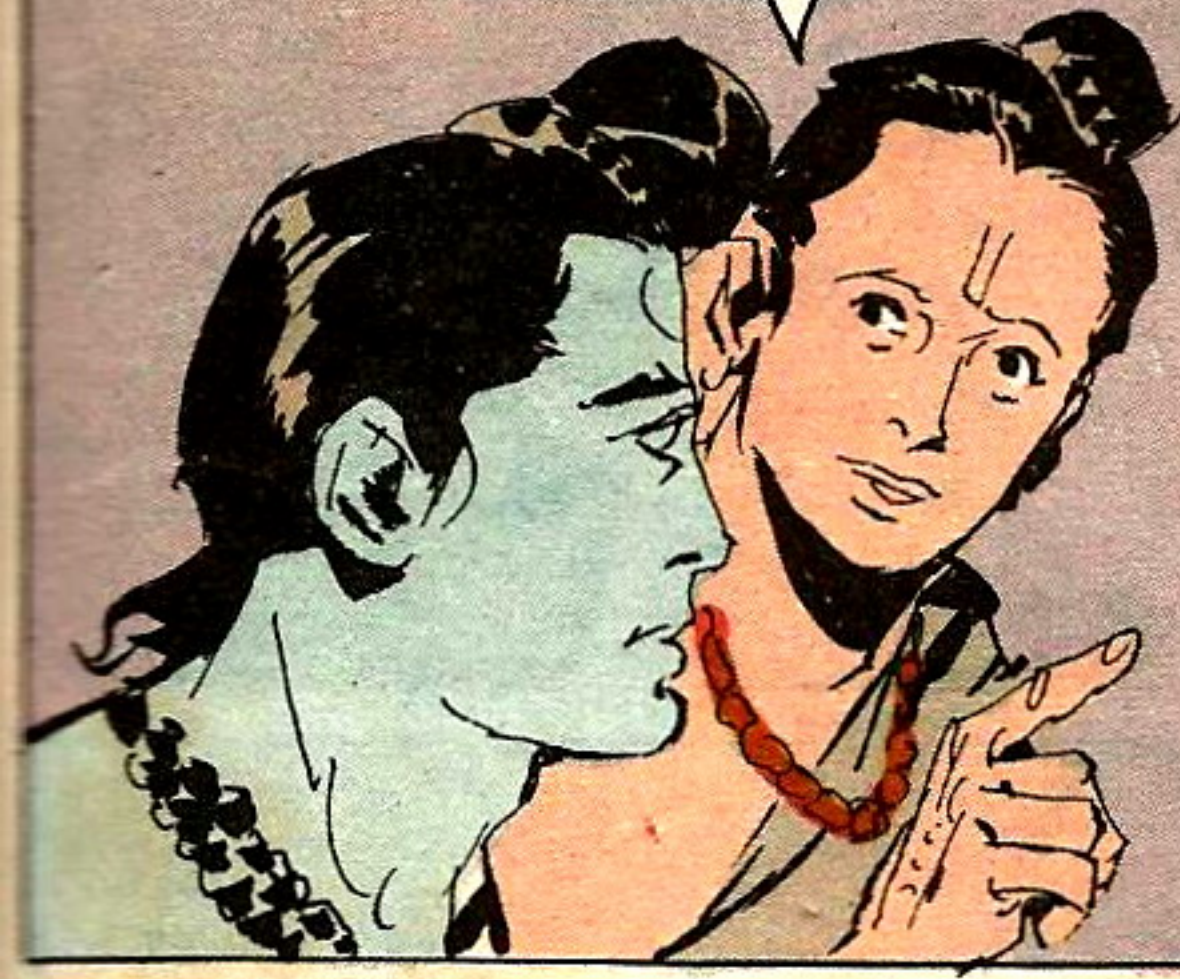
দু'ভাই দক্ষিণে যাবার সময় রাম মাটিতে ছড়ানো কিছু ফুল দেখতে পেলেন।

এই দেখো লক্ষ্মন! সীতার জন্যে এ ফুলগুলি আমি তুলেছিলাম। সূর্য, বায়ু আর পৃথিবী এগুলি আমার জন্যে ধরে রেখেছে।

কিছু দূরে—

এ গুলি সীতার পায়ের দাগ। কিন্তু এই দানবীয় পদচিহ্ন কার?

আর, এই তো সীতার কয়েকটি অলঙ্কার!

BENG

একটা চূর্ণ রথ, একটা ভাঙা ধনুক, মৃত বাহন ও নিহত চালক, এ সবের মানে কি? সীতার জন্যে যুদ্ধের প্রমান!

পরমুহূর্তে রাম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আমার প্রিয়তমাকে আমার কাছ থেকে হরন করা হয়েছে! দেবতারা এখনই যদি তাঁকে ফিরিয়ে না দেন, আমি সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস করবো।

রাম যখন তাঁর ভয়ঙ্কর তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন —

থামুন!
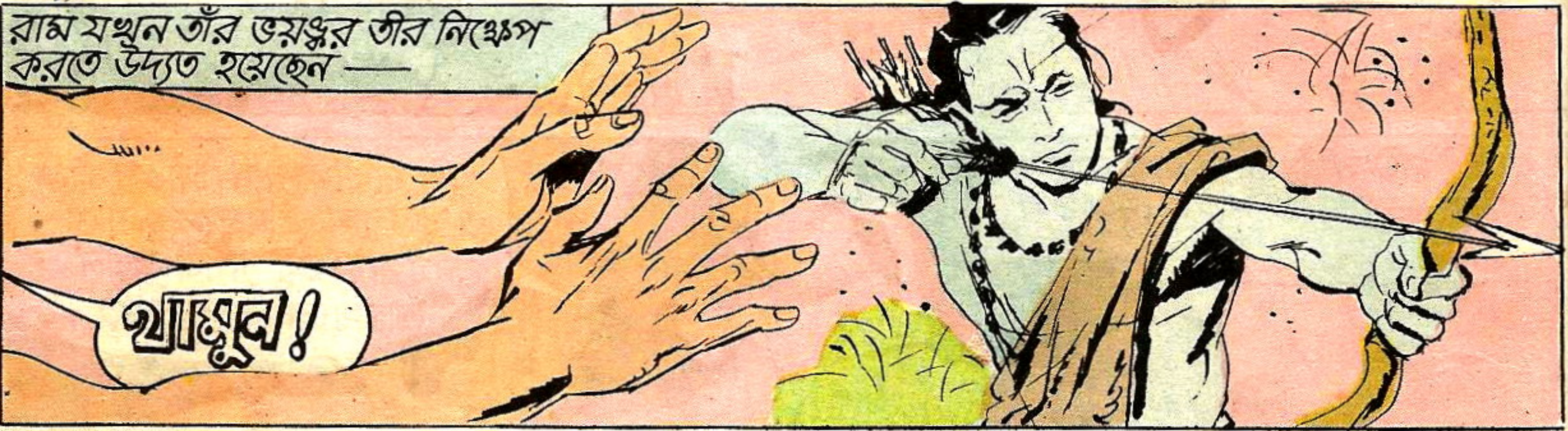
একজনের পাপের জন্যে সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করবেন না। আসল অপরাধীকে খুঁজে নিয়ে তাকে শাস্তি দিন। নিরপরাধদের প্রানে মারবেন না।

এ কথায় রাম শান্ত হয়ে শর সম্বরন করে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ —

গৃধ্রবেশী ঐ রাক্ষস আমার প্রিয়তমাকে ভক্ষন করে এখন বিশ্রাম করছে! কীটাধম, আমি তোকে বধ করবো!

রাম সবিস্ময়ে তারপর থেমে গেলেন।

এ যে জটায়ু! বেশ আহত!

রাম, আমি দেখলাম, রাবন সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন!
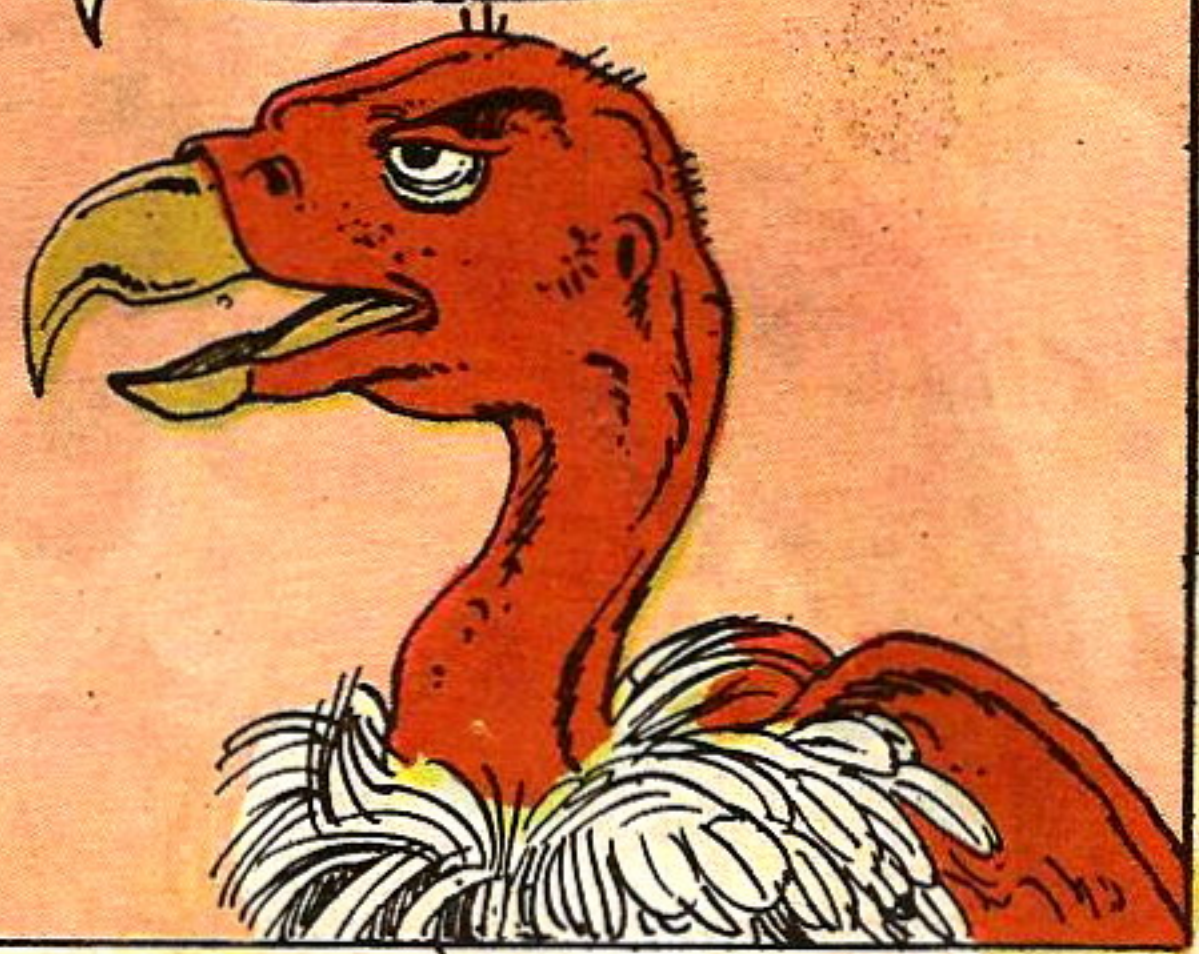
আমি তাঁর সারথি আর বাহনদের মারলাম...

... আর তাঁর রথ চূর্ণ করলাম। রাবন সীতাকে নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন।

সীতাকে সেখানে রেখে রাবন আবার আকাশে উঠে গেলেন।

বৎসে! নিরাপদ কোথাও দৌড়ে পালাও! আমি এই পাষন্ডের ব্যবস্থা করছি।

রাবন কোপ দিয়ে আমার ডানা আর থাবা কেটে ফেলেছে।

রক্তাক্ত হয়ে আমি পড়ে গেলে, সীতা আমার কাছে ছুটে এলেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জটায়ু তার বিবরন শেষ করলো।

রাবন তখন সীতাকে ধরে নিয়ে দক্ষিন মুখে চলে গেলেন!

হে মহৎ বিহঙ্গ! এই রাবন কে আমাকে বলো।

নিশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে জটায়ু থেমে থেমে বললো—

রাবন... রাক্ষসদের... ... রাজা... বিশ্রভের... ... পুত্র ...
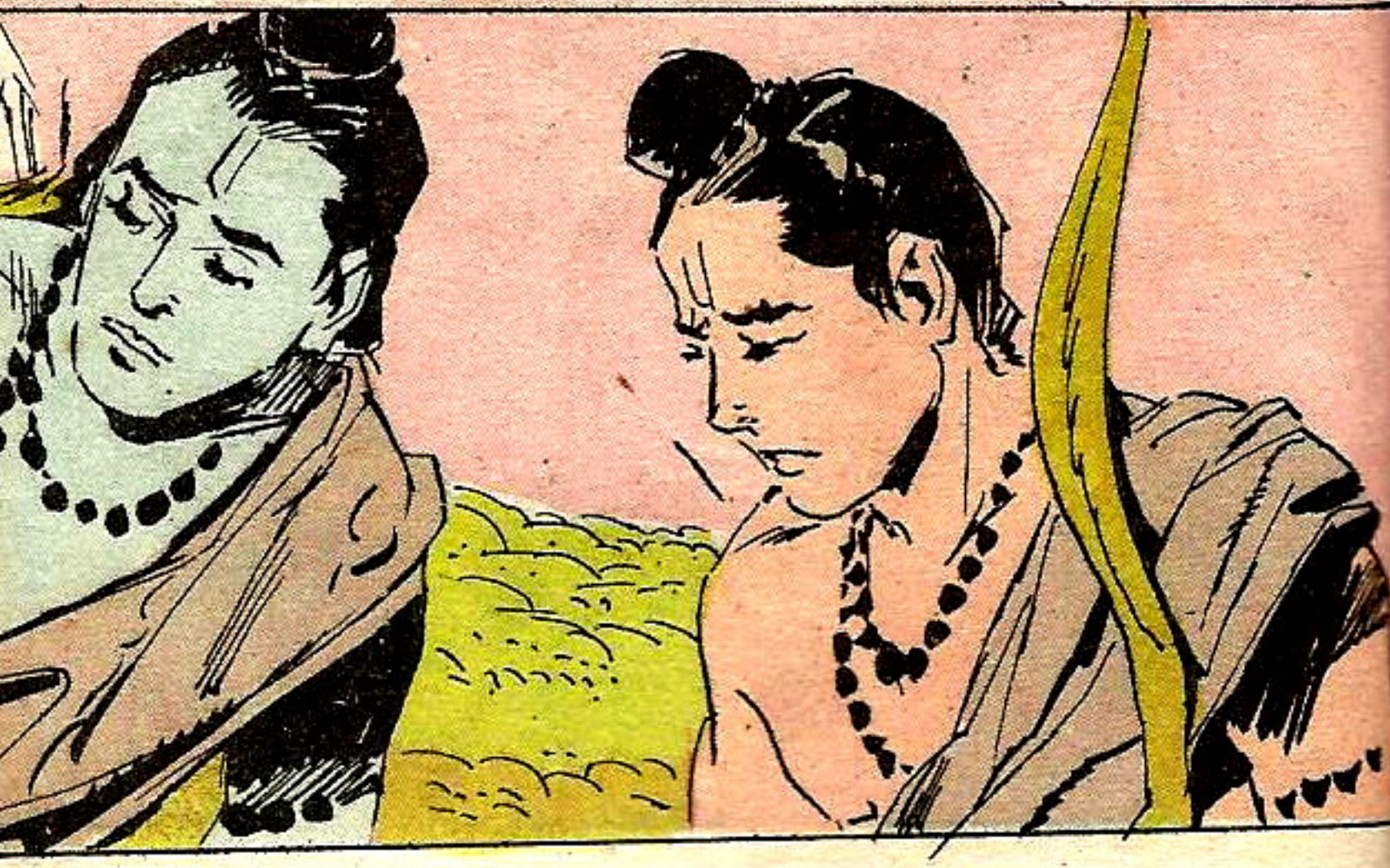
আরও ... আরও বলো ...
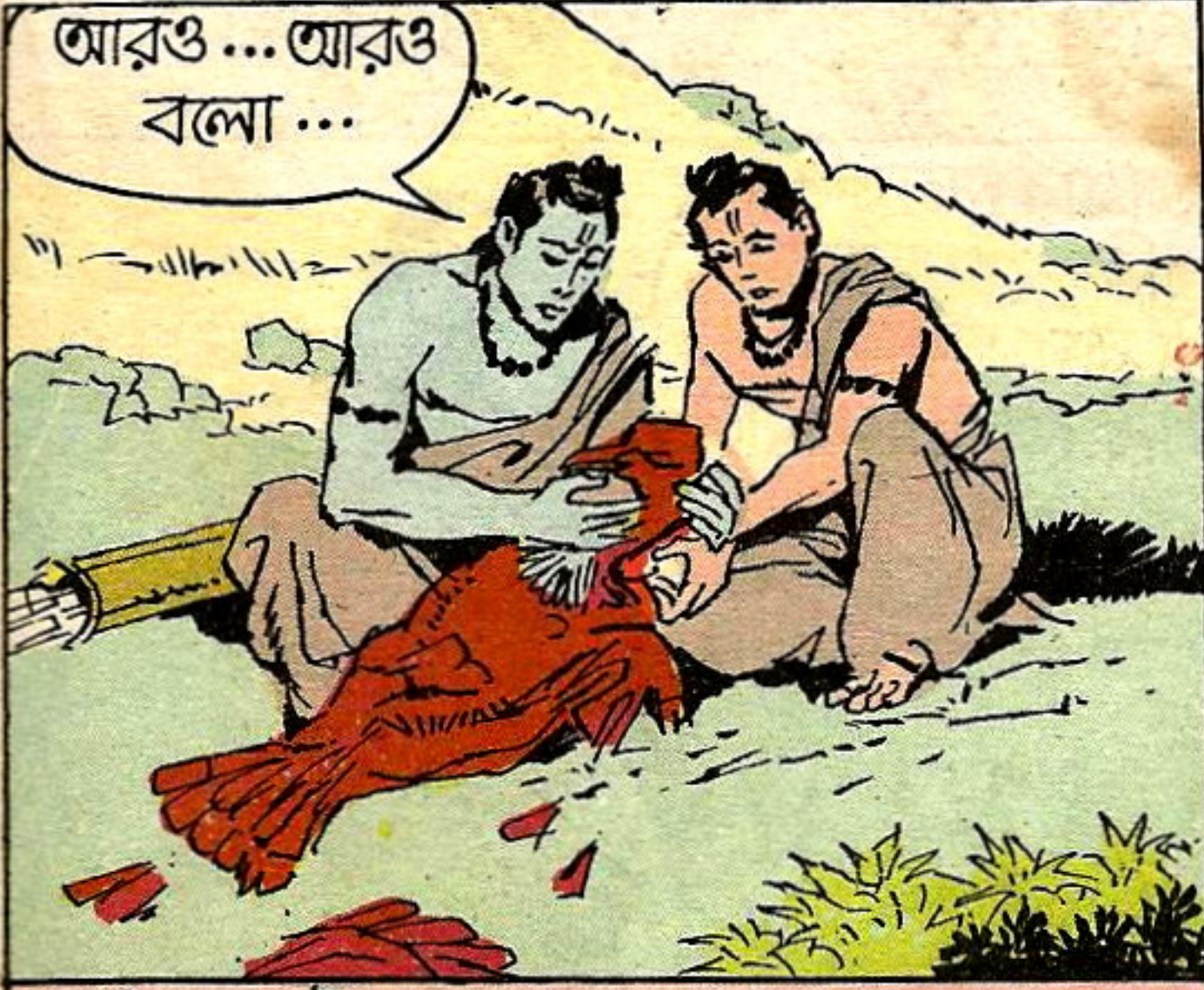
কিন্তু জটায়ু তখন মারা গেছে।

জটায়ুর মৃত্যুতে রাম অত্যন্ত শোকার্ত হলেন।

হে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ, তোমায় প্রনতি জানাই! আমার কাছে তুমি আমার মৃত পিতার মতোই শ্রদ্ধেয়।

জটায়ুর শব দাহ করে রাম ও লক্ষ্মন আবার যাত্রা শুরু করলেন।

তাঁরা ক্রৌঞ্চ অরন্যে ঢুকবার পর এক রাক্ষস তাঁদের ধরে ফেললো।

রাম! এই রাক্ষসের কবল থেকে মুক্ত হবো কি করে?
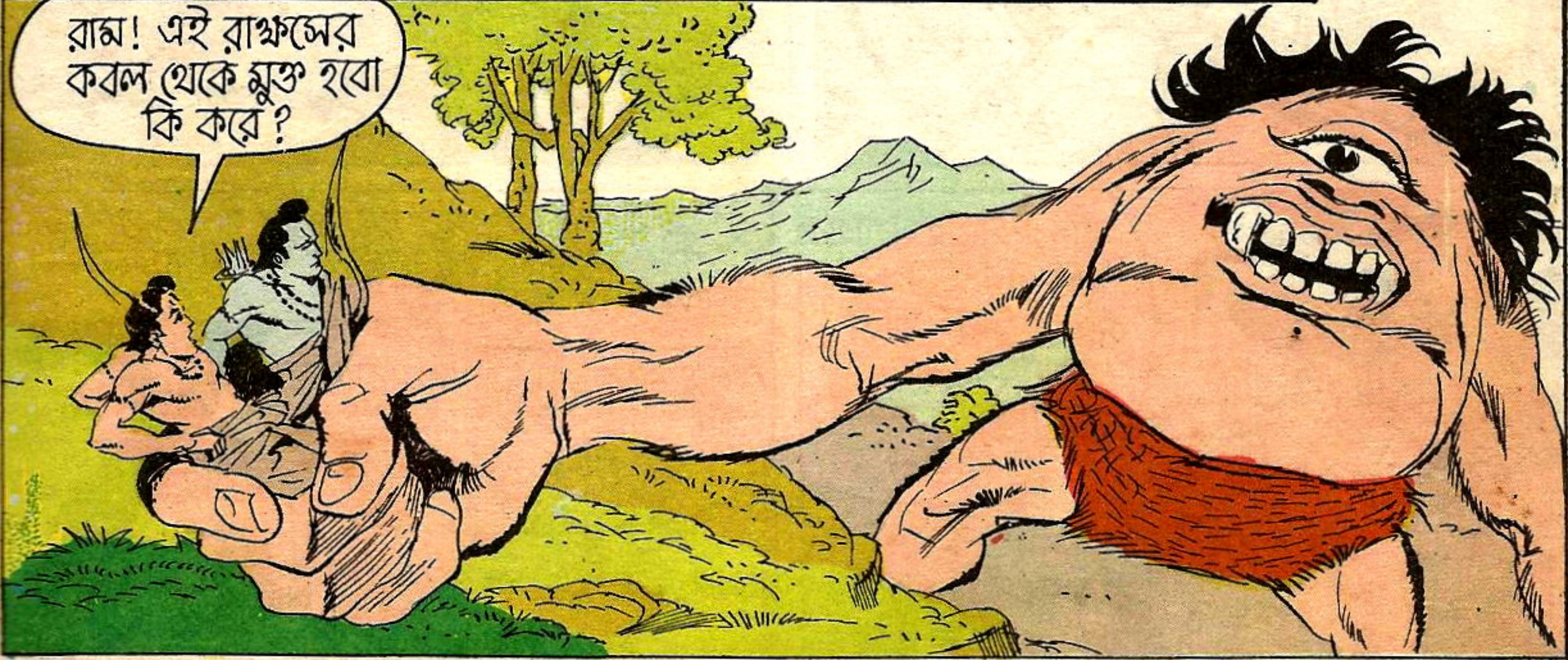
তাঁদের গিলবার জন্যে রাক্ষস যেই হাঁ করেছে...

...রাজপুত্রেরা তার দু'হাত কেটে ফেলে যখন পালাতে যাচ্ছে ...

…রাক্ষস তখন বললো—

বীর দু'ভাই! এখনই আমায় পোড়ালেই তোমাদের সাহায্য করতে পারবো।

তাঁরা রাক্ষসকে পোড়াতে আগুন থেকে এক সুন্দর পুরুষ বের হয়ে এলো।

রাম, আমার নাম কবন্ধ। এক অভিশাপে আমার ঐ ঘৃন্য রূপ হয়েছিল, যা থেকে তোমরা আমাকে মুক্ত করেছো।

বানর-সর্দার সুগ্রীবকে খুঁজে বের করো। সে সীতার অনুসন্ধানে তোমাকে সাহায্য করবে। সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করে।

দু'ভাই আরও অগ্রসর হয়ে পম্পা হ্রদের পশ্চিম তীরে পোঁছলে বৃদ্ধা যোগিনী শবরী তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

অবশেষে আমার পরম বাসনা পূর্ণ হলো। রাম, আমি শুধু এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে আছি।

আপনার জন্যে এই ফল-গুলি জোগাড় করে রেখেছি, দয়া করে খান।

এ তো পৃথিবীর সব চেয়ে সুমিষ্ট ফল!

অচিরে মরদেহ ত্যাগ করে শবরী মোক্ষলাভ করলেন।

রাম লক্ষ্মণ এবার পম্পা হ্রদ পার হলেন। তাঁরা ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে যাবার পথে এক সাধুর সাক্ষাৎ পেলেন।

আপনারা বিদেশী, দেখছি। কোথা থেকে আসছেন?

এই ... মানে ...

তাঁদের দ্বিধা দেখে সাধু বললেন —

ভীত হবেন না। বানর-রাজ সুগ্রীব আপনাদের বন্ধুত্ব চান। আমি তাঁর মন্ত্রী হনুমান।

হনুমান, আমরা সুগ্রীবের বীরত্বের কথা শুনেছি। আসলে আমরা তাঁর খোঁজেই এসেছি।

লক্ষ্মণ এবার হনুমানকে রামের নির্বাসন আর সীতা-হরণের কাহিনী শোনালেন।

আমার রাজা সুগ্রীবও নির্বাসিত। ওঁর ভাই বালীর নিষ্ঠুরতায় উনি বানরদের রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। সুগ্রীব আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করবেন।

হনুমান নিজ রূপ ধরে তাঁদের বহন করে নিয়ে গেলেন ...
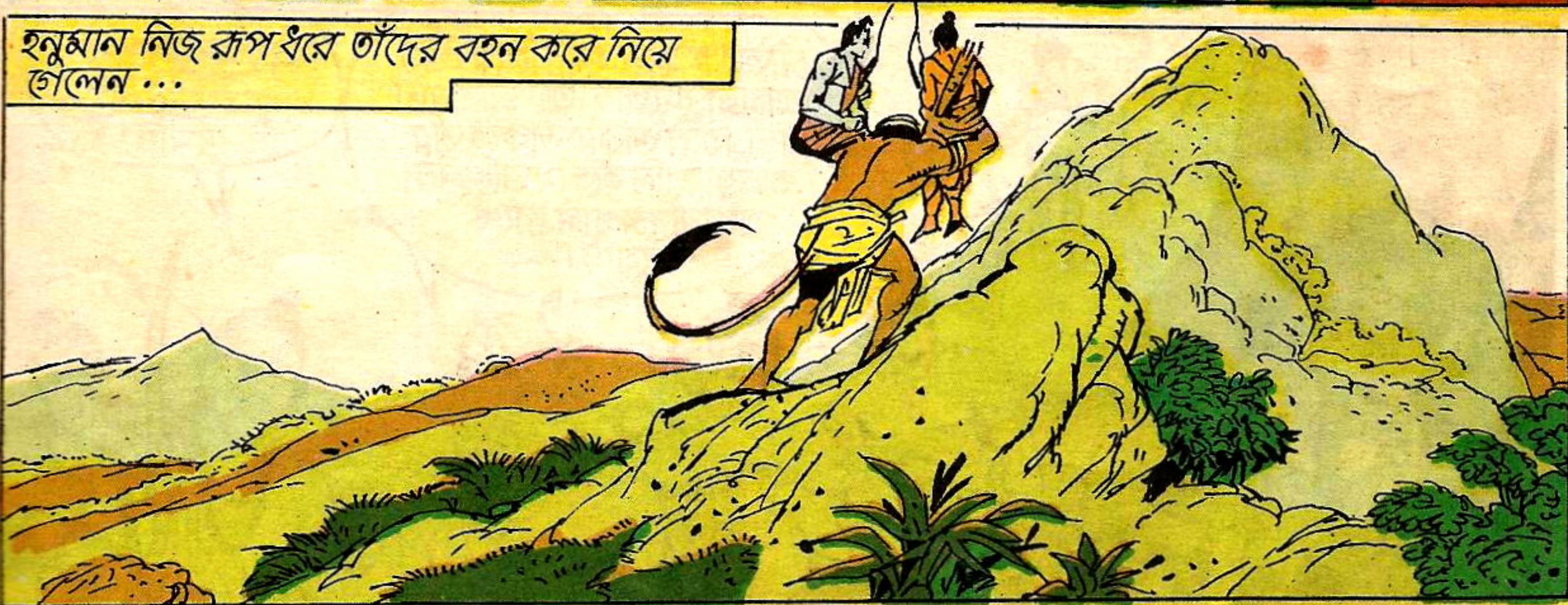
... সুগ্রীব যেখানে থাকেন সেই ঋষ্যমূক পর্বতে।
হনুমান রামের বৃত্তান্ত বলার পর—
আপনারা যে আমার সখ্য প্রার্থী এ আমার সৌভাগ্য!
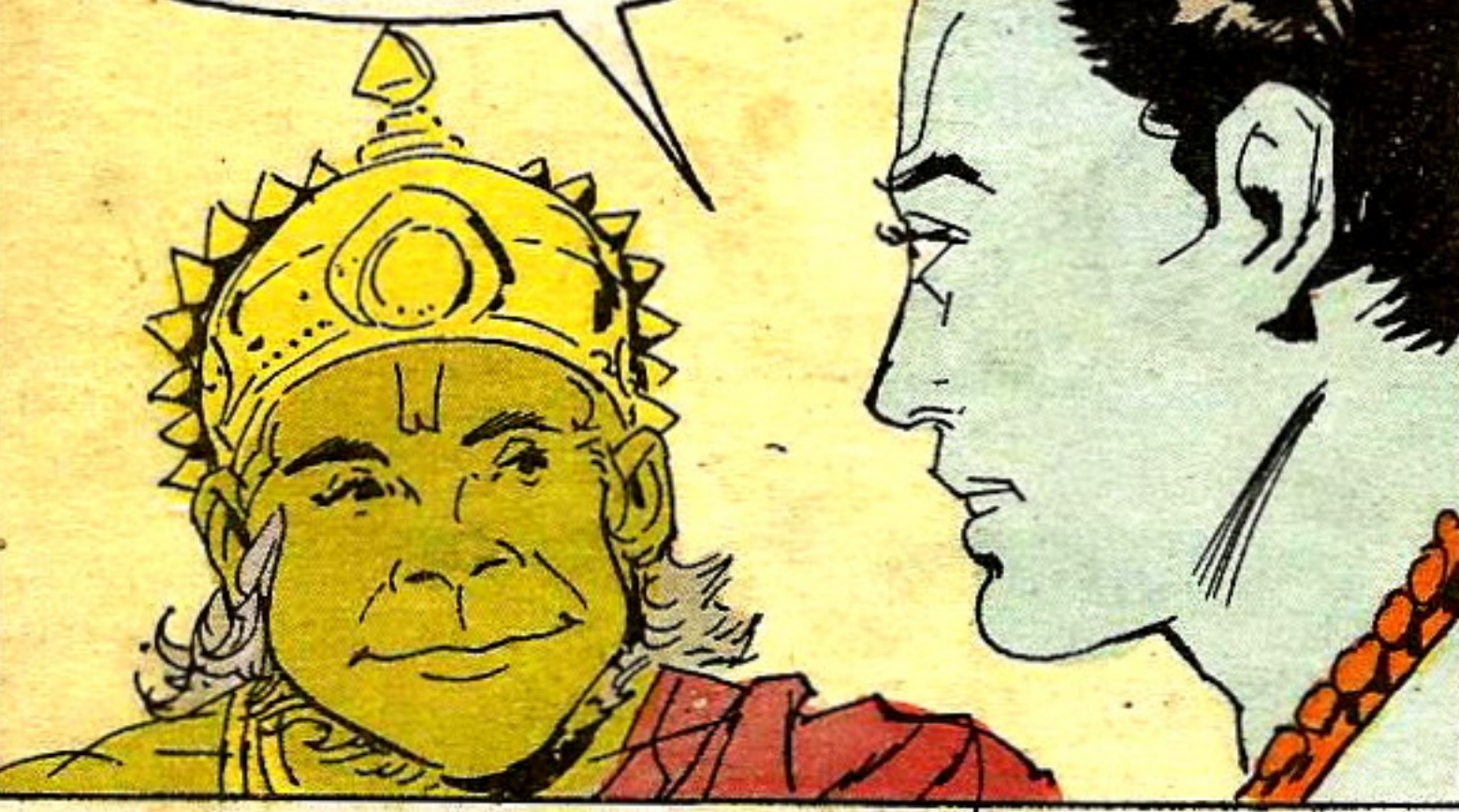
রাম ও সুগ্রীব অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুত্ব পাতালেন।
এখন আমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের বন্ধু।

সুগ্রীব, আপনাকে আমি রাজ্যোদ্ধারে সাহায্য করবো।

রাম, আপনার পত্নী স্বর্গে বা পাতালে যেখানেই লুকানো থাকুন, আমি তাঁর উদ্ধারে আপনাকে সাহায্য করবো।

সীতাকে হরন করে নিয়ে যেতে আমরা দেখেছি। আপনার নাম ধরে তিনি ডাকতে ডাকতে তাঁর অলঙ্কারগুলি ছুঁড়ে ফেলছিলেন। আমরা সেগুলি রেখে দিয়েছি।
বন্ধু, সেগুলি এখুনি এনে দেখান।

সুগ্রীব গুহা থেকে সীতার অলঙ্কারগুলি নিয়ে এলেন। রাম সেগুলি সাগ্রহে তুলে নিলেন।

সীতা!

লক্ষ্মনকে সেগুলি তিনি দেখালেন।

সীতার অলঙ্কারগুলি চিনতে পারছো তো লক্ষ্মন?
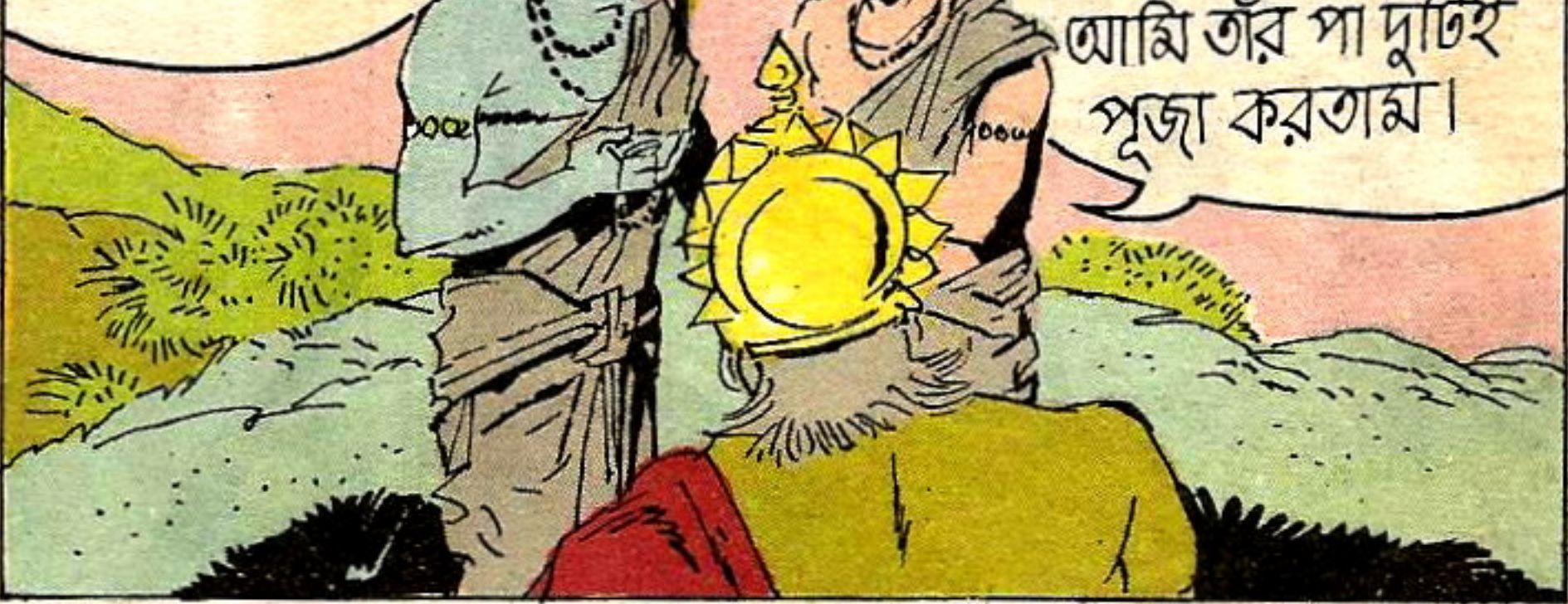
কঙ্কন আর কানের দুল আমি চিনতে পারছি না। তবে এই পাঁয় জোড় আমার চেনা, কারন আমি তাঁর পা দুটিই পূজা করতাম।

পরে সুগ্রীব তাঁর দুষ্টভ্রাতা বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। আগের বারের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও এবার তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে যথাসময়ে রাম যা করবার করবেন।

রামের তীর লক্ষ্যভেদ করলো আর বালী নিহত হলেন।

রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসালেন। দুর্ভাগ্যবশত: রামের প্রতি তাঁর কর্তব্য ভুলে সুগ্রীব আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিলেন। হনুমান এবার মৃদুভাবে তাঁর রাজাকে ভর্ৎসনা করলেন।

রাজা, আপনার সৌভাগ্যের জন্যে আপনি রামের কাছে ঋনী। সত্যরক্ষা করে তাঁর পত্নীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন।

অনুতপ্ত সুগ্রীব তাঁর কর্তব্য স্মরন করে বানরদের এক সভা ডাকলেন।

আমার অনুগত সেনারা! তোমরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে সীতাকে খুঁজে বের করো। এই আমার আদেশ!

BENG

হনুমান খুঁজতে বের হবার আগে রাম তাঁকে একটি আংটি দিলেন।

সীতাকে একমাত্র তুমিই খুঁজে বের করতে পারবে, হনুমান। আমার আংটিটা তুমি নাও। তুমি যে আমার দূত, এইটি হবে সীতার কাছে তার প্রমান।

হনুমান কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ, প্রবীন প্রাজ্ঞ ভল্লুক জাম্ববান আর শক্তিধর বহু বানর নিয়ে দক্ষিণ মুখে চললেন।
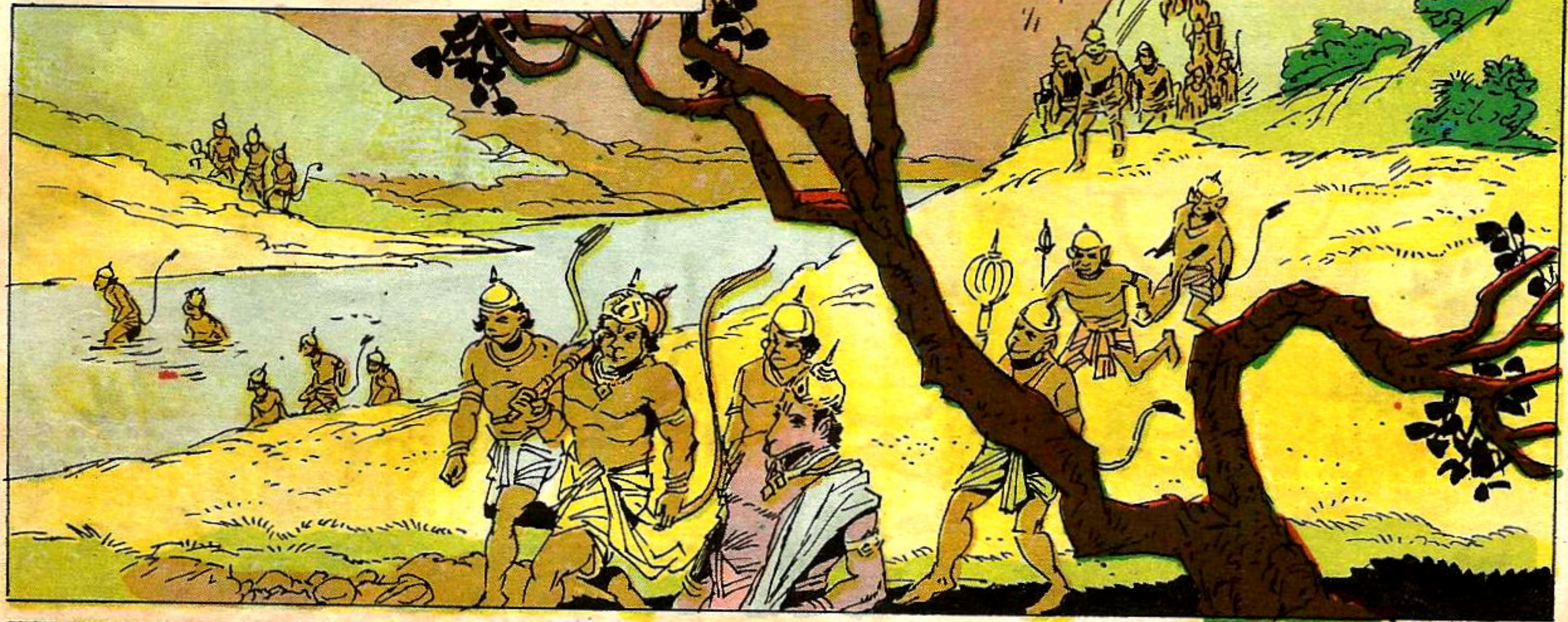
যত্ন করে অনেক খুঁজলেও তাঁরা সীতার কোনও চিহ্ন কোথাও খুঁজে পেলেন না।

কি করবো আমরা?

এ খোঁজা নিষ্ফল! আমরা সীতাকে কখনও খুঁজে পাবো না।

তার পর গৃধ্র জটায়ুর ভাই সম্পাতিকে তাঁরা দেখতে পেলেন। সে-ও তাঁদের লক্ষ্য করছিল।

তোমরা কি সীতাকে খুঁজছো? আমি দেখেছি, রাবন তাঁকে সমুদ্র পারে তাঁর দ্বীপের রাজ্য লঙ্কায় নিয়ে গেছেন।

হনুমান আর বানর-সেনারা তাই দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সমুদ্রকূলে পৌঁছে তাঁরা তো হতবাক!

লঙ্কা আর আমাদের মধ্যে এই বিরাট সমুদ্র! আমরা পার হবো কি করে?

অসম্ভব! আমরা লঙ্কায় পৌঁছতে পারবো না!

উপায় নিশ্চয়ই আছে! আমাদের কেউ বোধহয় লাফ দিয়ে ওপারে গিয়ে রাবনের মহড়া নিতে পারে।

কে তা করবে? কে সব চেয়ে বেশী লাফাতে পারে?

আমি তিন শত যোজন* লাফাতে পারি।

আমি চার শত!

আমি পাঁচ শত!

কিন্তু আরও দূরে লাফাতে হনুমান ছাড়া আর কেউ পারে না। প্রবীন জাম্বুবান তাঁর কাছে গেলেন।

হনুমান, একমাত্র তুমিই লাফিয়ে সমুদ্র পার হতে পারো। তুমি নীরব কেন? নিজের ক্ষমতা কি তুমি জানো না?

* এক যোজন অর্থাৎ তেরো কিলোমিটার

তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন রাঙা ফল মনে করে ভোরের সূর্যকে ধরতে লাফিয়ে উঠেছিলে!

এসো হনুমান, লাফ দিয়ে এ মহাসাগর পার হও। দেহের শক্তিতে আর বেগে তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ!

হ্যাঁ, জাম্বুবান! আমি লাফ দিয়ে লঙ্কায় যাবো।

তারপর পবনদেবের পুত্র হনুমান তাঁর দেহকে বিরাটাকার করে তুললেন ...

... আর লাফ দিয়ে উঠলেন আকাশে!
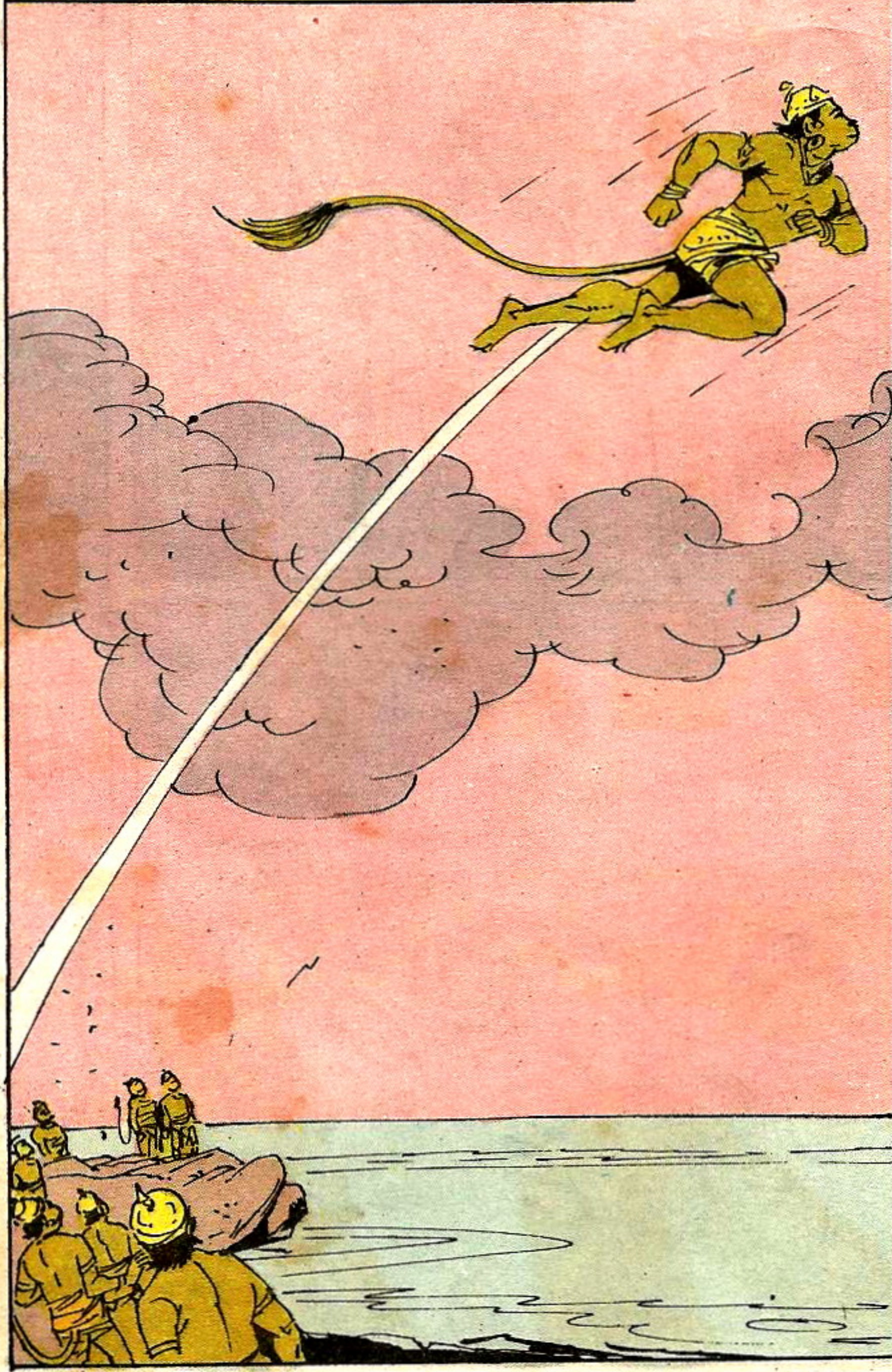
হনুমান প্রচন্ড বেগে উড়ে চললেন।
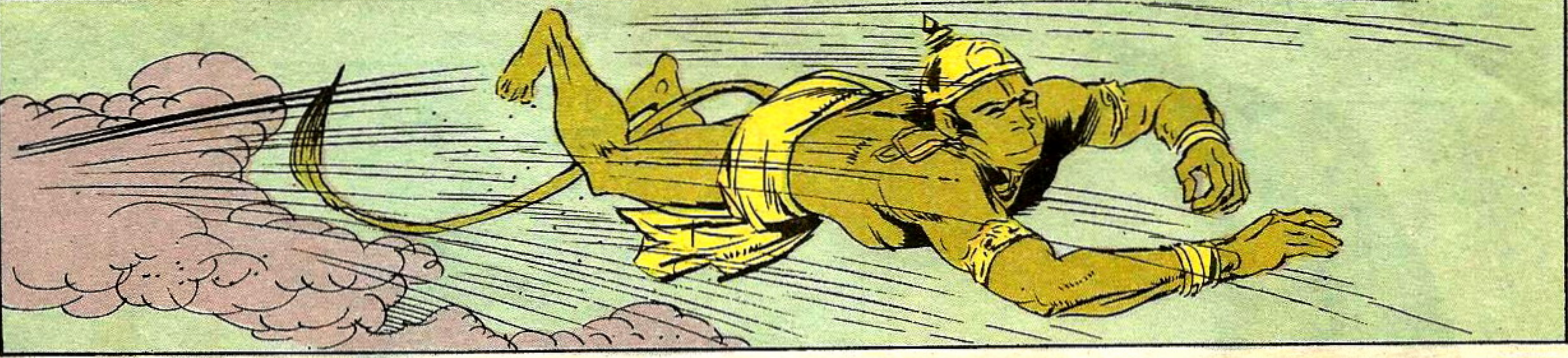
হঠাৎ বিশাল এক পাহাড় সমুদ্র থেকে খাড়া হয়ে উঠলো। হনুমান সজোরে সেটি আঘাত করতেই ...
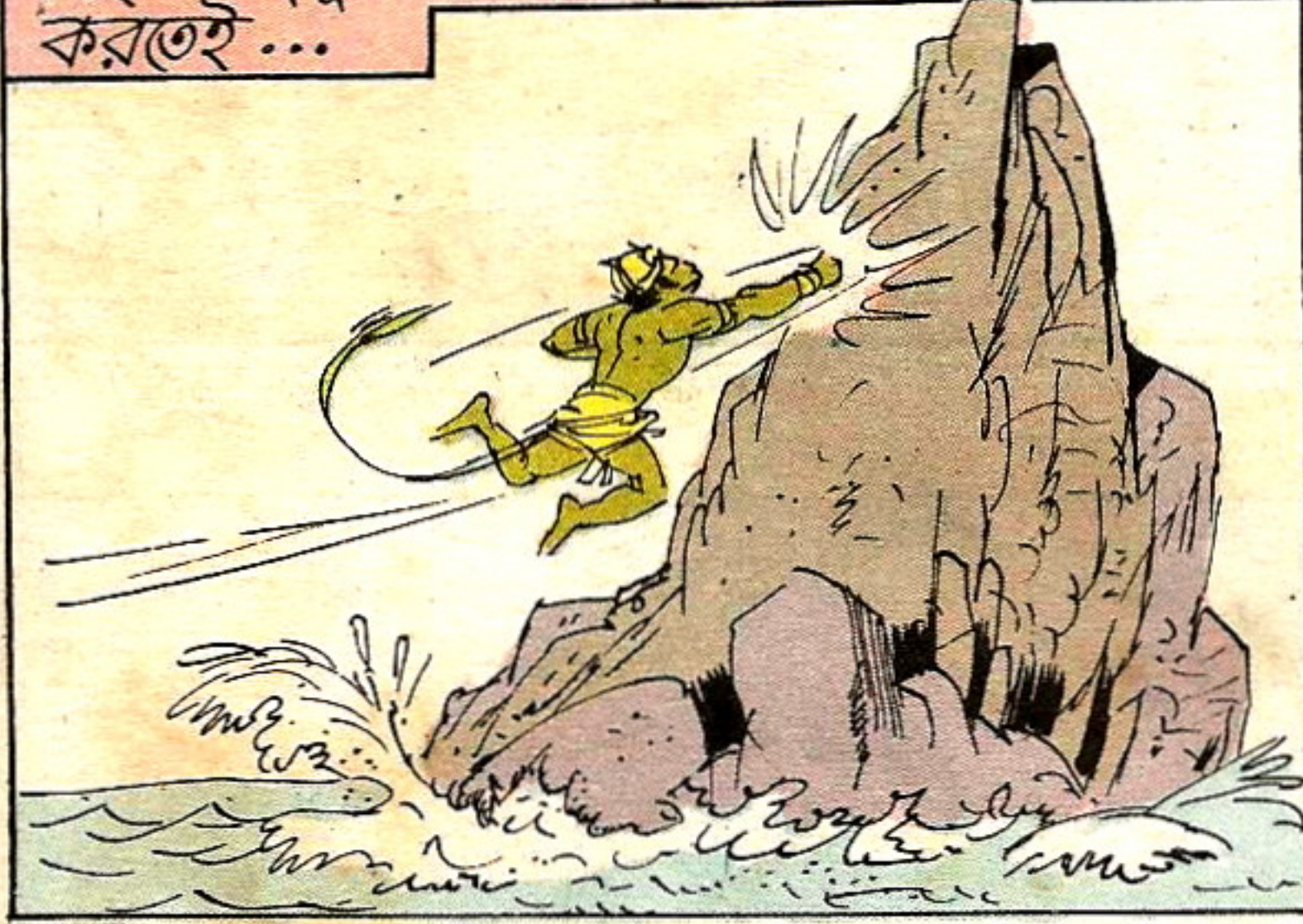
... তার চূড়াটা মানুষের মুখের মতো হয়ে গেল।

আমি মৈনাক পর্বত। তোমার পিতা একবার আমায় সাহায্য করেছিলেন। তোমায় অনেক দূর যেতে হবে। তাই আমার চূড়ায় একটু বিশ্রাম করো।

ধন্যবাদ! তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই!

মৈনাক পর্বত ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই নতুন বিপদ দেখা দিল। সর্পকুলের মা সুরসা বিকট সাগর-দানবীর চেহারা নিয়ে হনুমানকে পরীক্ষা করতে হিংস্রভাবে সামনে উঠে দাঁড়ালো।
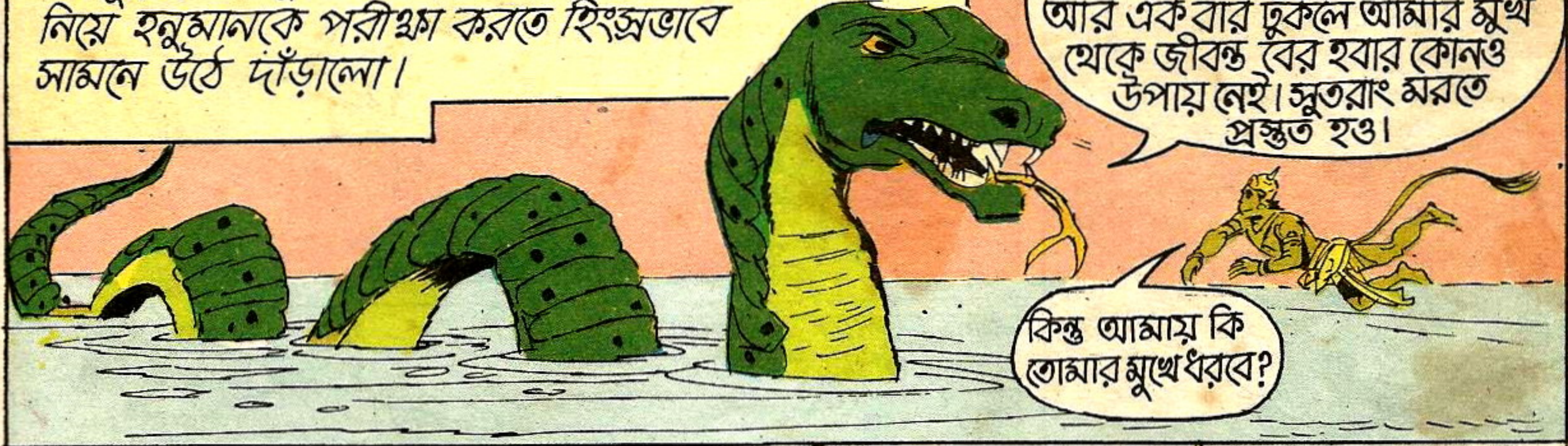
আমার মুখে না ঢুকে কেউ আমাকে পেরিয়ে যেতে পারে না। আর একবার ঢুকলে আমার মুখ থেকে জীবন্ত বের হবার কোনও উপায় নেই। সুতরাং মরতে প্রস্তুত হও।

কিন্তু আমায় কি তোমার মুখে ধরবে?

হনুমান আকার বাড়াতে লাগলেন, কিন্তু দানবীও বড়ো থেকে আরও বড়ো করতে লাগলো তার হাঁ!
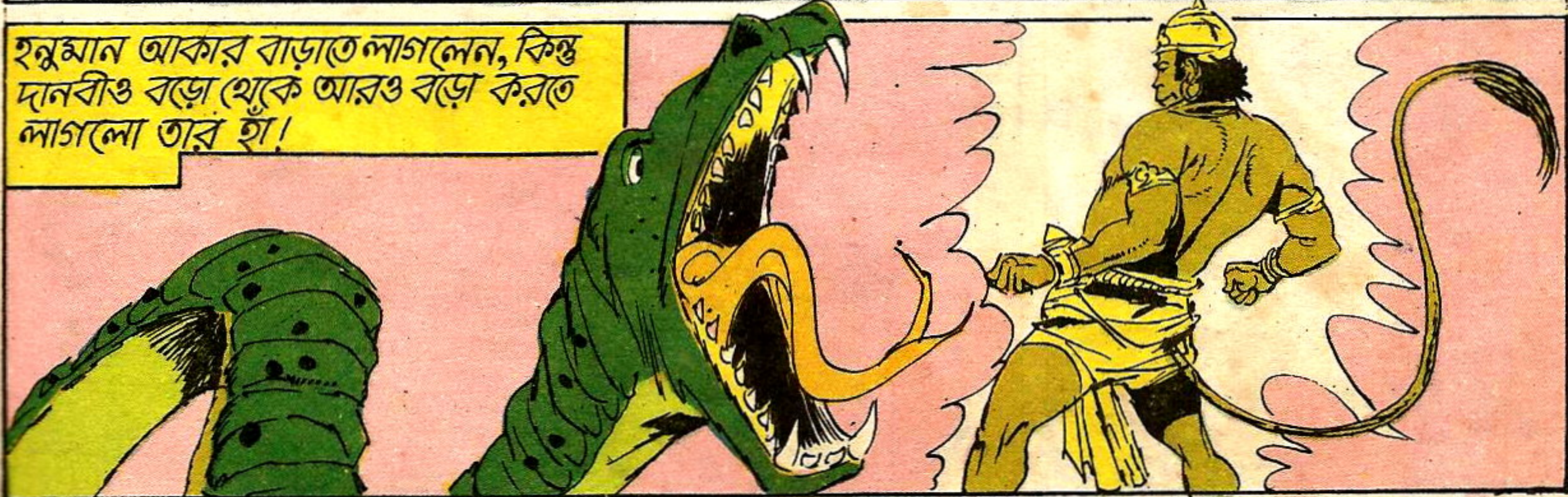
হঠাৎ হনুমান নিজেকে বুড়ো আঙুলের মতো ছোট করে তার মুখে ঢুকে এক পলকে বেরিয়ে এলেন।
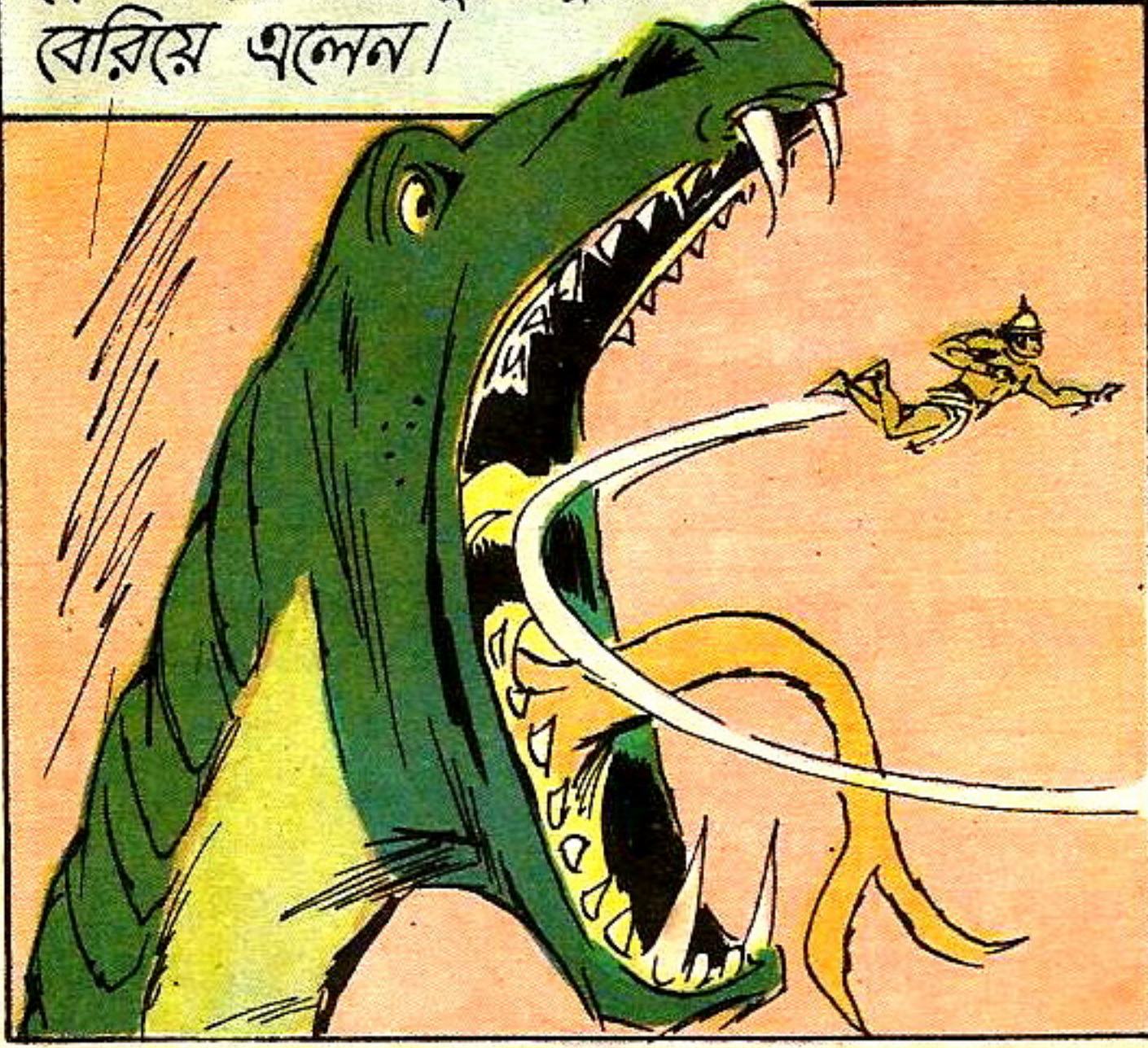
ইতিমধ্যে খাবার খুঁজতে খুঁজতে সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী পেরিয়ে-যাওয়া হনুমানের ছায়া দেখতে পেল।

বাঃ! এবার বেশ ভালো ভোজ জুটবে!

সিংহিকা ছায়াটা ধরলো।

হনুমানকে এক আশ্চর্য শক্তিতে টেনে নামাতে নামাতে রাক্ষসী তার মুখ-গহ্বর খুব বড়ো করলো।
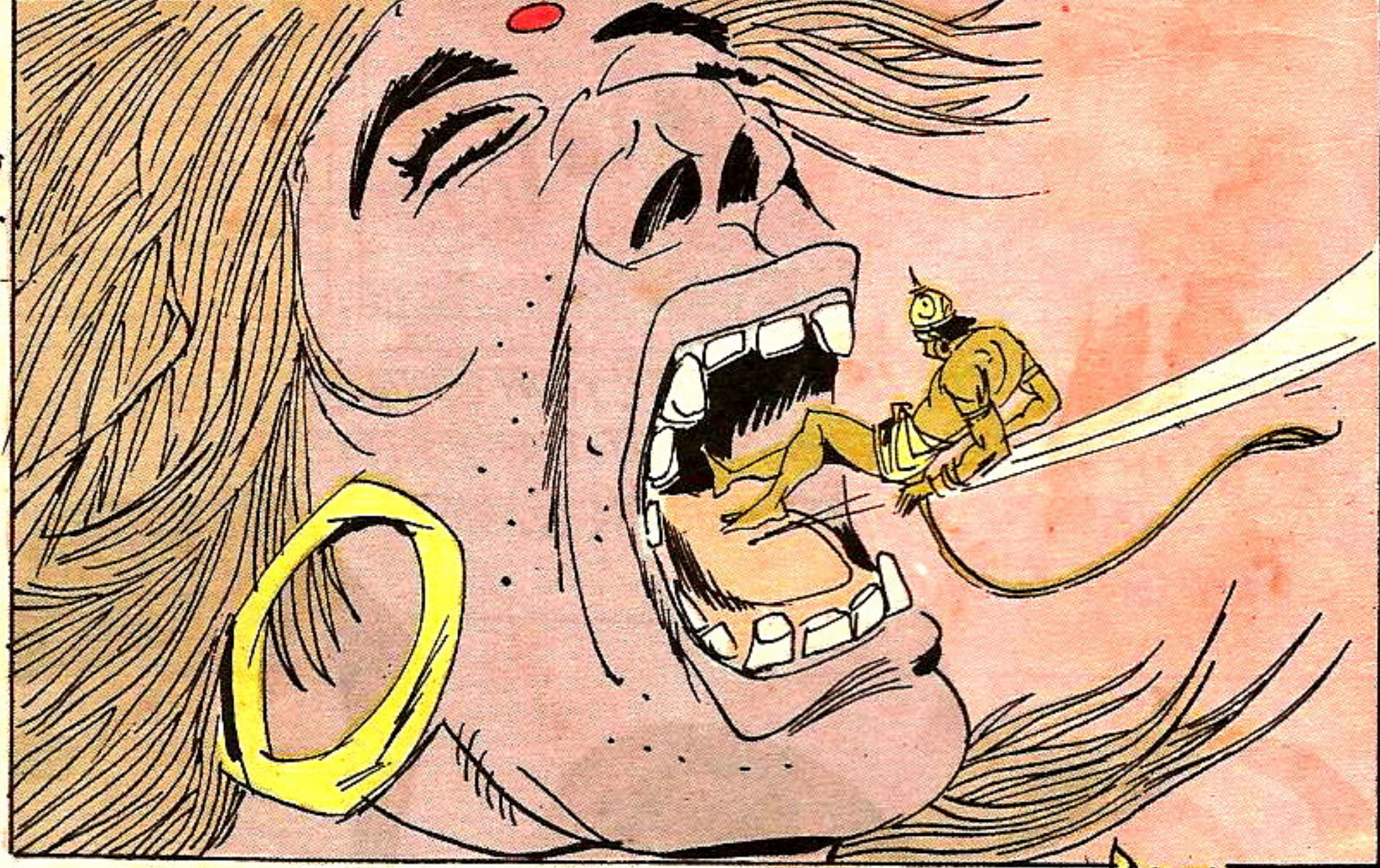
কিন্তু হনুমান রাক্ষসীর শরীরটা চিরে ফেলে অক্ষতই বেরিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত লঙ্কায় পৌঁছে অন্ধকারে সেখানে নামতে যাবার সময় নগরের রাক্ষসী দেবী হনুমানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

ওরে মূঢ়! আমি যখন নগর রক্ষা করছি তখন কোন সাহসে এখানে এসে ঢুকেছিস?

আপাততঃ এতেই দেবী ঠান্ডা হবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে কোনও বানরের কাছে আমার হার হলে রাক্ষসেরা আর অজেয় থাকবে না। সেই দিনই এসেছে দেখছি।

নগর-প্রাকার ডিঙিয়ে হনুমান এবার লঙ্কায় ঢুকলেন।

এই বিশাল নগরীতে সীতা দেবীকে কেমন করে খুঁজে পাবো?
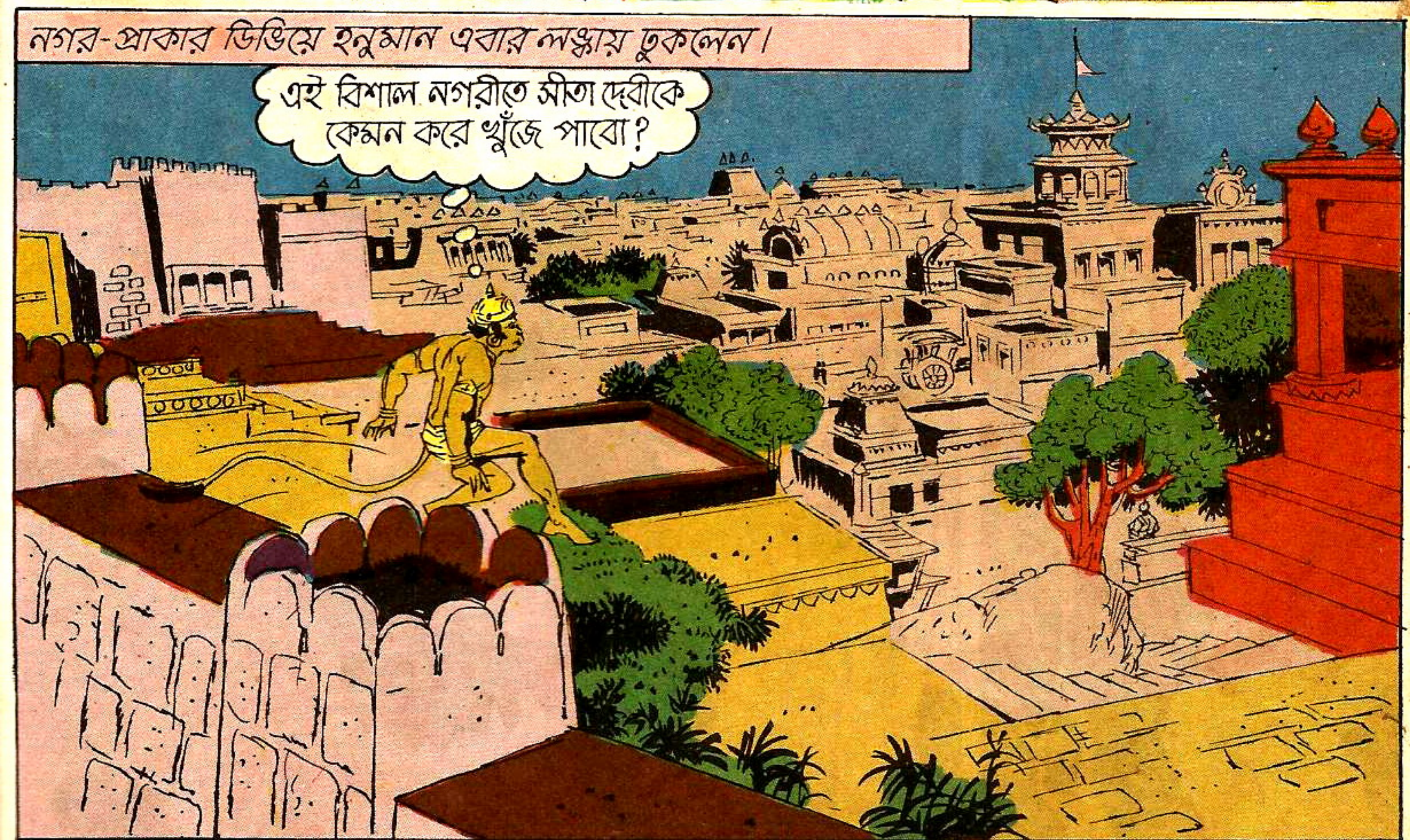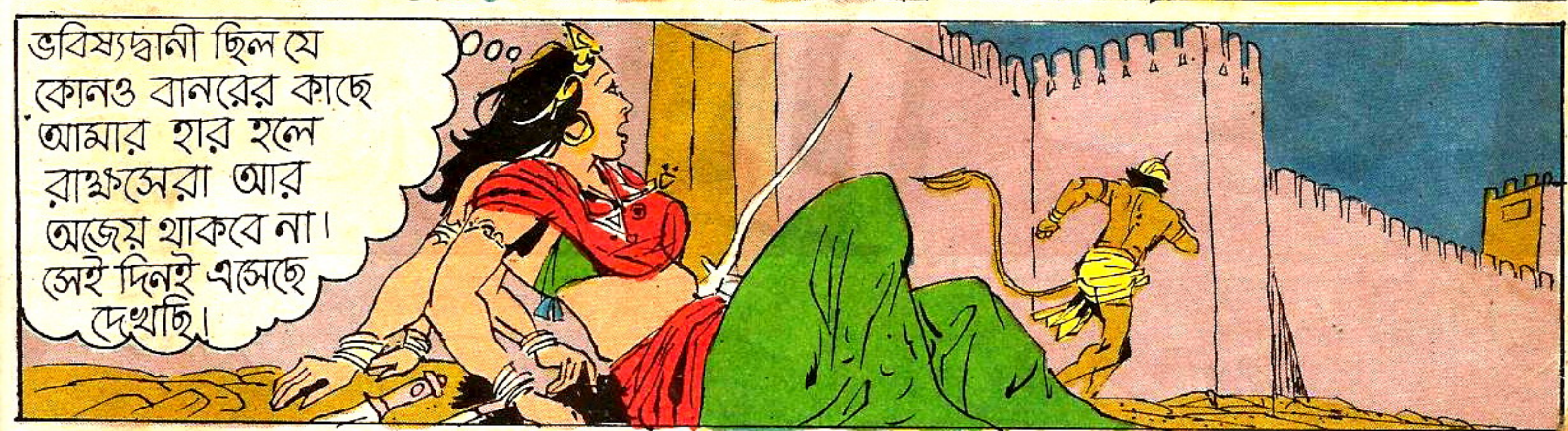
স্বর্ণলঙ্কার ভেতর ঘুরতে অবশেষে তিনি এক প্রাসাদে এসে পৌঁছলেন। ঘুরতে

উনি নিশ্চয়ই সীতা!
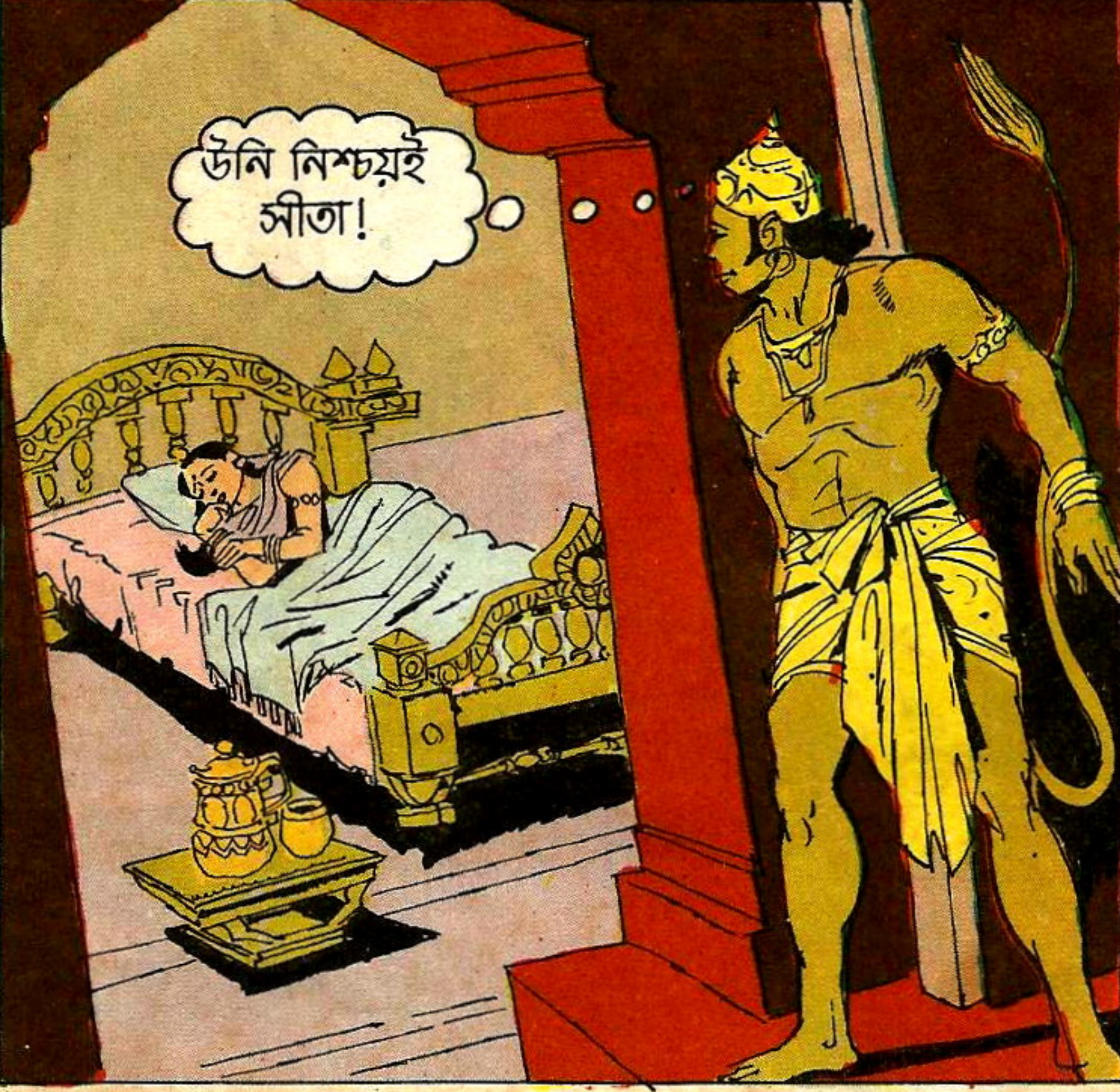
না! এ সীতা কখনও নয়। রামের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সীতা কি ঘুমোতে, আহার করতে পারেন? তিনি কি রাবনের বশ হতে পারেন? ইনি নিশ্চয়ই আর কেউ – হয়তো রাবনের অন্য কোনও রানী।

সে জায়গা ছেড়ে কাছাকাছি আর এক বাগানে পৌঁছে হনুমান সব চেয়ে উঁচু গাছে চড়লেন।

রাম-জায়াকে এই বাগানে কি পাবো?

হনুমান সারা রাত বিষণ্ন মনে সারা বাগান খুঁজে বেড়ালেন। ভোর বেলায় —

বোধহয় তাঁকে পেয়েছি। ঐ তো তিনি, শুধু রামের কথাই ভাবছেন।

সত্যিই তিনি সীতা। অশোক-কাননে রাক্ষসীদের পাহারায় বন্দিনী।

ঠিক তখনই রাবন সেই কাননে ঢুকলেন।

আমার ভালোবাসার কথায় ও কান দেয় নি! লাভ হয়নি ভয় দেখিয়েও। তবু আশা করছি, ও একদিন আমার হতে রাজী হবে!

শৌর্যে বীর্যে, ঐশ্বর্যে ও খ্যাতিতে যে আমার চেয়ে অনেক হীন এমন স্বামীর জন্যে কেঁদে মরছো কেন? তুমি নিরুপায়। আজ বা কাল তোমাকে আমার রানী হতে হবে!

রামের কথাই ভাবতে ভাবতে সীতা তাঁর আর রাবনের মাঝে একটি খড় রাখলেন।

সূর্য থেকে তার আলো যেমন আলাদা করতে পারো না, তেমনি রামের কাছ থেকে আমাকেও সরাতে পারবেনা। প্রানের মায়া থাকলে আমাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর শরন নাও।

আমার মিষ্টি কথায় ভালোবাসার বদলে তোমার কটু কথাই শুনছি। তোমার স্পর্ধা আর সহ্য করবো না।

সীতা, আর দু'মাসের মধ্যে তুমি যদি আমার না হতে চাও, তাহলে তোমায় কুচি কুচি করে কাটার ব্যবস্থা হবে।

রাবন রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলে চেড়ী রাক্ষসীরা সীতাকে বললো —

আমাদের লঙ্কাপতিকে খুশি করছো না কেন?

বার বার তাঁকে অগ্রাহ্য করছো কোন সাহসে?

ওঁকে বিয়ে করতে রাজী হও!

না, তোমরা আমাকে গিলে খাবার ভয় দেখালেও রাজী হবো না!

ভালো বলেছো! ওকে গিলে খাচ্ছি না কেন?

রাবন রাজের সমস্যাও তাতে মিটে যাবে।

আমরা বলবো যে ও মরে গেছে!

BENG

কথাটা বলাবলি করতে করতে রাক্ষসীরা দূরে চলে গেল।

আমার প্রভুকে যারা দেখতে পায় তারা সুখী। তাঁর সঙ্গে আর কি আমার মিলন হবে?

সীতা তাঁর চুল-বাঁধা দড়িটা খুলে ফেললেন।

না, আমি নিরুপায়! এই দড়িটা দিয়েই আমি আত্মহত্যা করবো।

হনুমান তখন সীতার মাথার উপরকার গাছের ডালে পৌঁছেছেন।

দুখিনী সীতা এখন প্রকৃতিস্থা নন। আমি এখন দেখা দিলে আমায় ছদ্মবেশী রাবন ভাবতে পারেন। প্রথমে ওঁর মনে বিশ্বাস জাগাতে রামের সব কীর্তির কথা বলবো।

হনুমান মৃদু গলায় রামের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

পিতার আজ্ঞায় অযোধ্যার যুবরাজ রাম তাঁর স্ত্রী সীতা আর ভাই লক্ষ্মনকে নিয়ে বনবাসে গেলেন...

এই রাক্ষসের দেশে আমার প্রভু রামের কথা বলছে কে?

...বনের মধ্যে রাবন সীতাকে হরন করেন। রামের বন্ধু হাজার হাজার বানর সীতাকে খুঁজতে বের হয়, আমি শেষে এখানে তাঁকে পেয়েছি।
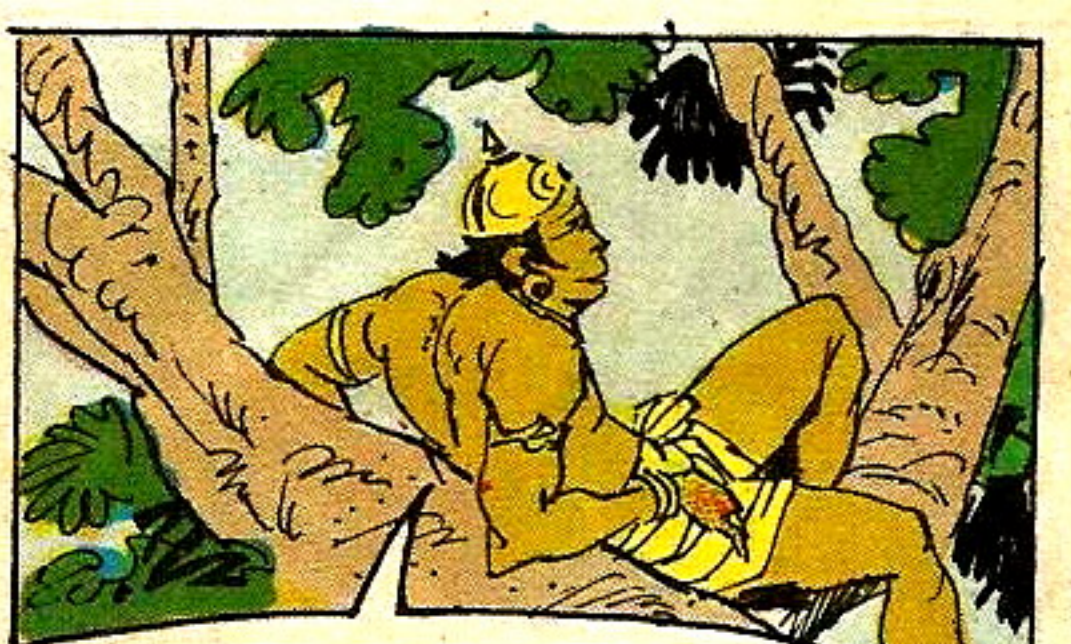
ও! ওটা একটা বানর!

পরের মুহূর্তে—

নিশ্চয় ভুল দেখছি! রামের সম্পর্ক যাতে আছে তা-ই শুধু আমি দেখি আর শুনি!

কিন্তু সীতার ভয় ভাঙাতে হনুমান রামের কথা বলেই চললেন।

আমি রামের দূত হনুমান। আপনার জন্যে দেওয়া এই তাঁর আংটি। এখন আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে?

সীতা সাগ্রহে আংটিটি হাতে নিলেন।

তাঁর আংটি দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছি!

রাম কি আমার জন্যে খুব উদ্বিগ্ন? এখনও তিনি কি আমার জন্যে ভাবেন? তিনি কি আমাকে উদ্ধার করবেন? আমাকে যে অশুচি করতে চায় সেই পাষন্ডকে তিনি কি বধ করবেন?

রাম আপনাকে উদ্ধার করবেন। তাঁর আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আপনি কোথায় কেউ তা জানে না। তাই তিনি আমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন।

আপনি যে এখানে আছেন আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাবো। শুনেই তিনি আপনাকে উদ্ধার করতে আসবেন। কিংবা আমি কাঁধে করেও রামের কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

না, হনুমান। রাম এখানে এসে রাবনকে মেরে আমাকে উদ্ধার করলে তবে আমার মানরক্ষা হবে।

নিজের শাড়ীর মধ্যে লুকানো একটি মনি বের করে সীতা হনুমানকে দিলেন।

এইটি আমার স্বামীকে দিও।

এই নিষ্ঠুর পাপী রাবনের হাত থেকে আমায় তাঁকে উদ্ধার করতে বোলো।

রাম শীঘ্রই এখানে আসবেন। তাঁর বানেই রাবনের মৃত্যু হবে। এবং আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

এখন শত্রুর সৈন্য-বল কতো আমাকে জানতে হবে। রাবনের মনে কি আছে জানবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার একটা উপায় করা দরকার।
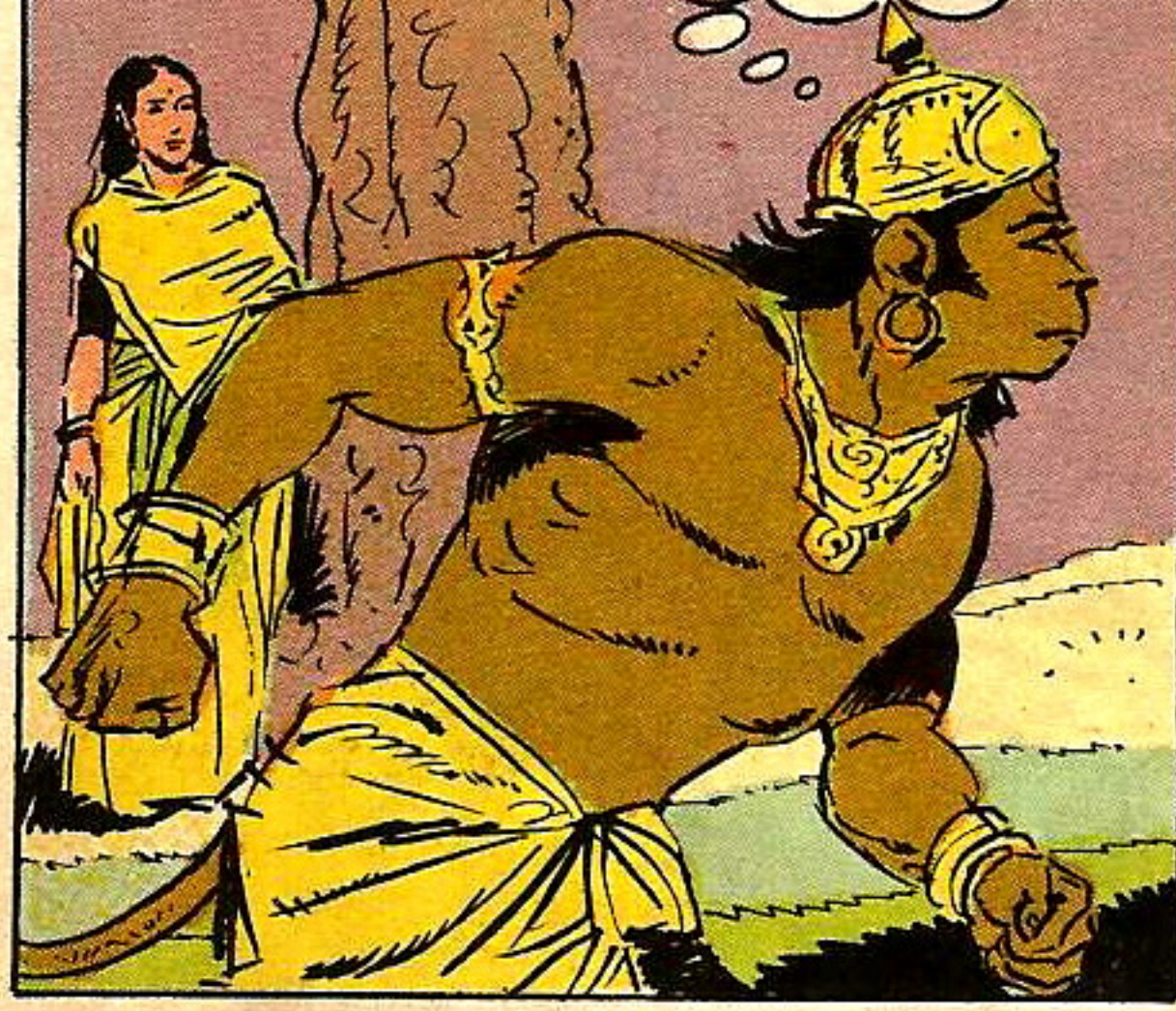
দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে হনুমান অশোক বনের গাছ পালা ওপড়াতে শুরু করলেন।

ধরো ঐ বাঁদরটাকে!

শুধু বাগানের রক্ষীদেরই নয়, তারপরেই পাঠানো সৈন্যদেরও হনুমান হারিয়ে দিলেন।
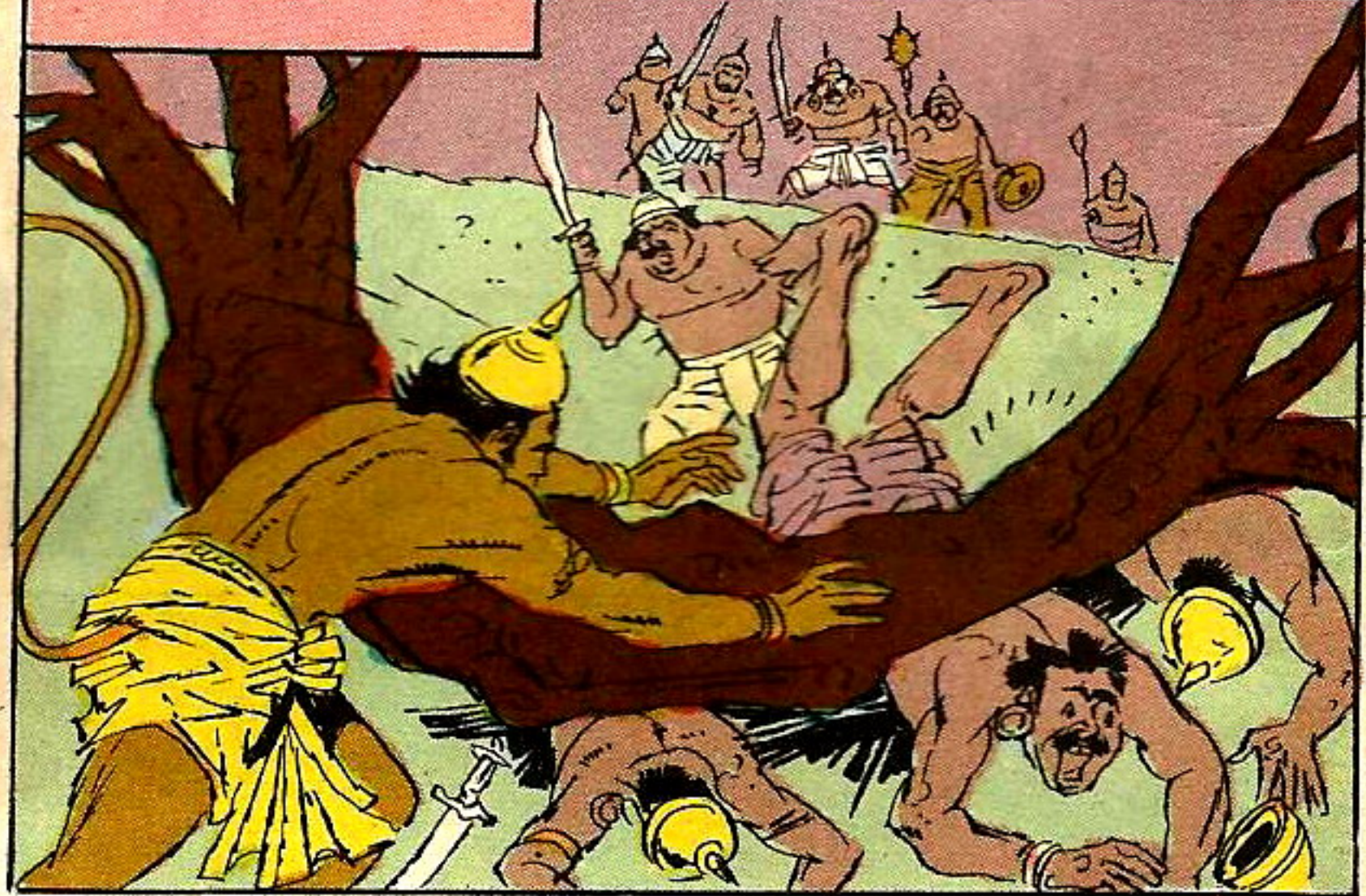
হনুমান অনেক রাক্ষস সেনাদের মেরে ফেলার পর রাবনের পুত্র ইন্দ্রজিত নিজেই সেখানে গেলেন।
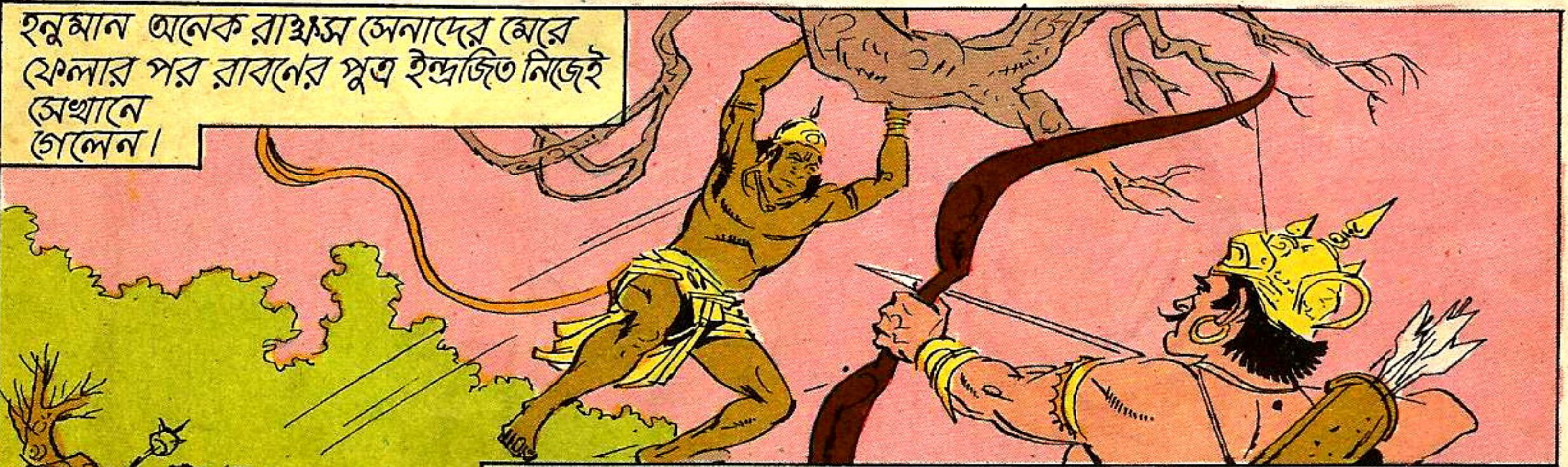
কিন্তু ইন্দ্রজিতের বানও হনুমান অনেক উঁচুতে লাফ দিয়ে দিয়ে এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

শেষে ইন্দ্রজিত নিদারুন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করায় সে অস্ত্রে হনুমান বাঁধা পড়লেন।

হা:! ব্রহ্মা নিজে আমায় এ অস্ত্রের বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার মন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু আমি সে মন্ত্র ব্যবহার না করে রাবনের সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা করবো।

ওকে নিয়ে যাও!

হনুমানকে রাবনের সভায় পাঠানো হলো।

রাবন, আমি সুগ্রীব রাজের দূত হনুমান। তুমি এতো দিন তোমার পুন্যফল ভোগ করেছো। কিন্তু এখন রামের কাছে সীতাকে ফিরিয়ে না দিলে তোমায় তোমার পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বানরটার এতো স্পর্ধা! ওটাকে মেরে ফেলো!

রাবনের ধার্মিক ভাই বিভীষন বাধা দিলেন।

হে রাজা, দূত অবধ্য! ওর প্রান নেবেন না।

বেশ! ওকে প্রানে মারবো না। কিন্তু ওর অঙ্গহানি করা হবে। ওর লেজে আগুন দিয়ে ওকে সারা লঙ্কায় ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।
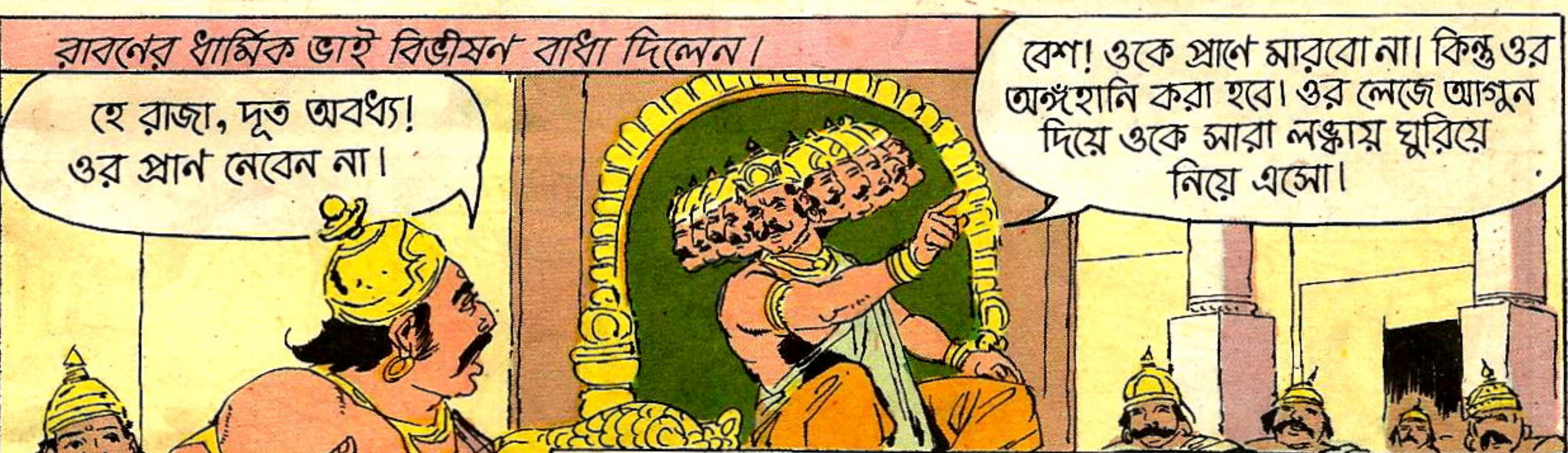
তেলে ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে হনুমানের লেজে এবার আগুন লাগানো হলো।

BENG

লঙ্কার সব রাস্তা দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো...
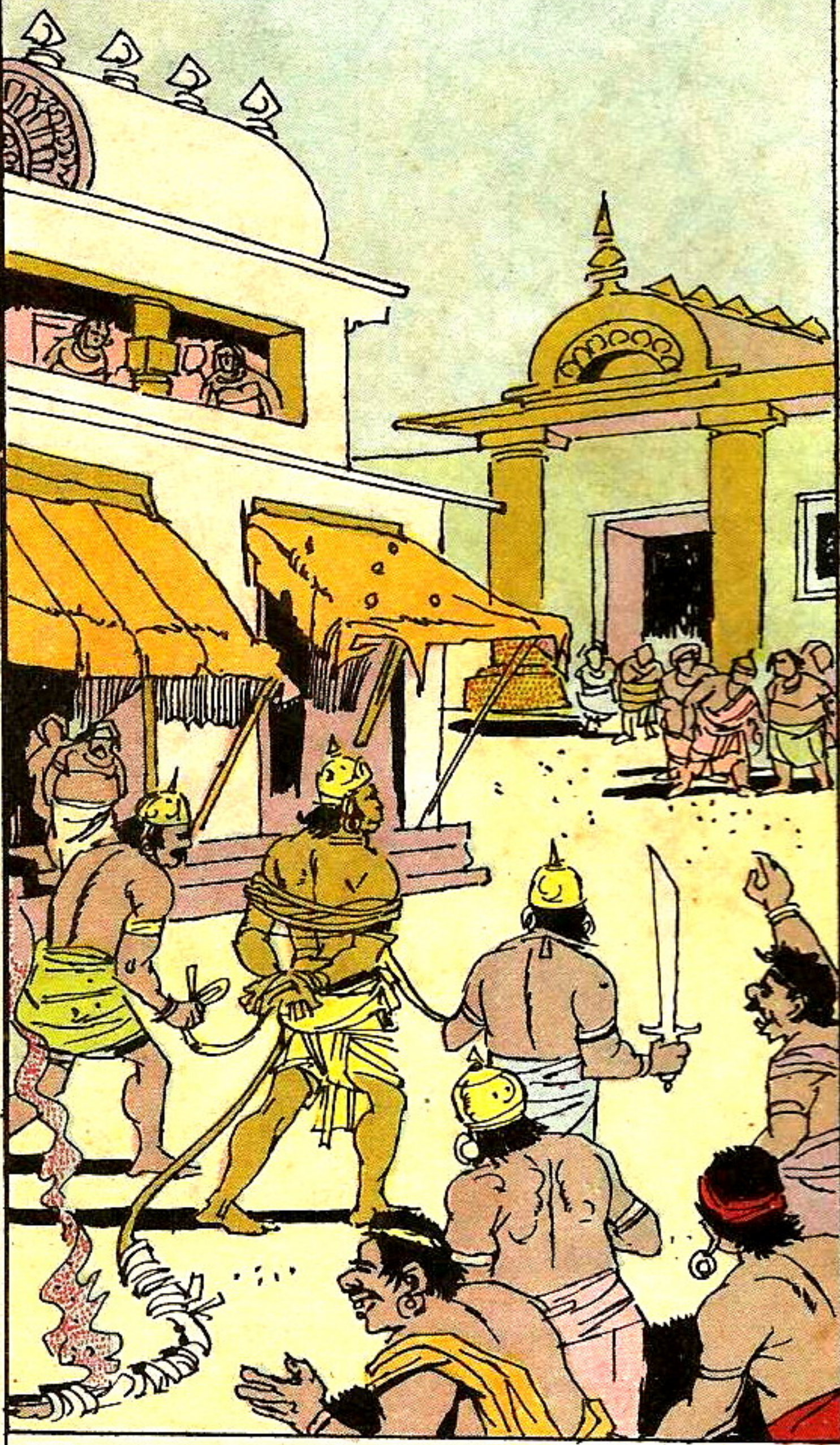
...কিন্তু মিছিল নগর-দ্বারে পৌঁছালে হনুমান লাফিয়ে উপরে উঠে গেলেন।
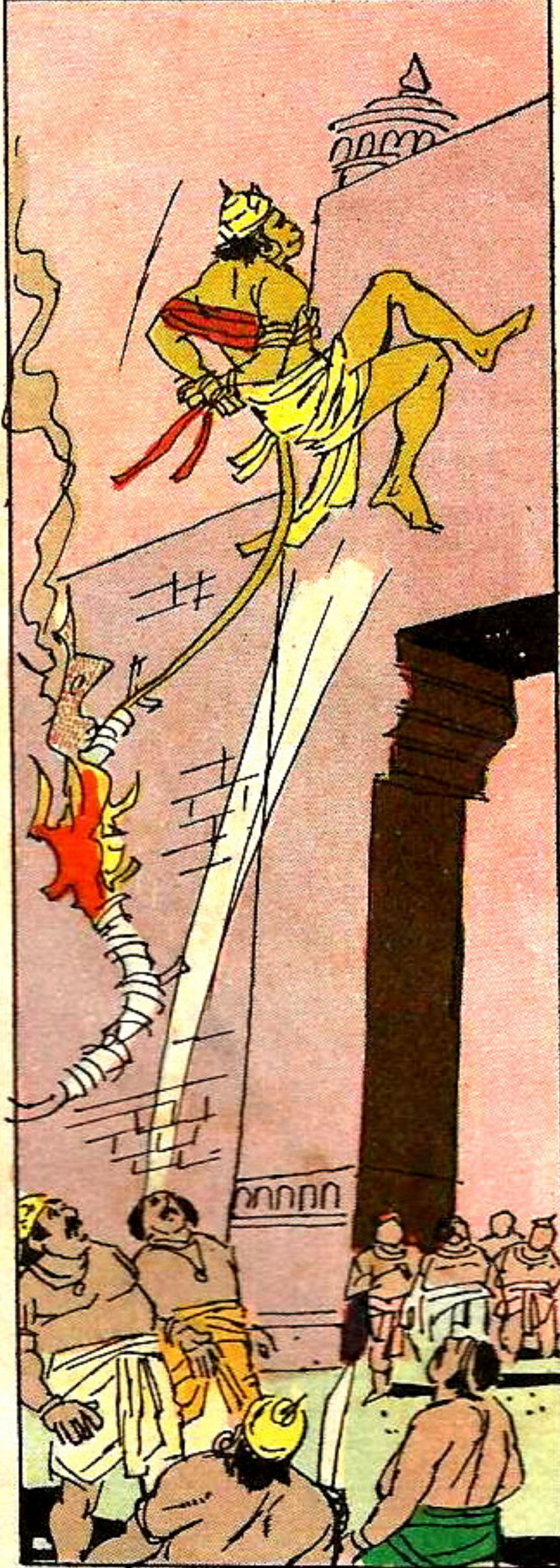
সেখানে, আকারে খুব ছোট হয়ে গিয়ে তিনি সব বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।
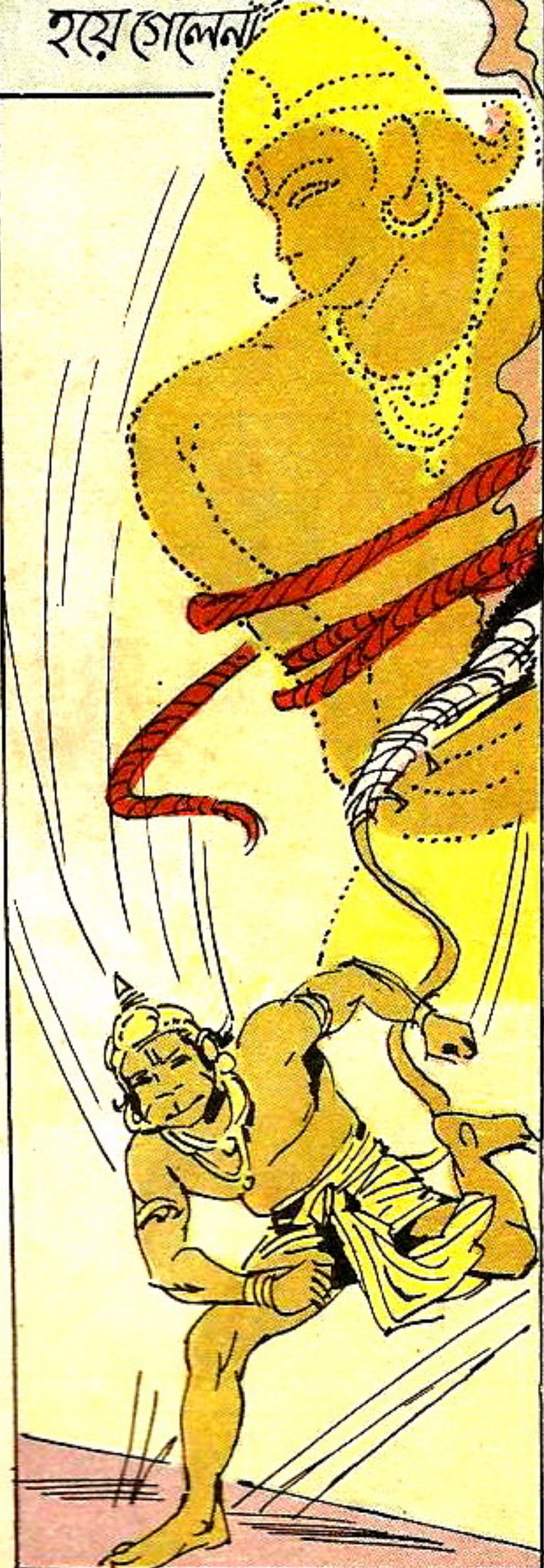
তারপর আবার নিজের প্রকান্ড চেহারা ধরে সে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে লঙ্কা নগরীতে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

হনুমান তারপর লাফ দিয়ে সাগর পার হয়ে তার অপেক্ষায় থাকা বানরদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ওদিকে কিষ্কিন্ধ্যায় রাম তখন উদ্বিগ্ন।

বানরেরা উত্তর দক্ষিন আর পুব দিকে তো তন্নতন্ন করে খুঁজেছে! দক্ষিনে যারা গেছে তারাও কি ওদের মতো ব্যর্থ হয়ে ফিরবে?

ঐ দেখুন, একটি বানর আমাদের দিকে ছুটে আসছে। ও হয়তো সীতা দেবীর খবর এনেছে?

দধিমুখ নামে বানর এসে সুগ্রীবকে অভিবাদন জানালো।

প্রভু! অঙ্গদ, হনুমান আর তাঁদের সঙ্গীরা আমার পাহারার মধুবন ধ্বংস করেছেন!

বনের সব ফলের গাছ তাঁরা লুট করেছেন!

হনুমান নিশ্চয় সীতার খোঁজ পেয়েছেন। তাই তিনি বানরদের ফল আর মধু খেয়ে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন।

আমার জয়ী বানরেরা একটু আনন্দ করুক। এ সব লুটের জিনিষ তাদের প্রাপ্য। তবে হনুমানকে এখানে আসতে বলো।

তখনই—

আঃ! ঐ তিনি আসছেন!
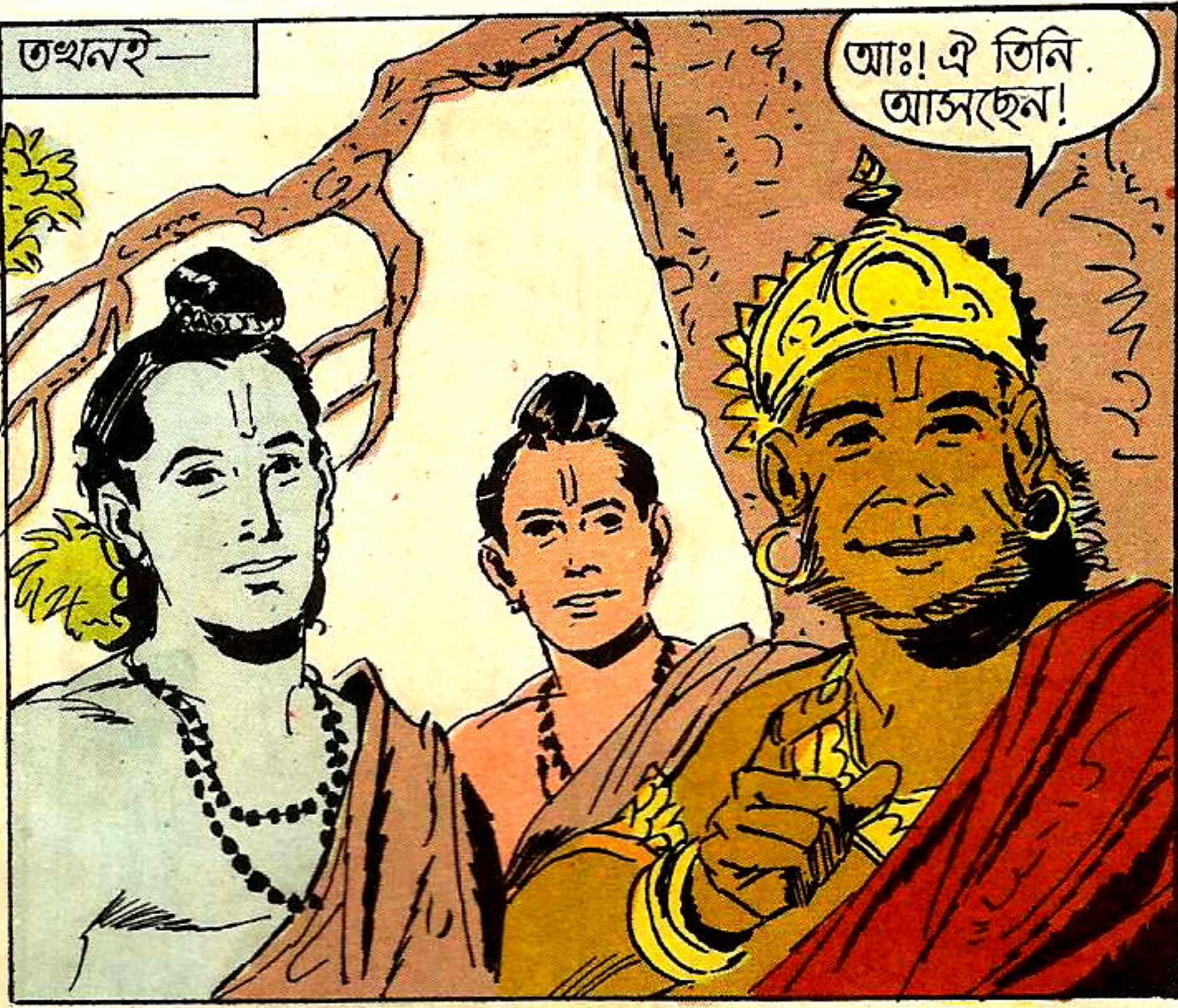
হনুমান তাঁদের অভিবাদন করে যা বললেন রামের কানে তা যেন অমৃত বর্ষণ করলো।

প্রভু, আমি সীতা দেবীর সন্ধান পেয়েছি। তিনি সমুদ্র পারের লঙ্কায় বন্দিনী। তিনি এই মনিটি আপনাকে দিতে বলেছেন।

রাম মোহাবিষ্টের মতো মনিটির দিকে চেয়ে লক্ষ্মণের দিকে ফিরলেন।

সীতা বিহনে তাঁর এই মনিটি দেখার চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?

সীতা কি অবস্থায় আছেন হনুমান তা বর্ণনা করলেন।

আমায় তিনি তাঁকে বয়ে আনতে দিলেন না। তিনি মনে করেন, আপনি সেখানে গিয়ে রাবণকে জয় করলেই তাঁর মান রক্ষা হবে।

আমি অবিলম্বে লঙ্কায় যাবো।

সুগ্রীব, হনুমান আর সমস্ত বানর-সেনা নিয়ে রাম ও লক্ষ্মণ এবার লঙ্কা যাবার সুদীর্ঘ পথে রওনা দিলেন।
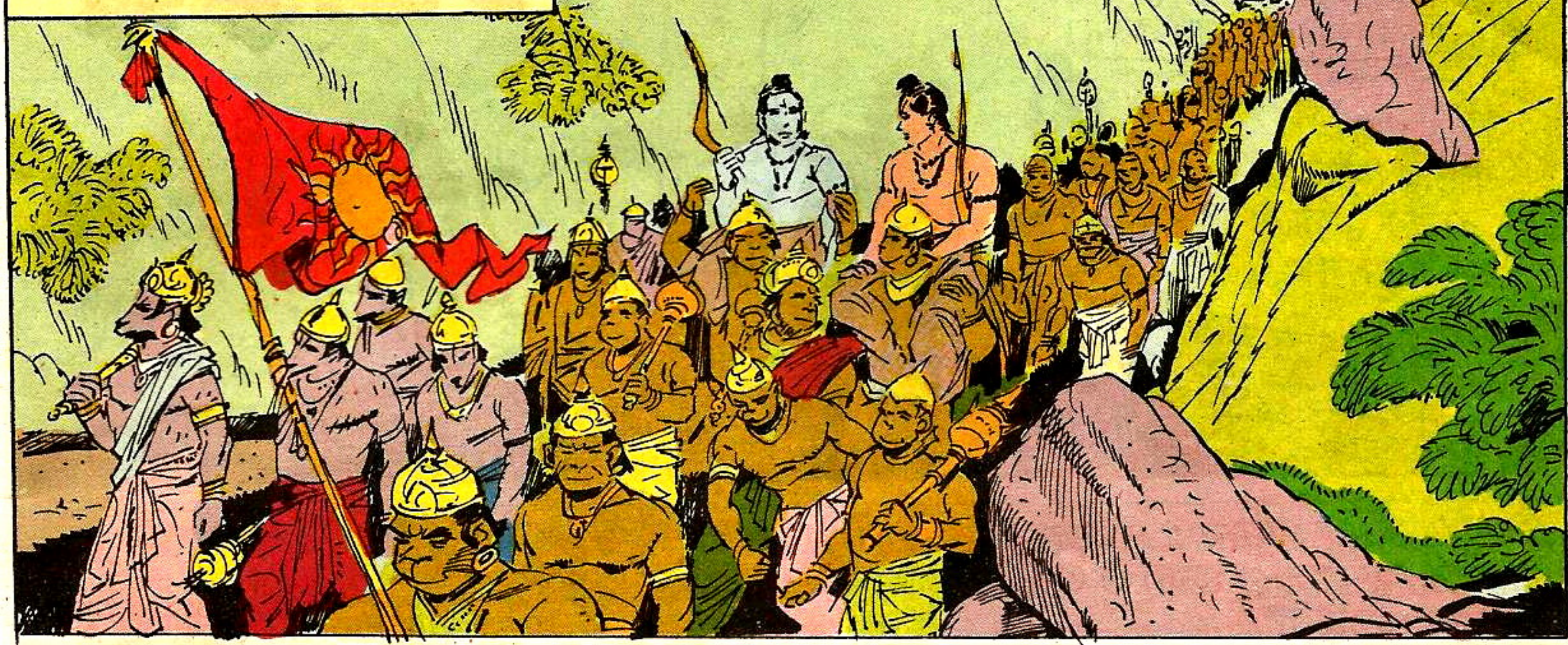
অবশেষে তাঁরা দক্ষিণ সমুদ্র তীরে পৌঁছালেন।

এখানে আমরা শিবির ফেলবো! বীর বানর-দল! এ মহাসাগর পার হবার একটা উপায় বের করতেই হবে!

কিছু পরে—

ঐ দ্যাখো, রাক্ষসেরা আসছে! মুখোমুখি লড়বার জন্যে তৈরী হও!
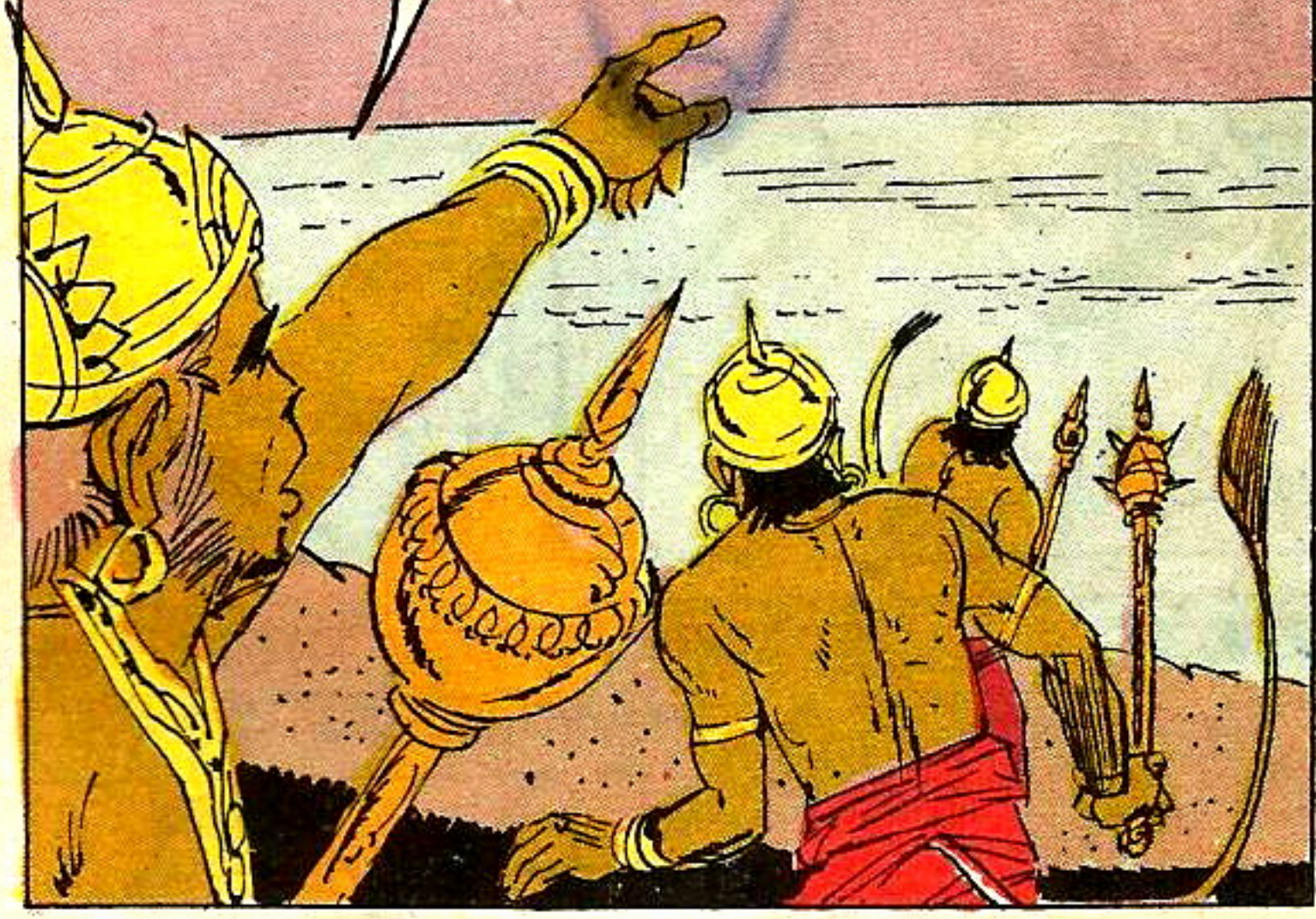
কিন্তু রাক্ষসেরা তাঁদের আক্রমণ করতে আসেনি—

আমি রাবনের ছোট ভাই বিভীষন। আমি সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছিলাম দাদাকে। তিনি রাজী না হওয়ায় আমি রামের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে এসেছি। তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

সুগ্রীব রামকে বিভীষনের আগমনের কথা জানালেন।

রাম একটা ষড়যন্ত্র এর ভেতর আছে, সন্দেহ হচ্ছে। রাবনের ভাইকে বিশ্বাস করবেন না। ওকে বধ করুন।

না, সুগ্রীব। আশ্রয় চাইতে এলে কাউকে ফেরানো কর্তব্য নয়।
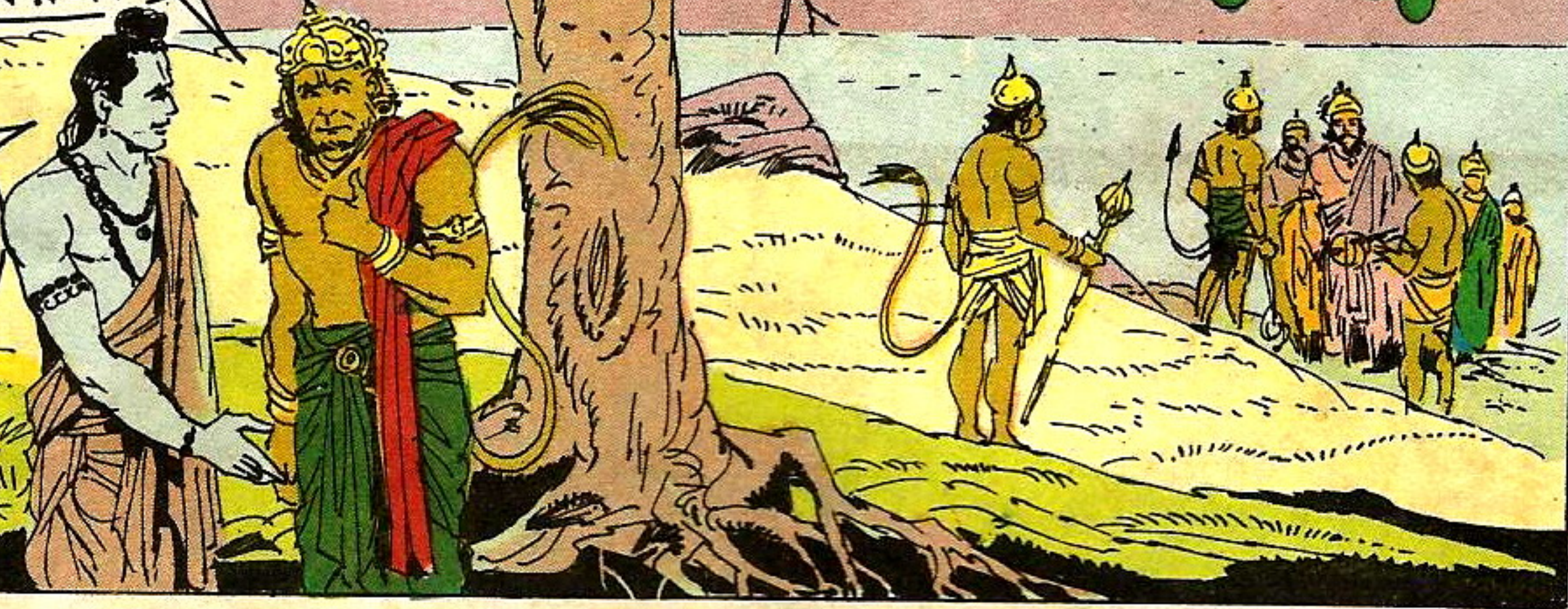
রাম বিভীষনকে সাদরে গ্রহন করে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় রাবনের সৈন্য ও অস্ত্রবল ভালোভাবে জানতে পারলেন।

রাবনের অস্ত্রবল দেখছি যথেষ্ট! তবু তাঁকে আমি বধ করবো।

তারপর বিভীষনের পরামর্শে রাম সাগরের দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেন।

হে সাগর দেব! আমার সেনাদের ওপারের লঙ্কায় যাবার জন্য একটা পথ করে দিন।
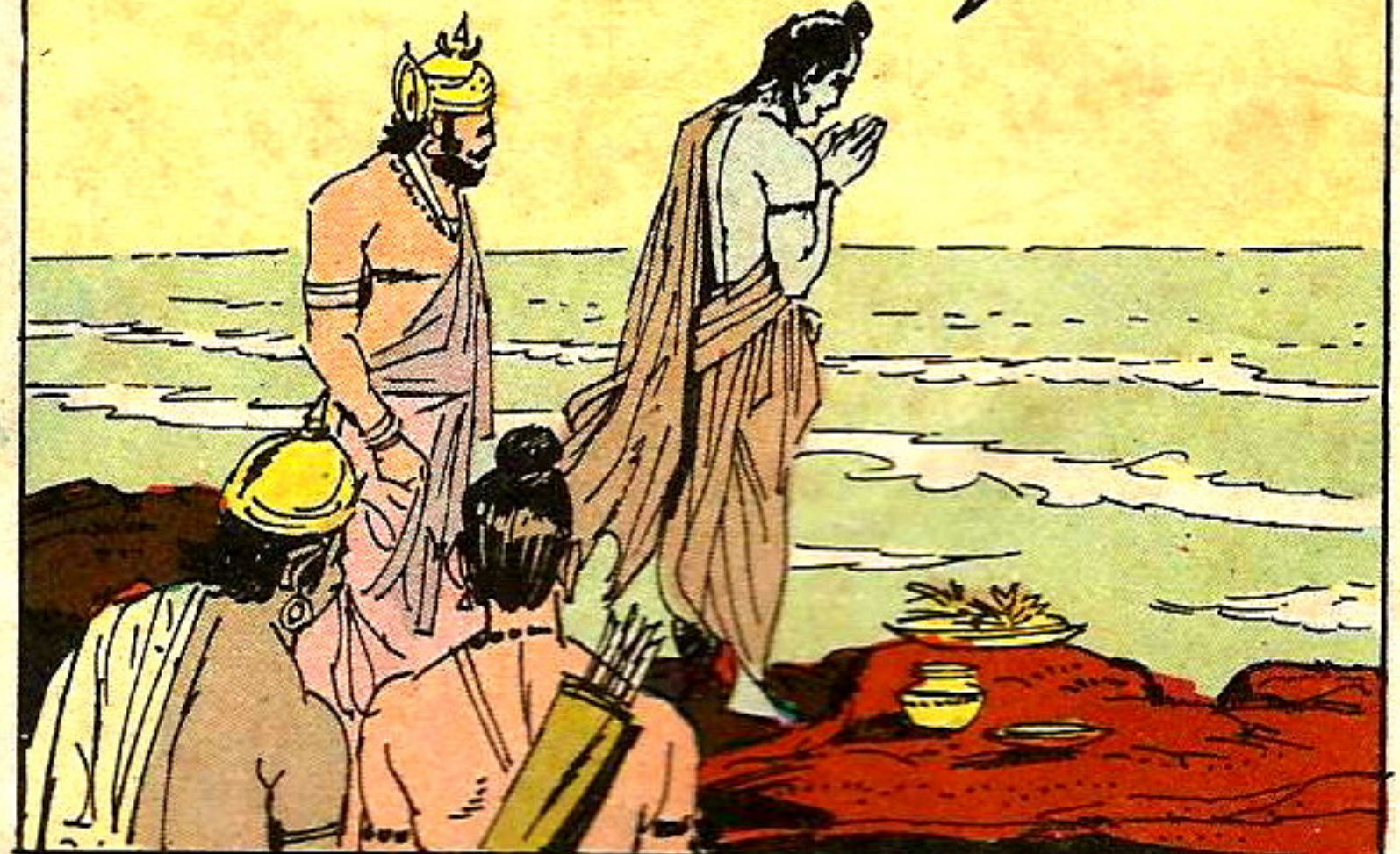
রাম পুজা প্রার্থনার সঙ্গে তিন দিন উপবাস করলেন। কিন্তু সাগর একেবারেই সাড়া না দেওয়ায় রাম ক্রুদ্ধ হয়ে সমুদ্রের দিকে শর যোজনা করলেন।

আমার ধৈর্যকে দুর্বলতা ভাবা হয়েছে। আমি সমস্ত সমুদ্র শুকিয়ে ফেলবো আর আমার বানর সেনারা হেঁটে ওপারে চলে যাবে।

সাগরদেব তখনই সমুদ্র থেকে উঠলেন।

রাম তোমার দলে নল নামে যে বানর আছে সে মস্ত স্থপতি। সে জলের উপর একটা সেতু নির্মান করুক। আমি তা ধারন করে রাখবো।

রামের আদেশে বানরেরা অনেক গাছ কেটে ফেললো ...
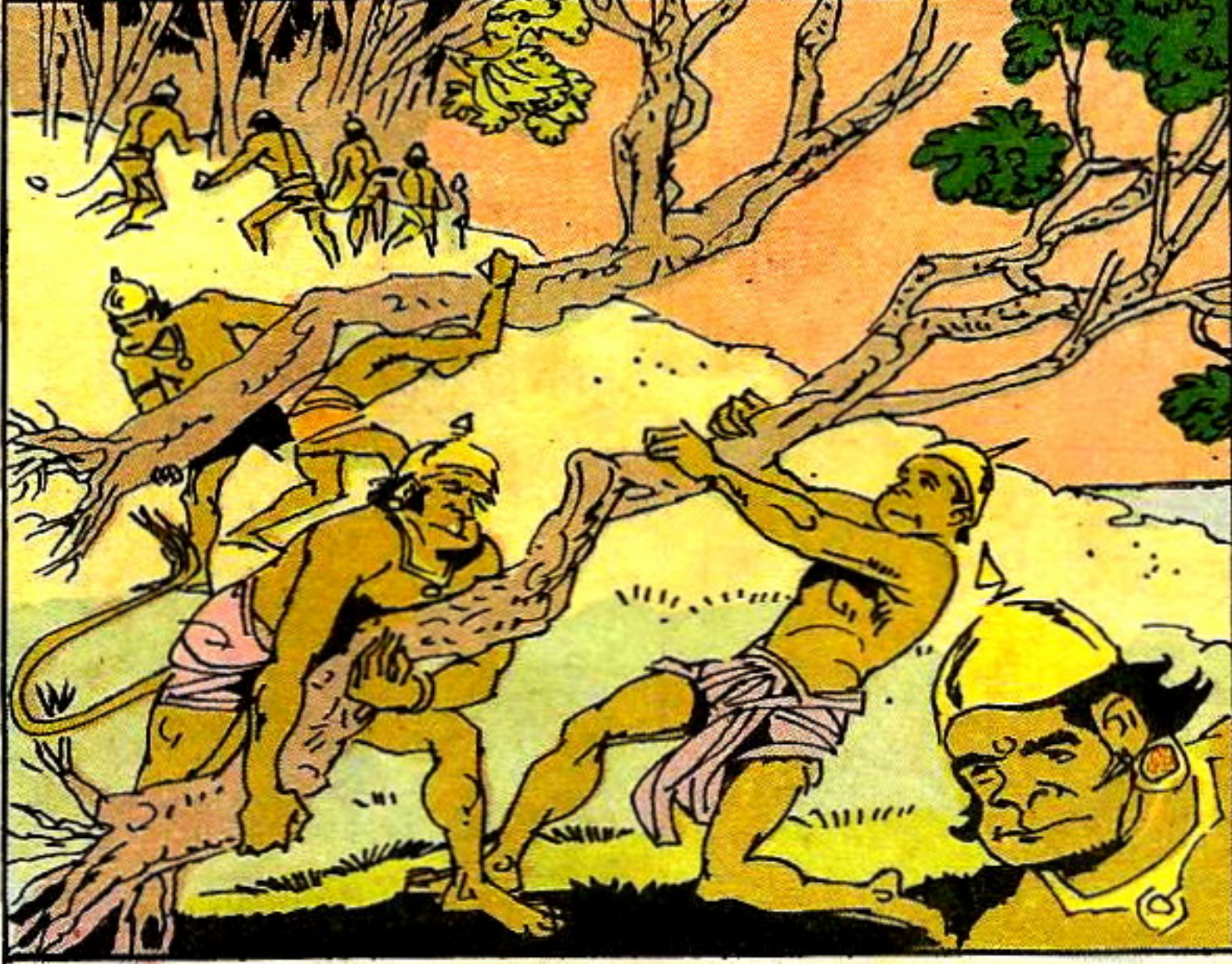
... আর সেগুলি সাগর-তীরে নিয়ে গেল।
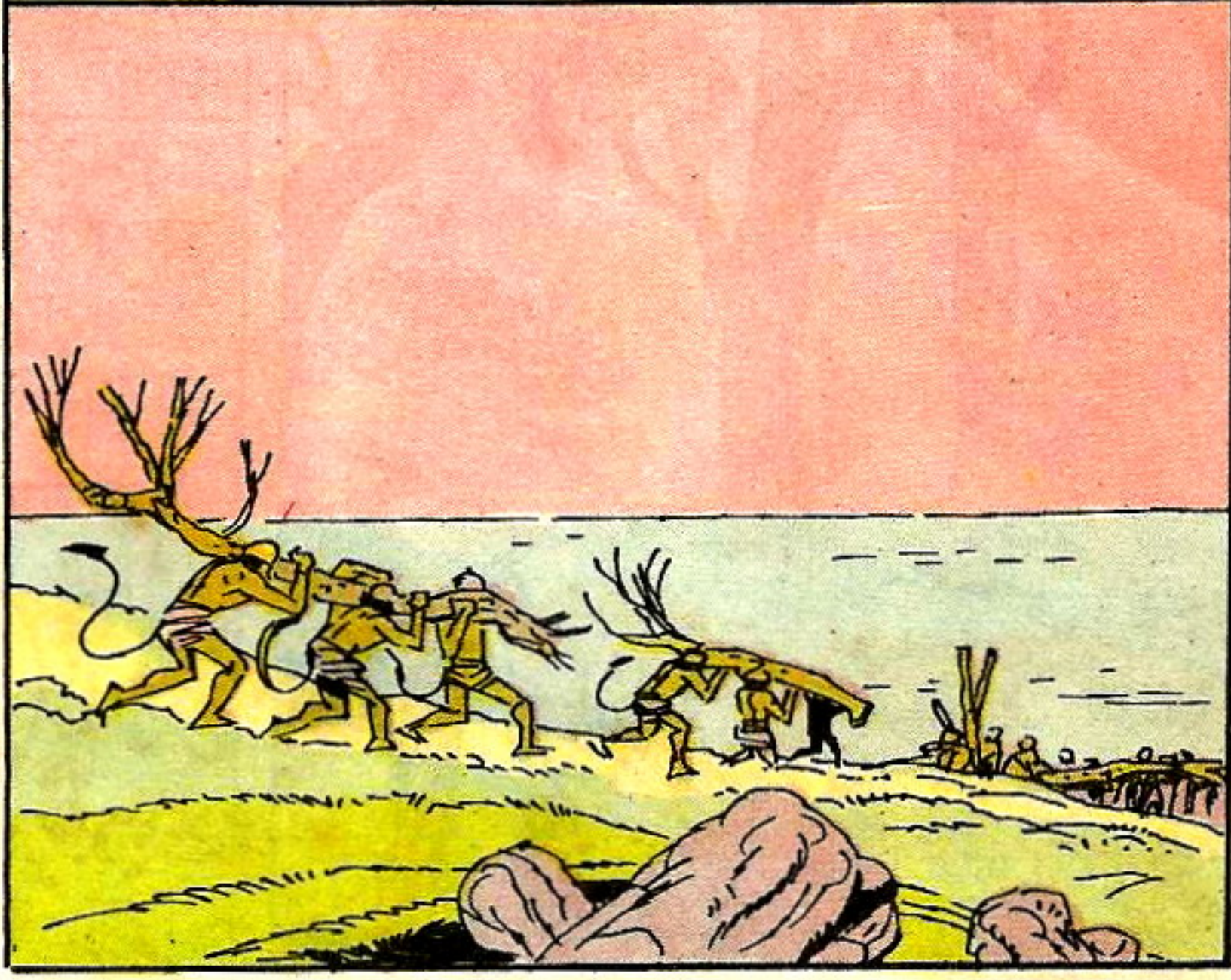
নলের নির্দেশনায় তারা এক বিরাট সেতু গড়ে তুললো।

রাম সদলে সমুদ্র পার হলেন।
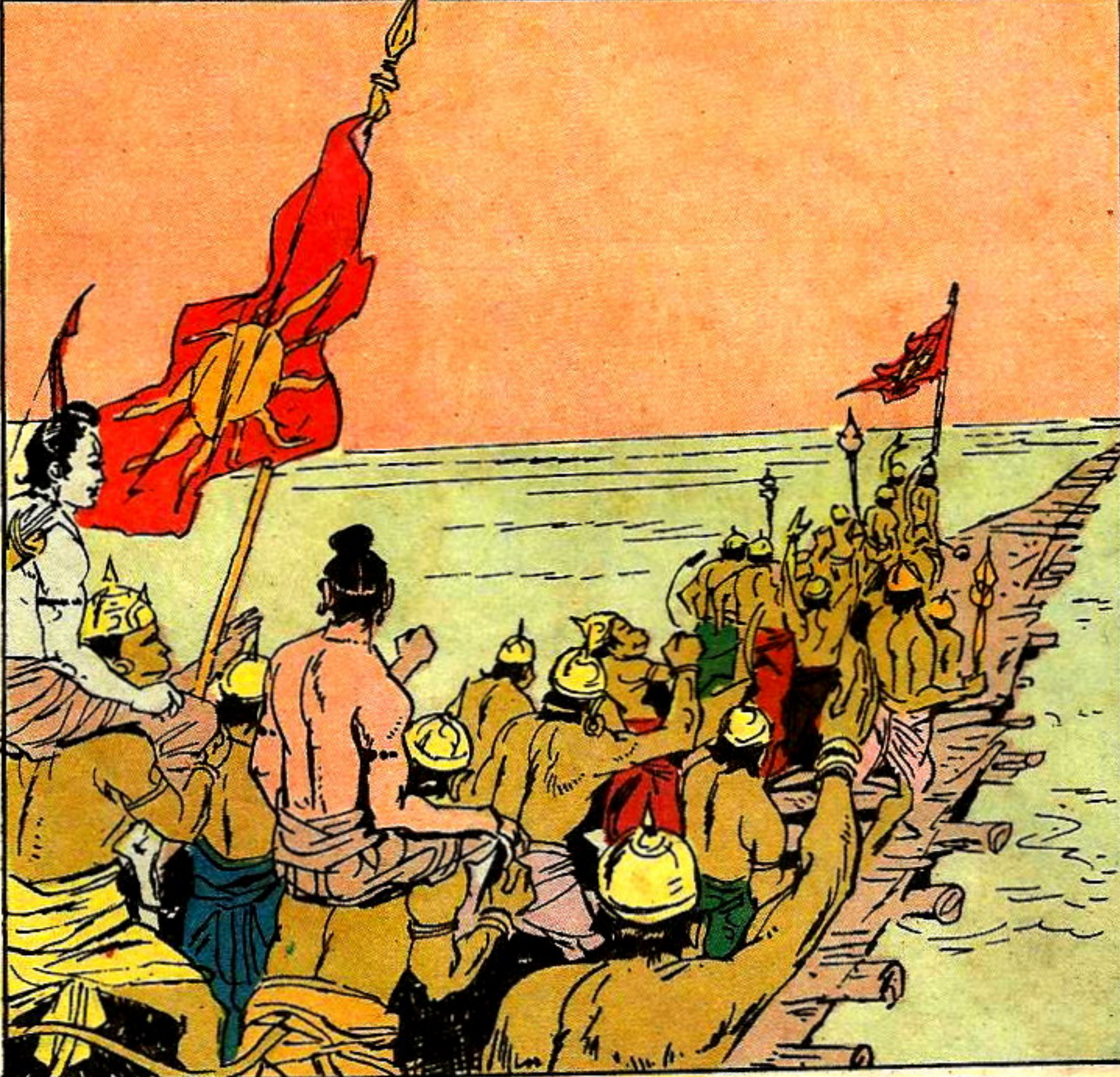
ও দিকে লঙ্কায় রাবন তখনও সীতাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহে মত দেবার জন্যে সমানে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

সীতা, কাল রাত্রে হঠাৎ আক্রমন করে আমার সেনারা বানরদের ধ্বংস করেছে। আমার সেনাপতি ঘুমন্ত রাম লক্ষ্মনের শিরশ্ছেদ করেছে। এই দ্যাখো রামের মুন্ড!

হায়, রাম! রাম!!

BENG

রাবণ, আমাকেও মেরে ফেলো, যাতে আমি আমার স্বামীর অনুগামিনী হতে পারি।

রাবণ চলে যাবার পর এক রাক্ষসী সীতার কাছে এলো।

রাবণের কথায় ঠকো না। সে শুধু রামের নকল মুন্ড বানিয়েছে। রাম আসলে লঙ্কার বাইরে শিবির পেতেছেন।

তোমার এতো দয়া, সরমা!

তখন রাবণের রাজসভায় —

নিজের সমান বা আরও প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাজাকে সখ্যতা করতে হয়। সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে মিত্র করবার চেষ্টা করুন।

কি? রাম আমার সমান? ঐ তুচ্ছ মানুষটা—বানরেরা যার একমাত্র সহায়! রাম কোনও রকমে সাগর পার হয়ে লঙ্কায় এসেছে বটে, কিন্তু সে জীবন্ত ফিরে যাবে না।

লঙ্কার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করে রাবণ বাইরে সুভেলা পর্বতে সমবেত রামের সৈন্যদের দেখবার জন্যে নগর-প্রাকারে উঠলেন।

ঐ দেখো, রাবণ!
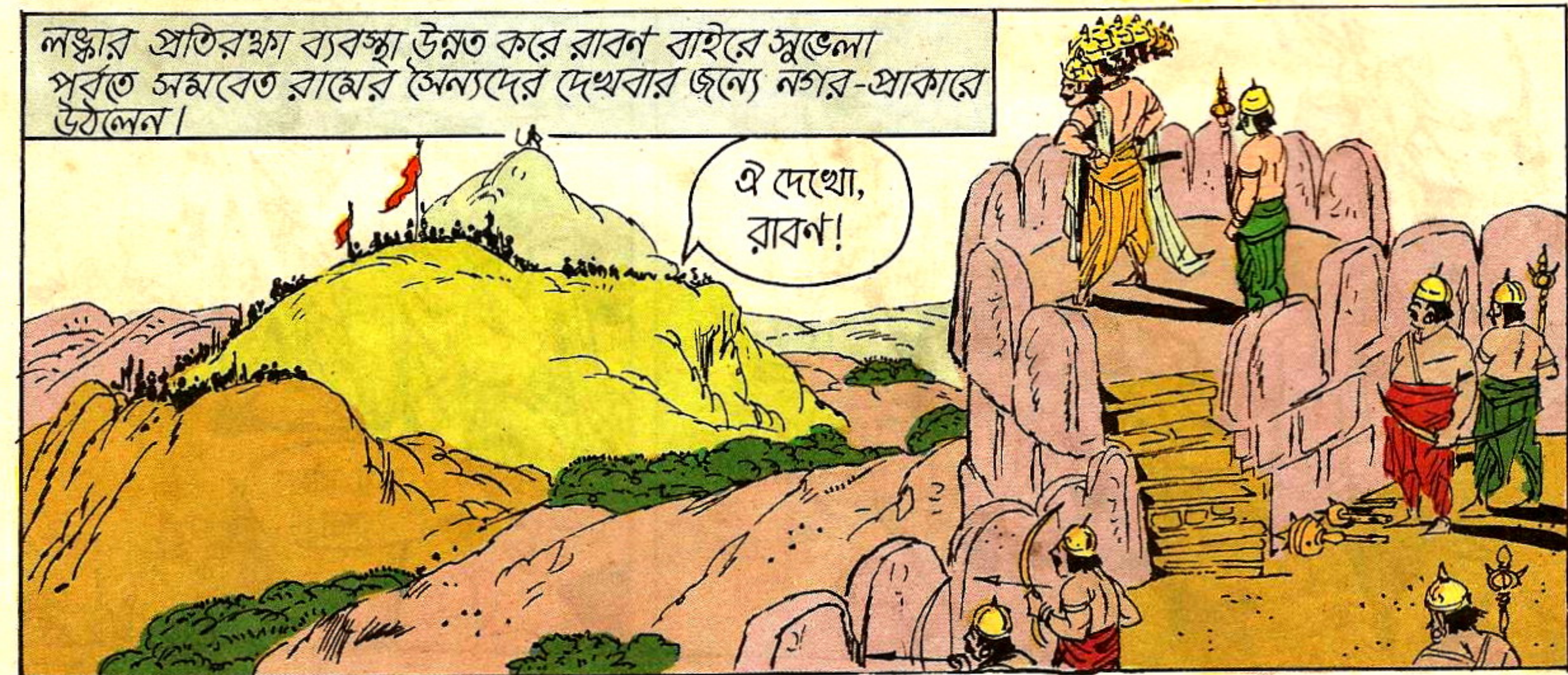
হঠাৎ খেয়ালে সুগ্রীব সুভেলার চূড়া থেকে লাফ দিয়ে ...
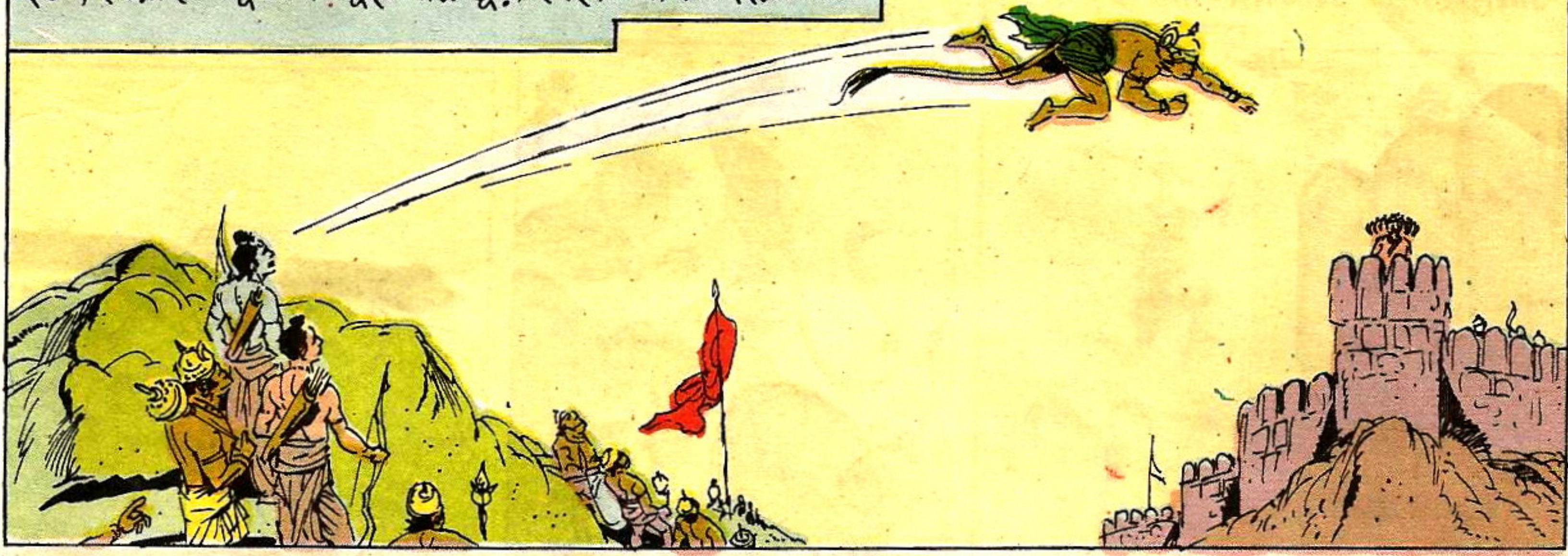
রাবনের কাছে গিয়ে নেমে...

... তাঁর মুকুটটা টেনে ফেলে দিলেন।

রাবনের সঙ্গে একটু লড়ে সুগ্রীব রামের কাছে ফিরে গেলেন।

সাবাস!
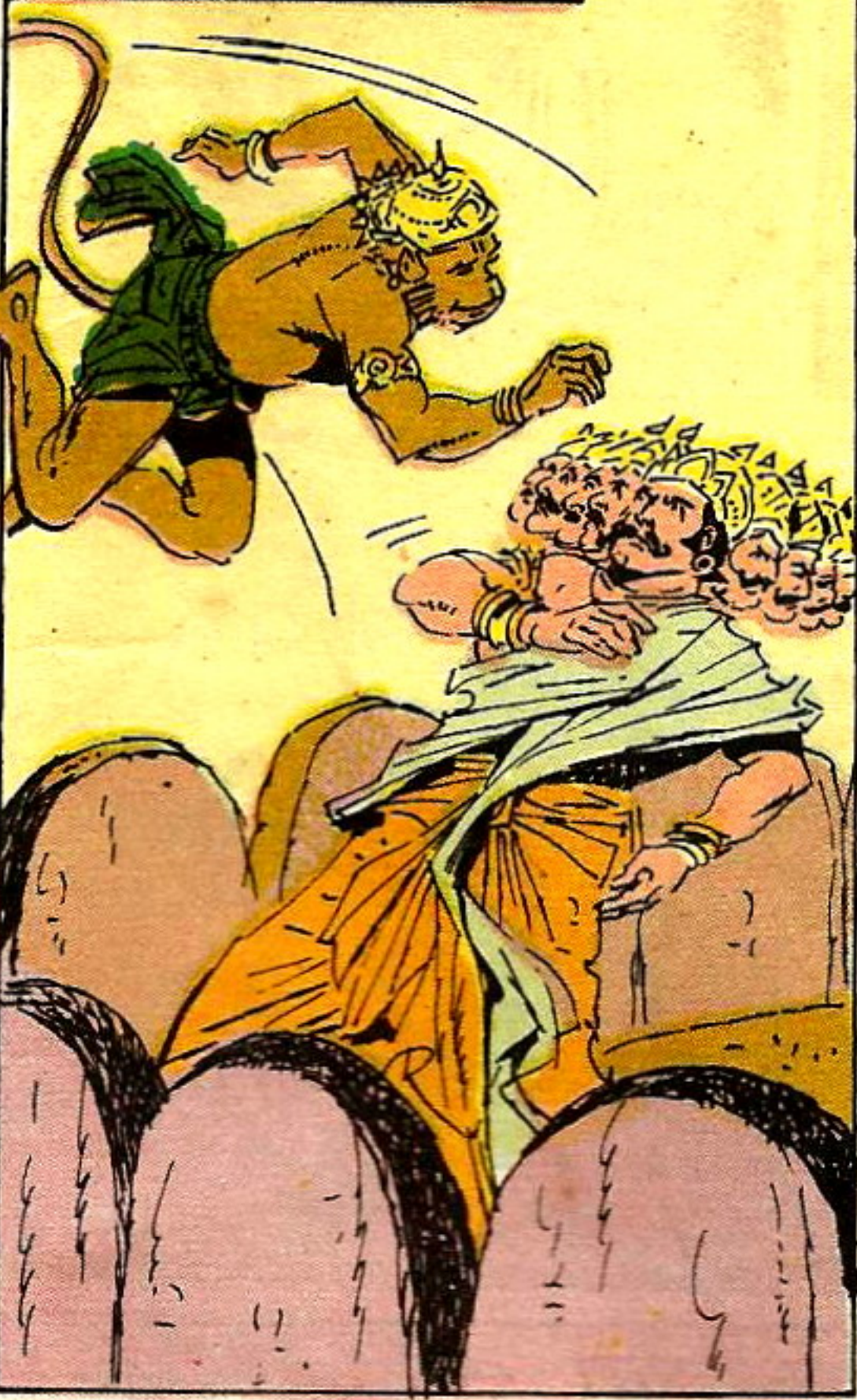
পরে রাম যুবরাজ অঙ্গদকে রাবনের সভায় পাঠালেন।

এখনও বাঁচার সময় আছে! সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাও। নইলে রাম নিশ্চিত তোমায় বধ করবেন।

বেয়াদপ বানর! ওকে ধরে মেরে ফেলো!

কিন্তু অঙ্গদ অনায়াসেই পালিয়ে গেলেন...

...যুদ্ধ এবার শুরু হলো।

BENG

বানরেরা দুর্গ প্রাকারে লাফিয়ে উঠলো...
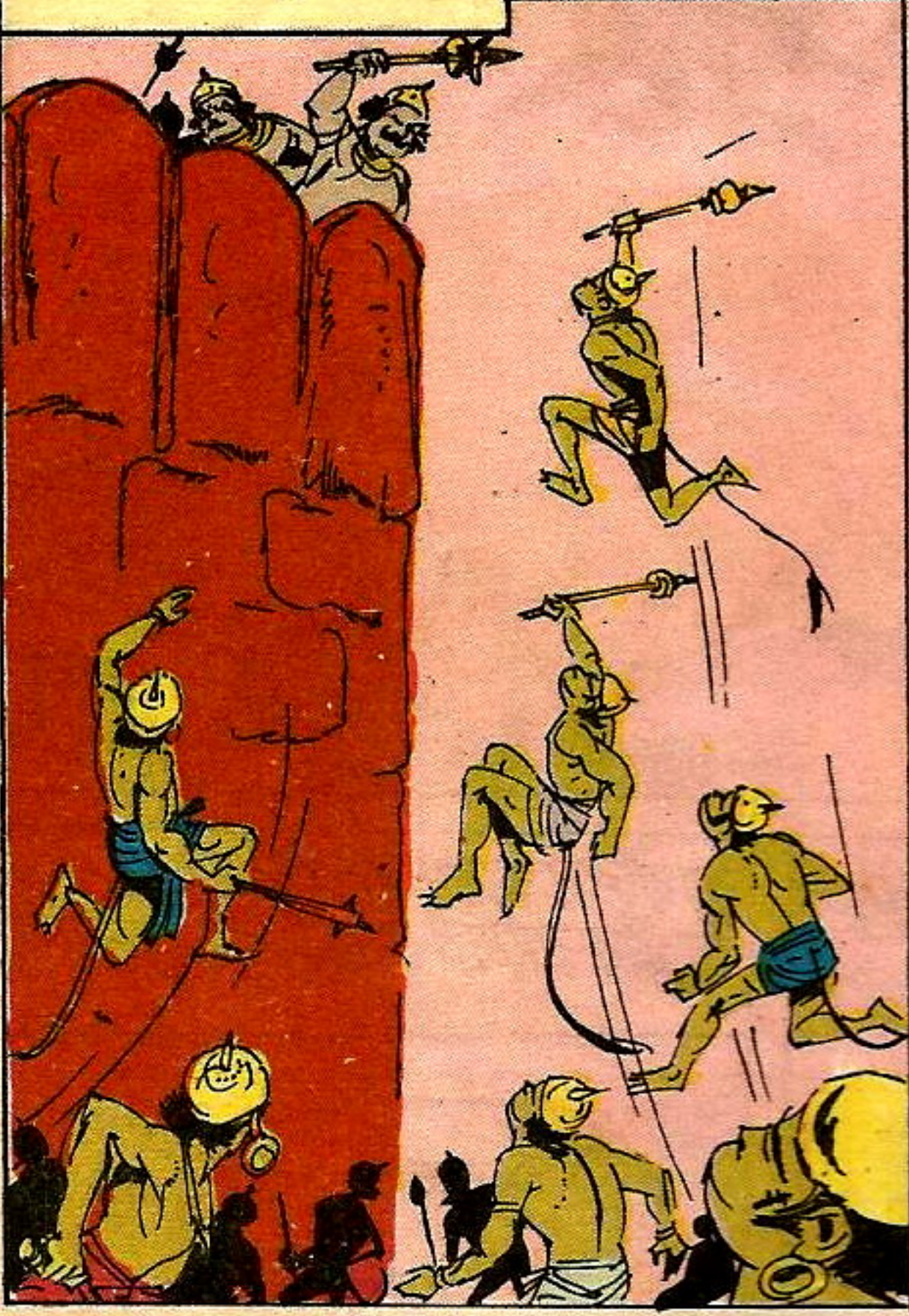
...রক্ষী রাক্ষসদের টেনে নামালো...
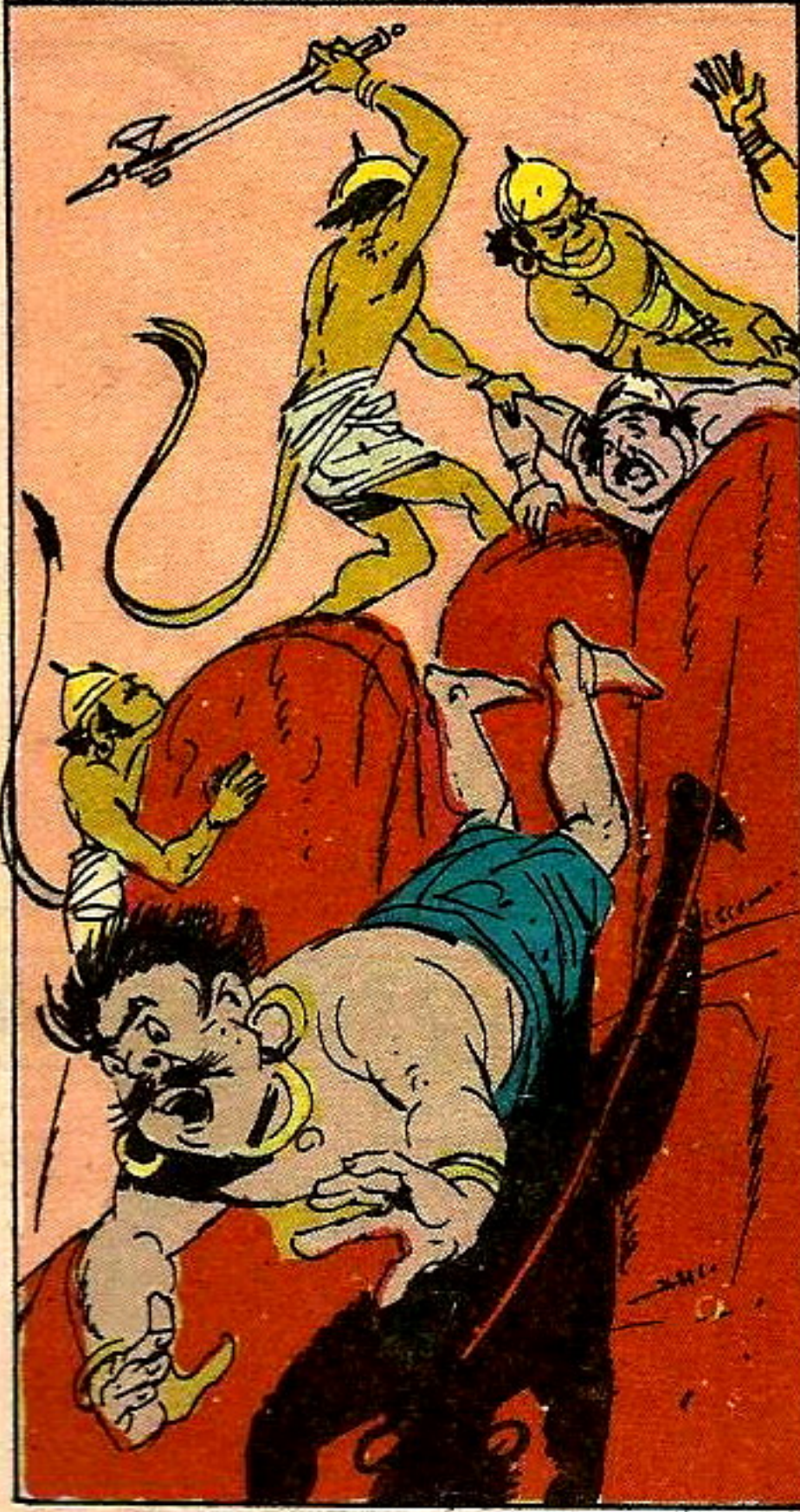
...আর তাদের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই চালালো সারা দিন...

সূর্যাস্তের পর রাক্ষসেরা নতুন উৎসাহে যুদ্ধ শুরু করলো। রাম-লক্ষ্মন ইন্দ্রজিতের অধীনে অগ্রসর সেনাদের সংহার করতে লাগলেন।
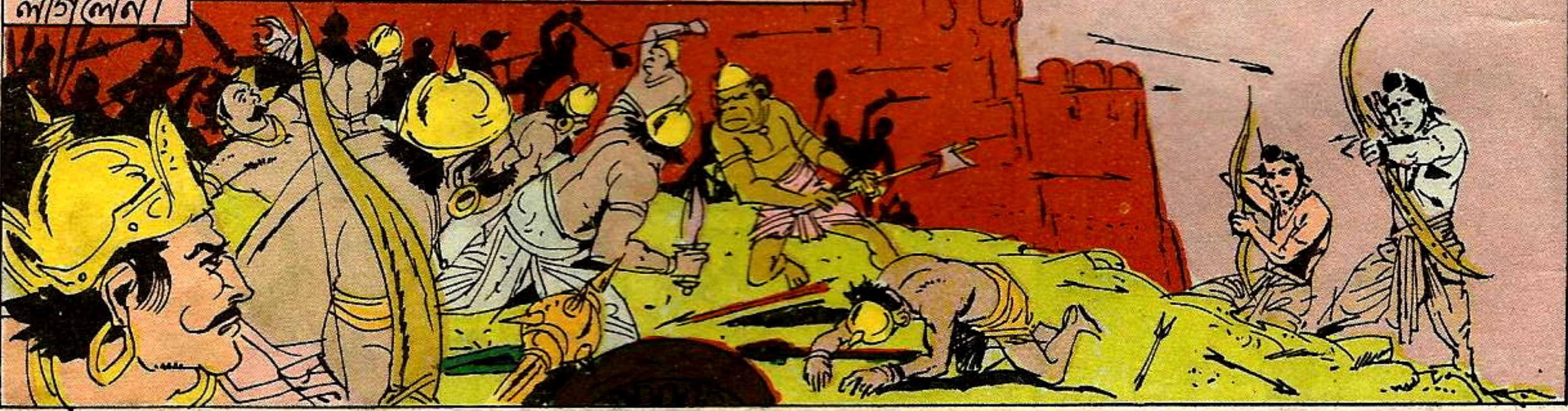
ইন্দ্রজিত নিজেকে অদৃশ্য করে রাম লক্ষ্মনের উপর শর বৃষ্টি করতে লাগলেন। দু'জনেই তাতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রাম মারা গেছেন!

কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই রাম সুস্থ হয়ে রক্তাক্ত ভাইকে তখনও অজ্ঞান দেখে নিজের কোলে তাঁর মাথা তুলে নিলেন।

বিষ্ণুর বাহন পক্ষিরাজ গড়ুর এসে এবার ডানা দিয়ে লক্ষ্মনকে আদর করলো।
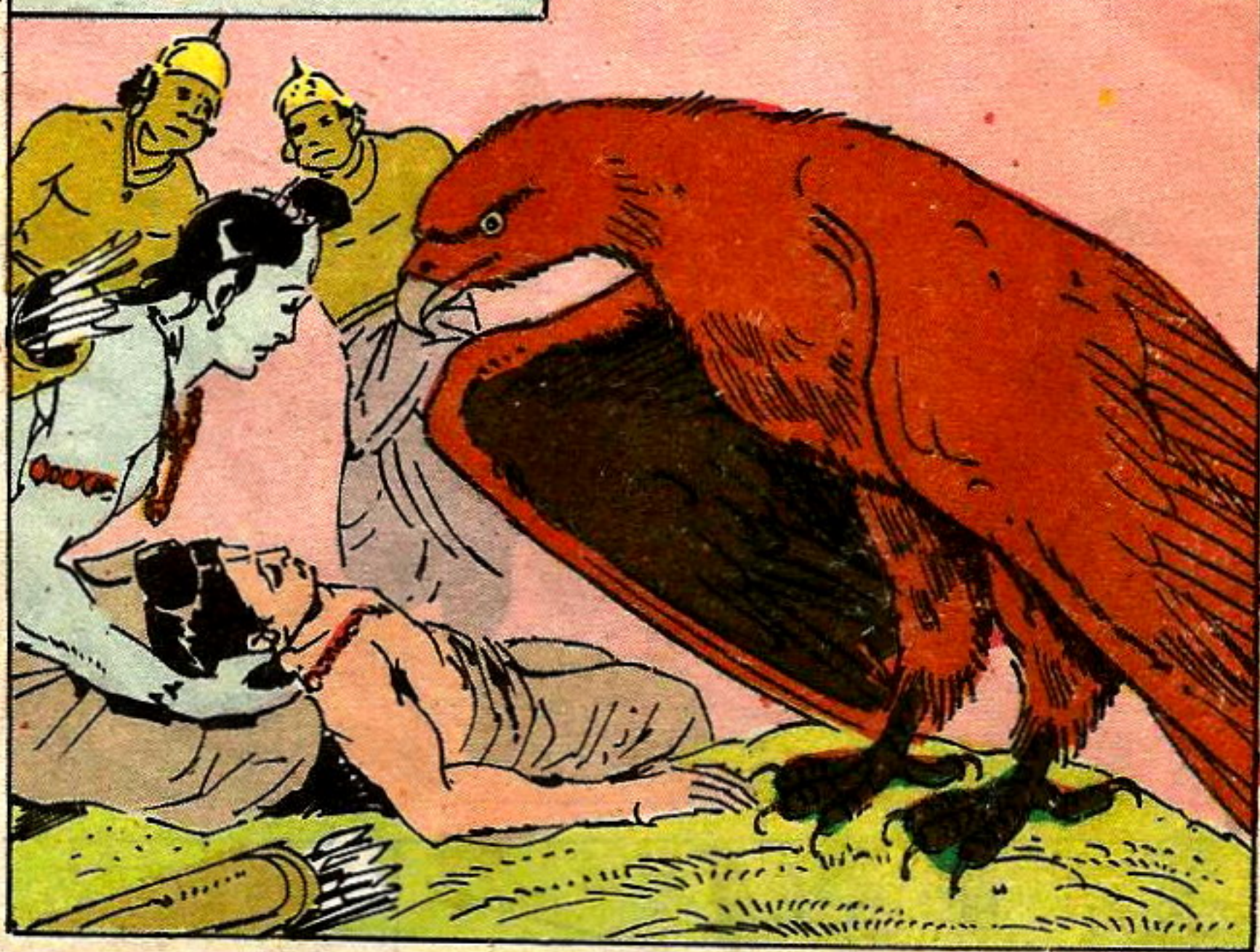
গড়ুরের ছোঁয়ায় ক্ষতগুলি সেরে গেলে লক্ষ্মন জ্ঞান ফিরে পেলেন।

ইন্দ্রজিত সাপের বিষ মাখানো তীর মেরেছে তোমাদের। রাক্ষসদের সম্বন্ধে সাবধান। তারা কপট কৌশলে ওস্তাদ!
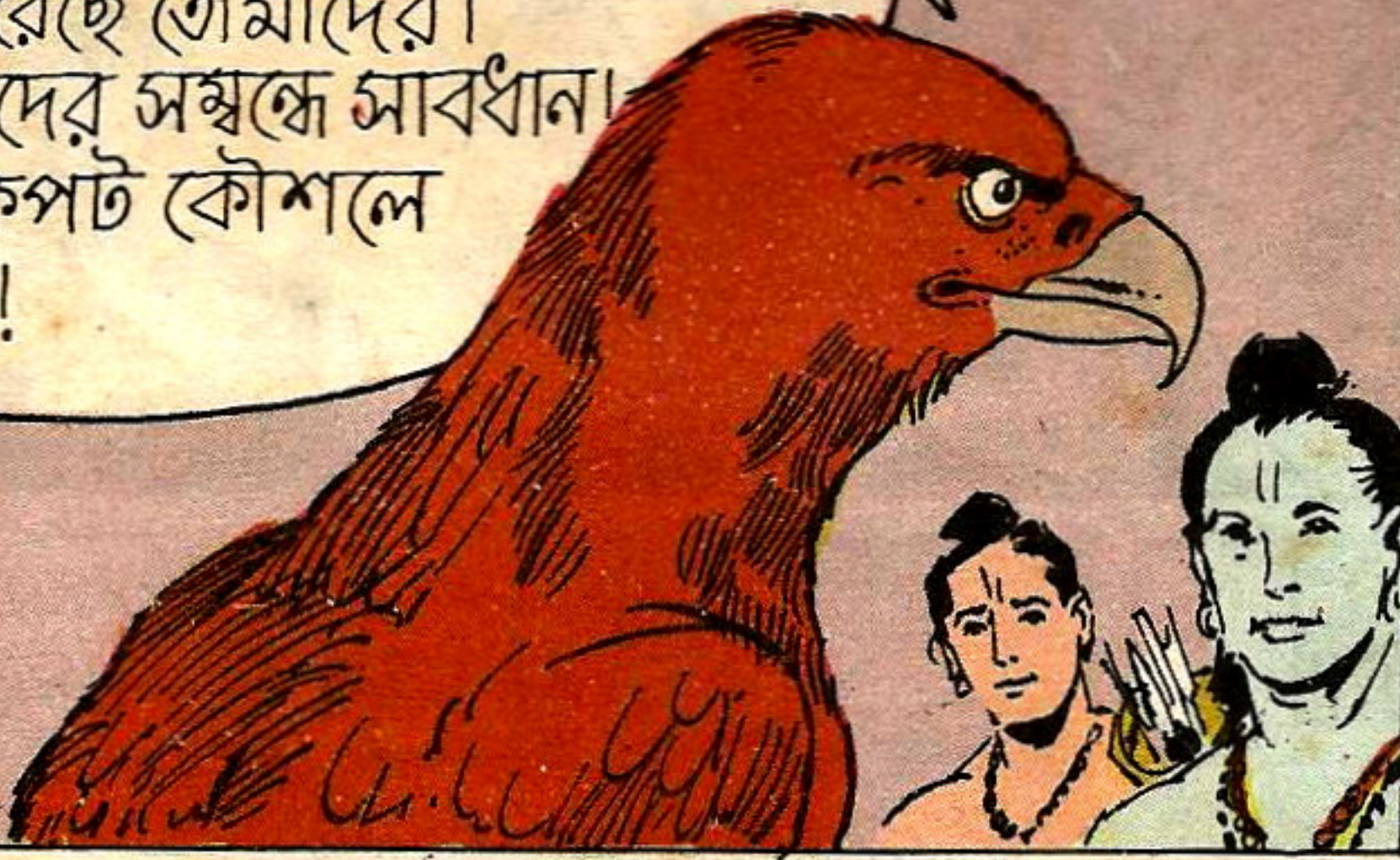
গড়ুর উড়ে চলে গেলে রাম লক্ষ্মন আর বানর সেনারা রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেল।

রাবনের সুযোগ্য সহকারী ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত এবং আরও অনেকে মারা পড়লো।

এবার রাবন নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন।
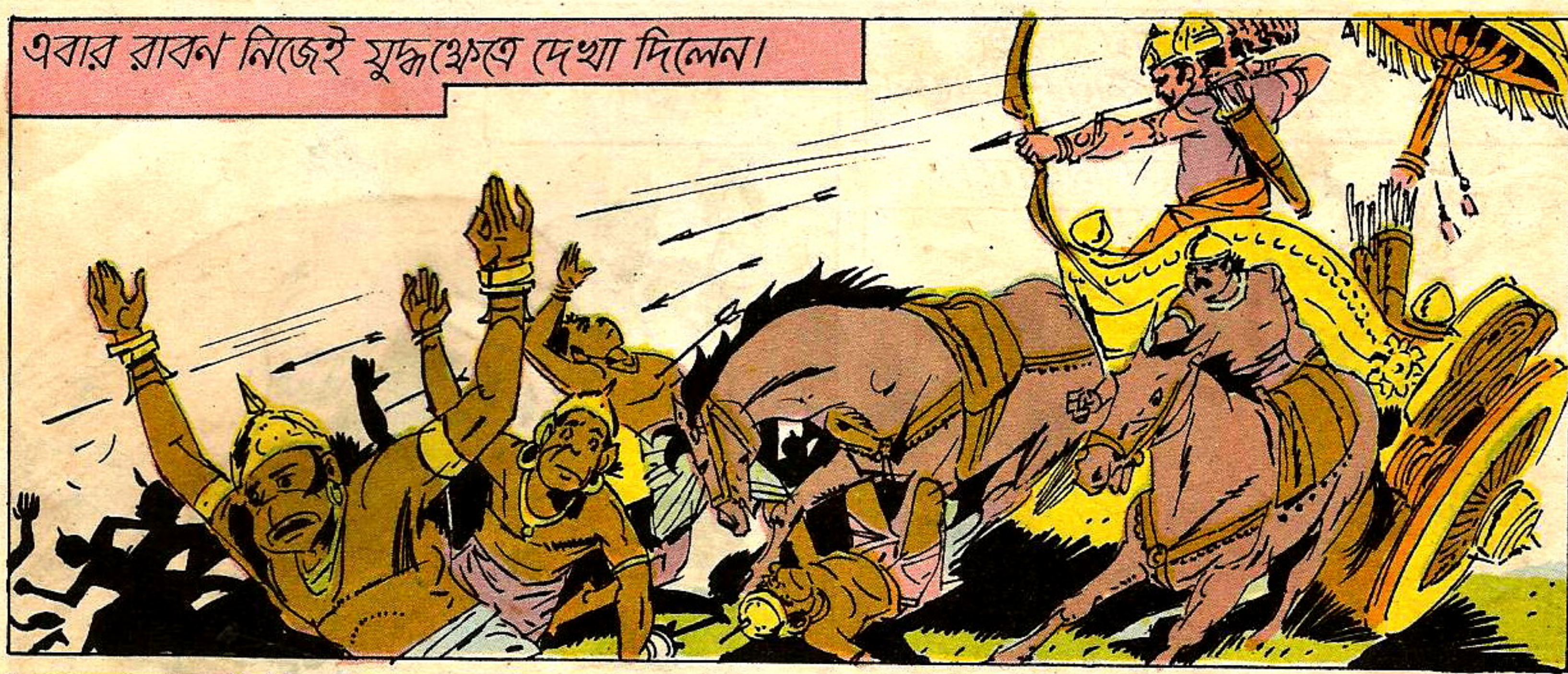
কিন্তু রাম হনুমানের বলিষ্ঠ স্কন্ধে চেপে রাবনের কথা চূর্ণ করে তাঁর সারথি ও অশ্ববাহিনী সংহার করলেন।

রামের শর বৃষ্টিতে রাবনের ধনুক ভেঙে গেল। তাঁর মুকুটও চূর্ণ হয়ে গেল।

রাবন, এখন তুমি নিরস্ত্র আর ক্লান্ত, তাই তোমাকে মারবো না। এখন ফিরে যাও!

লজ্জায় কোনও কথা না বলে রাবন তাঁর প্রাসাদে ফিরলেন।

রাবন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন—

কুম্ভকর্ণ আমাদের শেষ ভরসা।
তাঁকে জাগিয়ে তোলো।
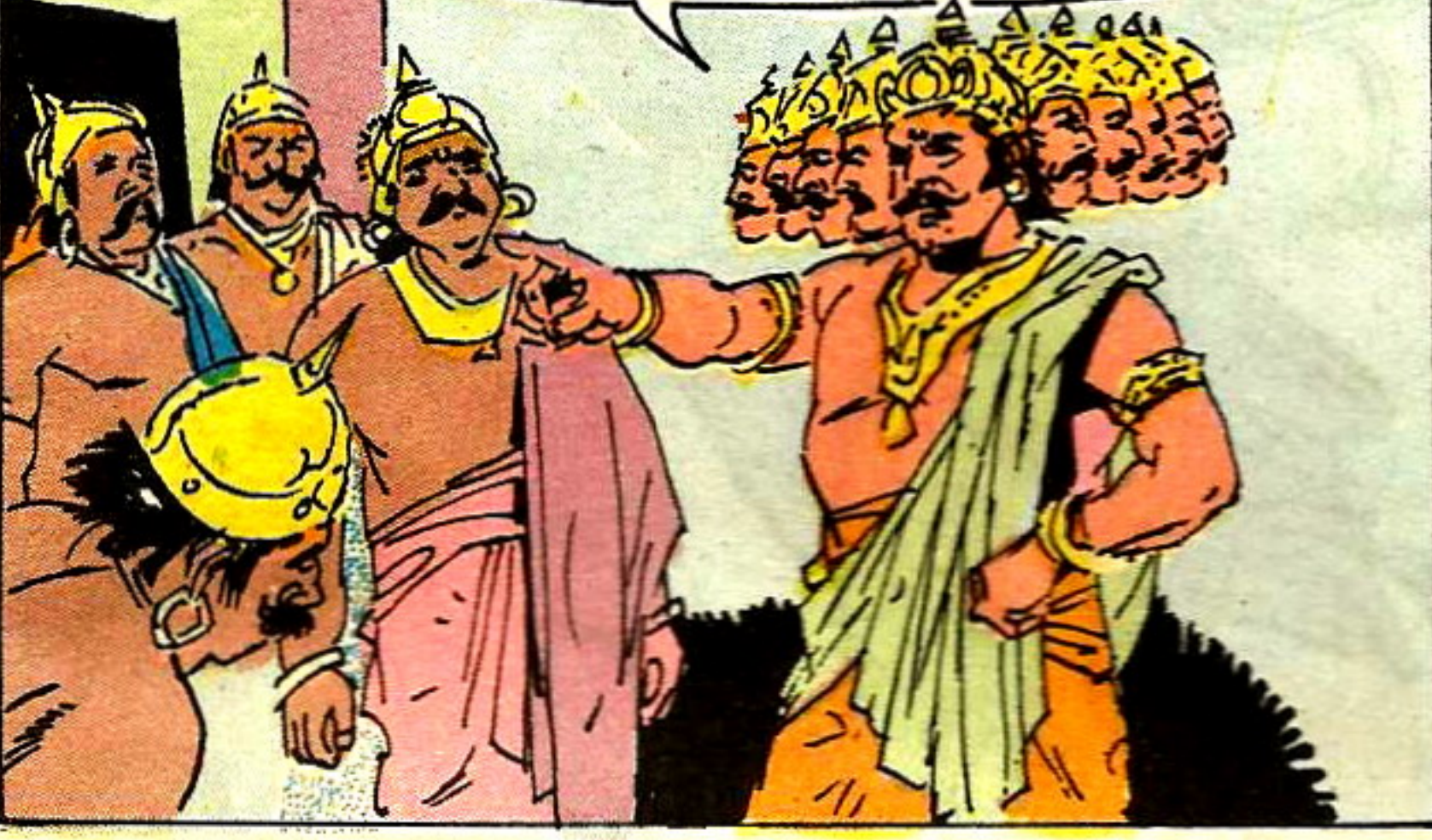
দানব কুম্ভকর্ণ এক নাগাড়ে ছ'মাস নিদ্রা যেতেন।
তাঁকে জাগাতে ঢাক পিটিয়ে, তুরী ভেরী বাজিয়ে
প্রচন্ড শব্দ করা হলো।
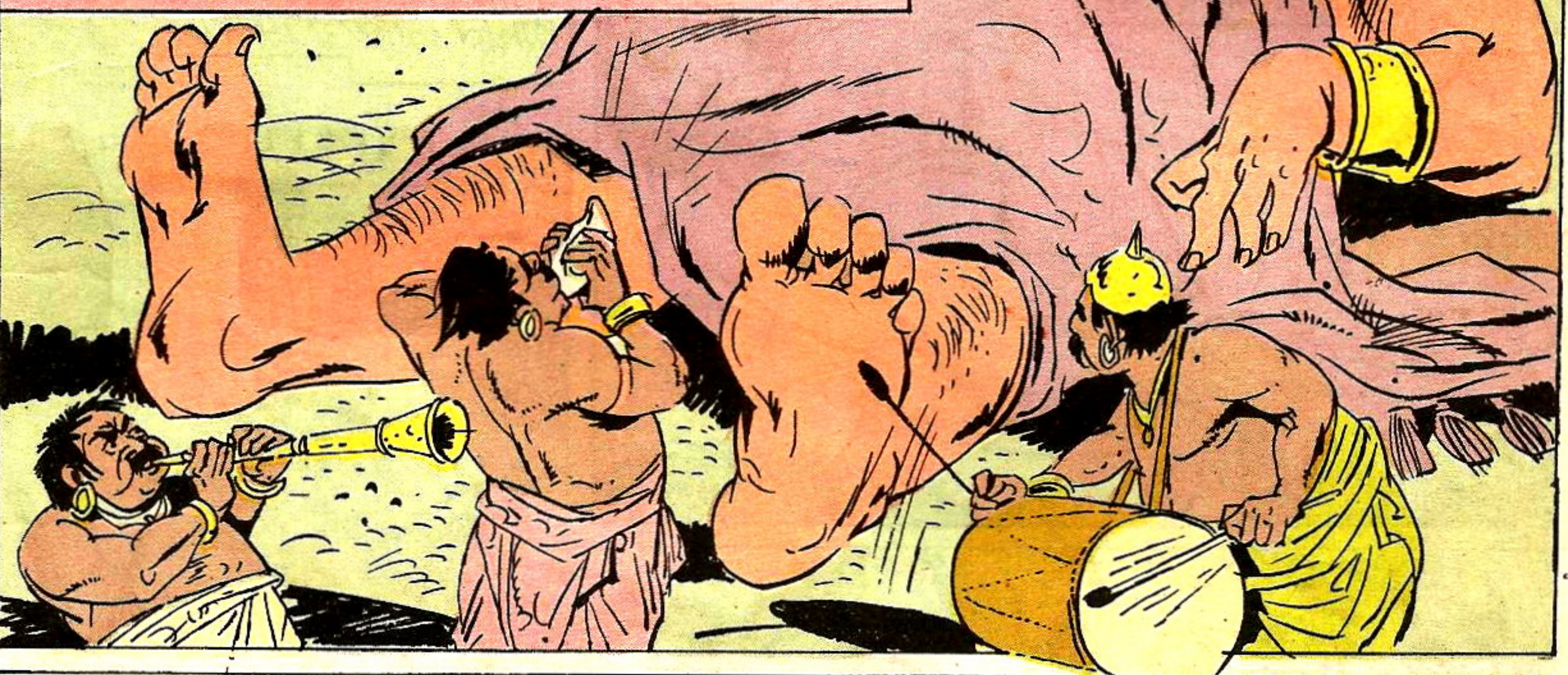
গায়ের উপর হাতিও চালানো হলো—
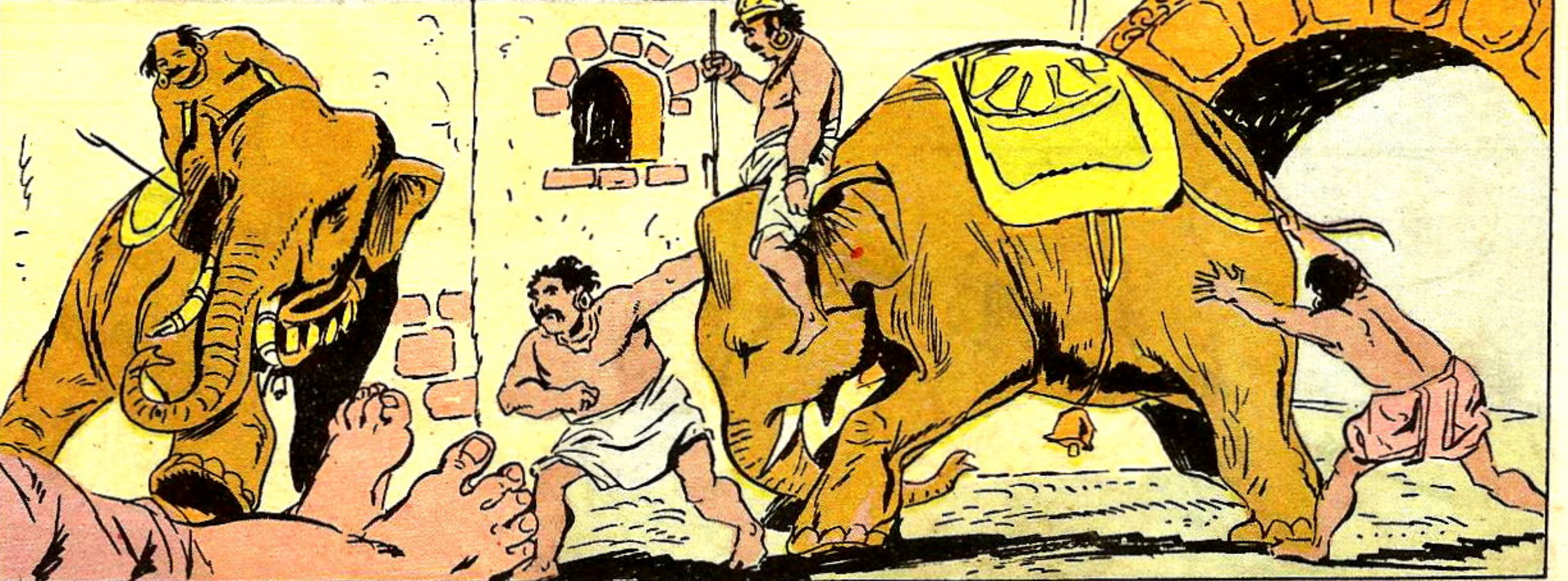
অবশেষে সেই দানব জেগে উঠলেন। আর রাবনের আদেশে গেলেন যুদ্ধ করতে। সেখানে বানরেরা তাঁর উপর যা গাছ পাথর ছুঁড়লো তা যেন তাঁর গায়েই লাগলো না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামের এক বানে কুম্ভকর্ণ ঘায়েল হলেন।
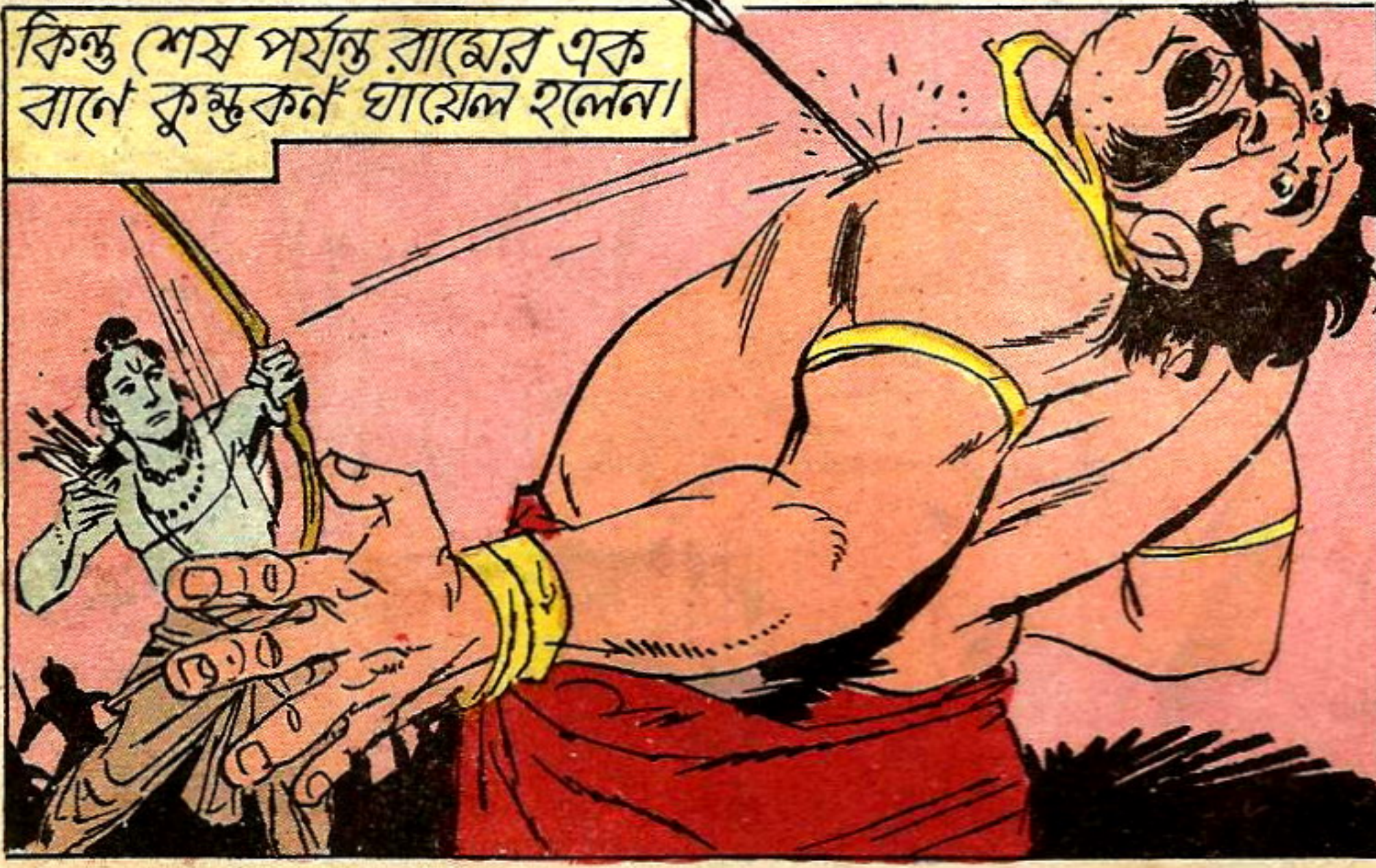
সুগ্রীবের ইশারায় বানরেরা এবার লঙ্কায় ঢুকে নগরে আগুন লাগিয়ে দিল।
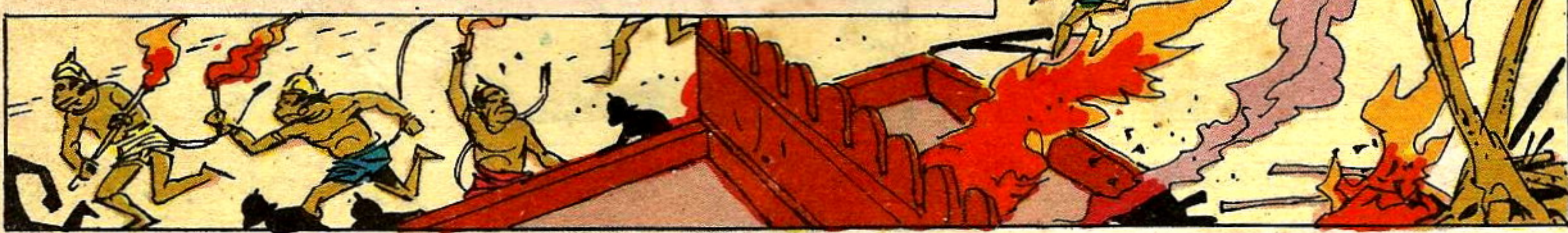
রাক্ষসেরা বানরদের আক্রমনে পিছু হটতে লাগলো কিন্তু চরম মুহূর্তে দেখা দিলেন ইন্দ্রজিত—

হা ঈশ্বর! ঐ কি সীতা?

BENG

আর এক পা এগুলে আমি সীতাকে তোমাদের চোখের সামনে হত্যা করবো। ও-ই এ যুদ্ধের কারন।

ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতাকে আঘাত করলেন। হতভম্ব বানরেরা পিছিয়ে গেল — তারপর ছুটে পালালো।

এবার একটু অবসর পাবো। বানরেরা আবার আক্রমন করতে আসার আগে আমি অজেয় হবার জন্যে এক যজ্ঞ করবো।

বানরদের কাছে সীতার সংবাদ পেয়ে রাম জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরে এলে বিভীষন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

রাম! আমার কথা শুনুন। আমি সব লক্ষন দেখে বুঝেছি যে, এ আসল সীতা নয়। ইন্দ্রজিত তাঁর ভোজবাজি দিয়ে সীতাকে দেখিয়েছেন।

এর পরে ইন্দ্রজিত নিশ্চয় অজেয় হবার জন্যে যজ্ঞ করবে। যজ্ঞ শেষ হবার আগেই তাঁকে বধ করো।

লক্ষ্মনই-তা করবে।

যজ্ঞের মধ্যে লক্ষ্মন এসে বাধা দেওয়ায় ইন্দ্রজিত তার বিহিত করতে উঠলেন।

কিন্তু লক্ষ্মনের শর বৃষ্টিতে তাঁর অচিরেই পতন হলো।

ইন্দ্রজিতের কাতর চিৎকারে রাবনকে আসতে হলো সেখানে।

বিশ্বাস ঘাতক বিভীষন! এবার তোমায় মরতে হবে!

রাবন বিভীষনের দিকে অব্যর্থ শরযোজনা করলেন।
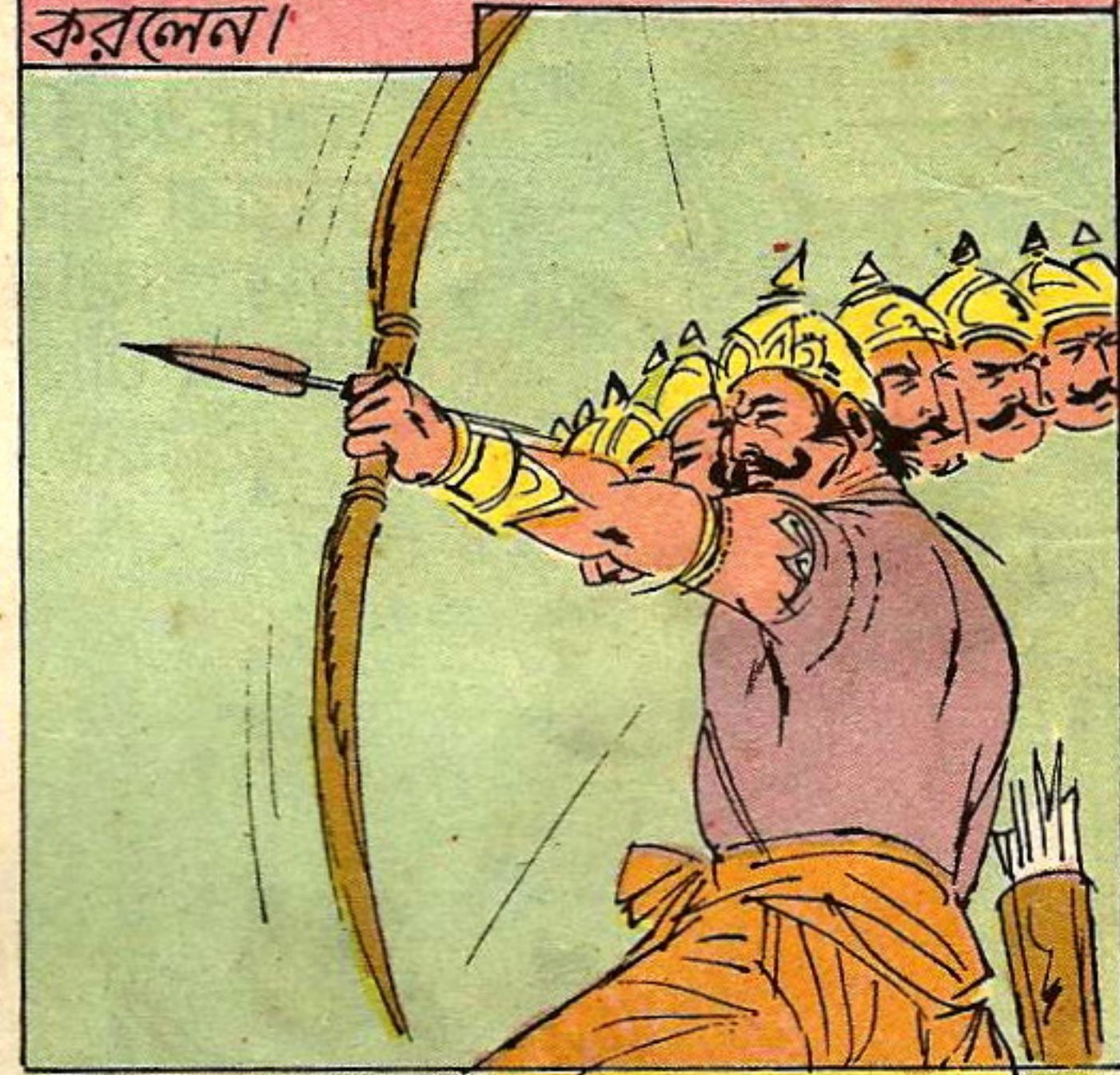
কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মনের একটি বানে রাবনের তীর দু'খন্ড হয়ে গেল।

কুপিত রাবন আবার তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্মনের হৃদয় বিদ্ধ করলেন।
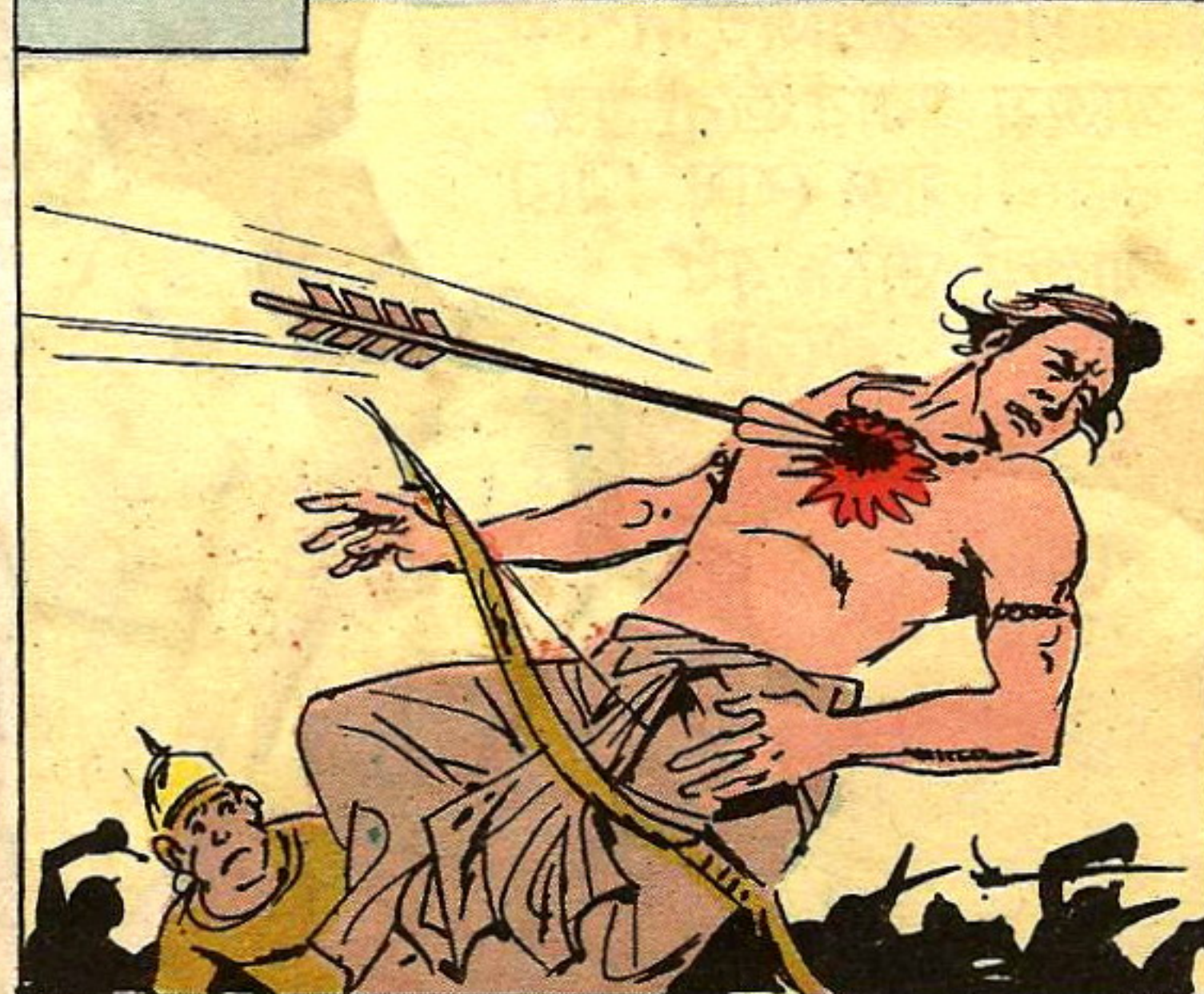
বীর বানরেরা, আমার ভাইকে দেখো। আমি এখন এই দানবের সঙ্গে লড়ছি। আজ ওর— কি আমার, শেষ দিন!
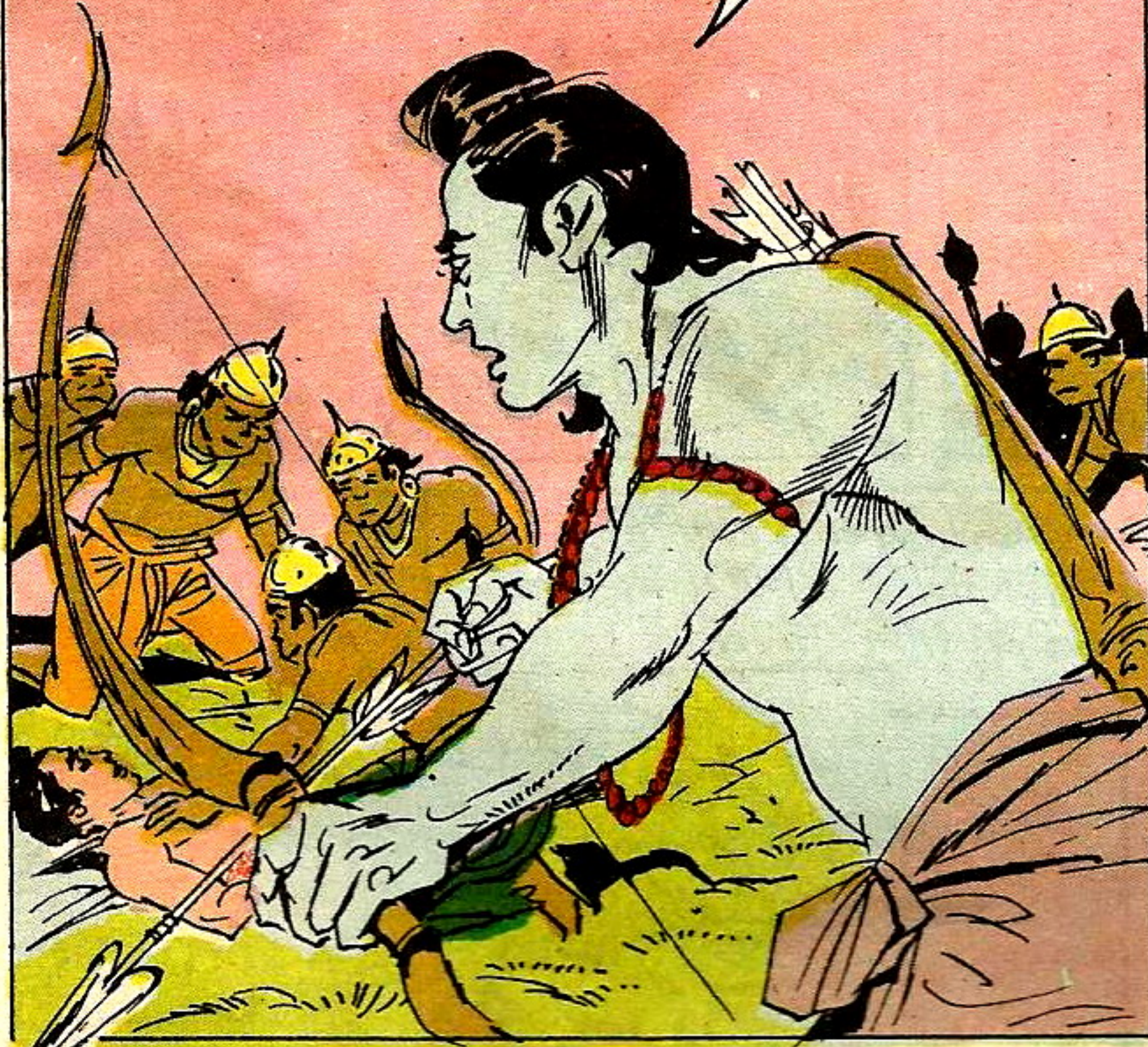
কিন্তু রামের শর-বৃষ্টি শুরু হতেই রাবন পালিয়ে গেলেন।
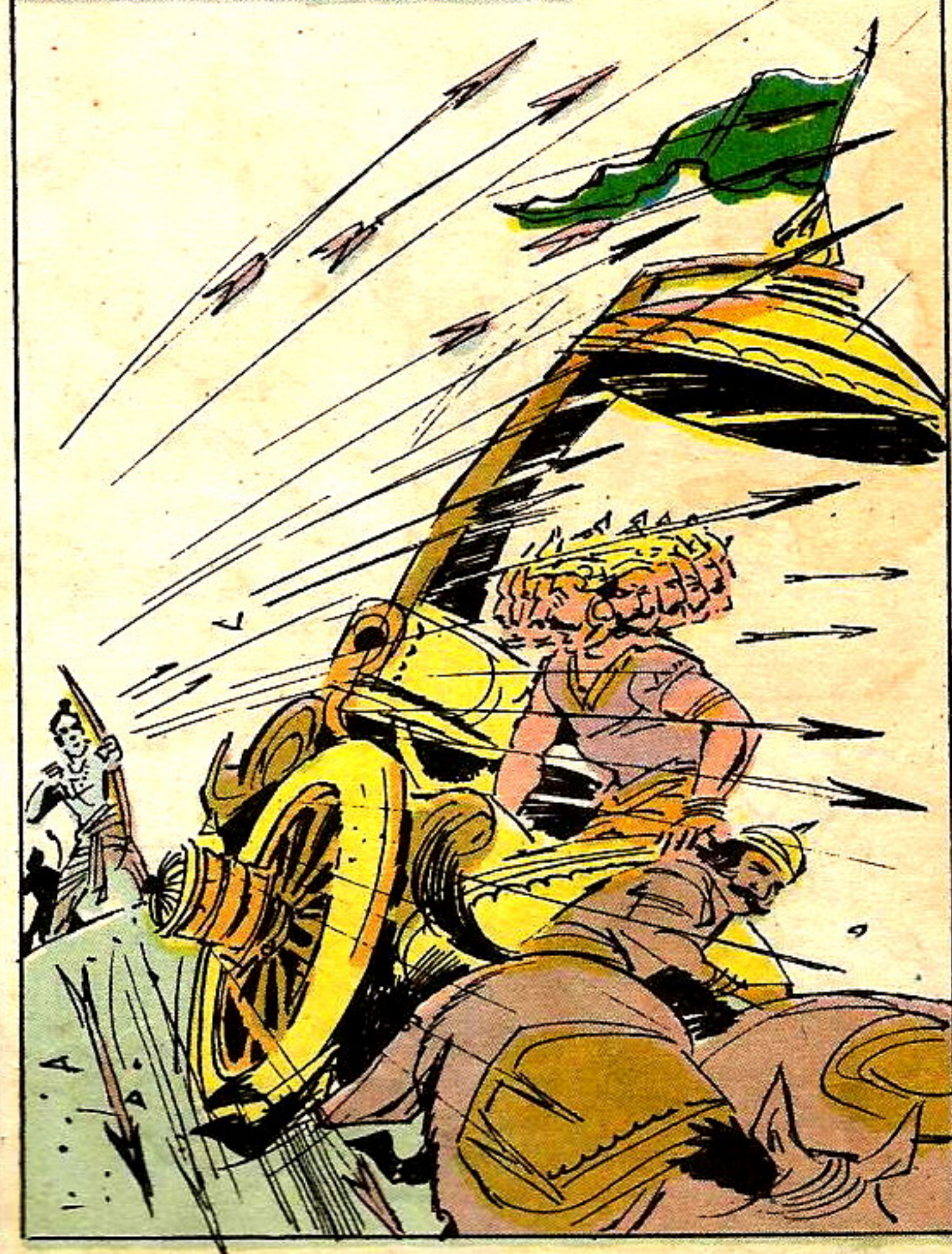
যুদ্ধের এই বিরামের সময় শোকাহত রাম ভাই-এর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।
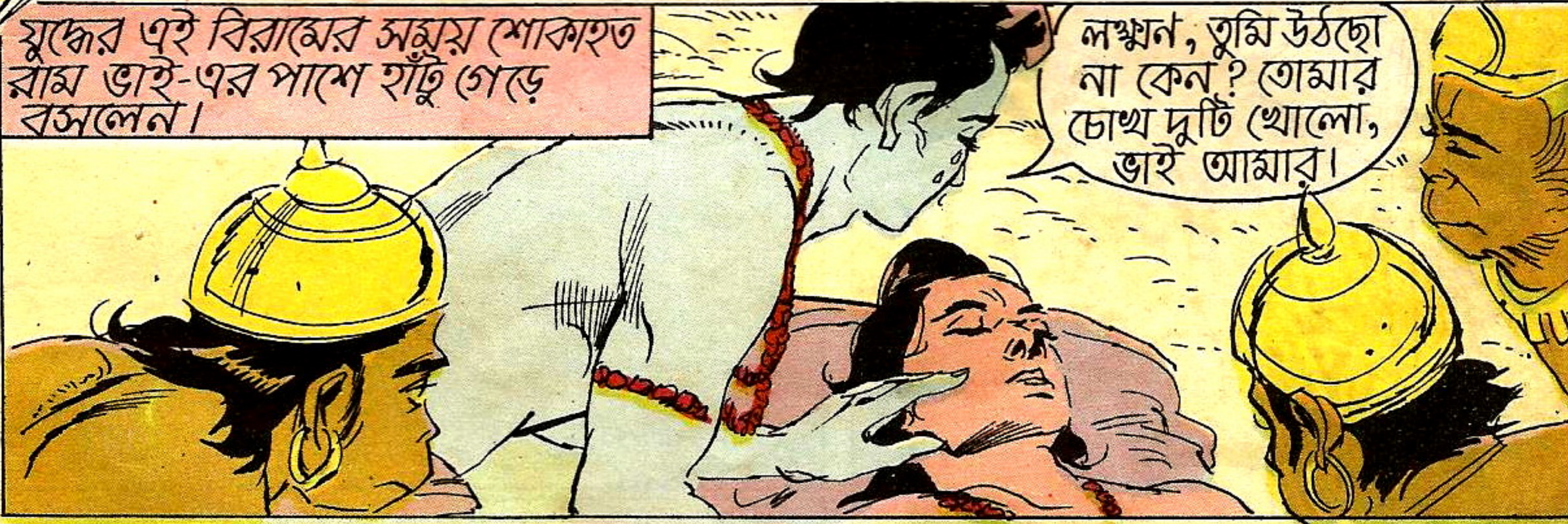
লক্ষ্মন, তুমি উঠছো না কেন? তোমার চোখ দুটি খোলো, ভাই আমার।

পাশ থেকে রাম একটি আশ্বাস পেলেন। সে কন্ঠ বিজ্ঞ বানর সুষেনের।

লক্ষ্মন শুধু অজ্ঞান হয়েছেন মাত্র। তাঁকে সুস্থ করতে দূর গন্ধমাদন পর্বতের ভেষজ দরকার।

আমার হতাশা এখন আশার আনন্দ হয়ে উঠলো। যাও হনুমান, অবিলম্বে সেই সঞ্জীবনী ভেষজ নিয়ে এসো।

হনুমান হিমালয়ের কাছে মহেন্দ্র পর্বতে উড়ে গেলেন।

কোনটা আসল গুল্ম? এটা, না ওটা?

কি বিপদ! আমি ঠিক করতে পারছি না। সুষেনের কাছে গোটা পাহাড়টাই নিয়ে যাই। সে তখন ঠিক গুল্ম চিনে নেবে।

হনুমান সেজন্য সমস্ত পাহাড়টাকে মাথায় নিয়ে সোজা চলে এলেন।

লঙ্কায়—
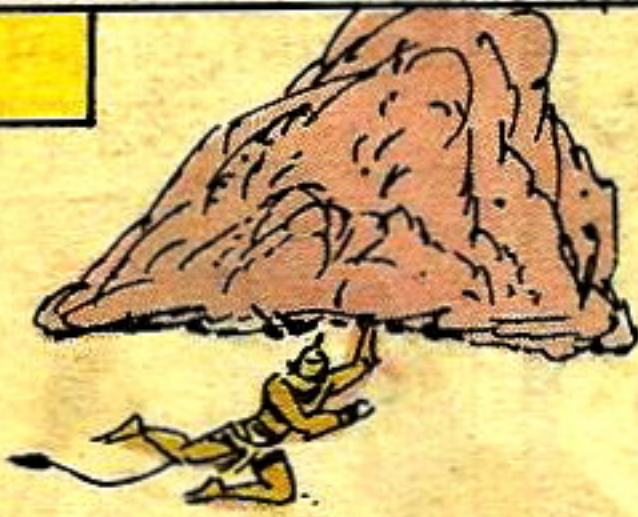
ঐ দেখো, হনুমান গোটা পাহাড়টাকেই নিয়ে এসেছেন!

হনুমান কখনও বিফল হন না।

ধীর স্থির সুষেন সঠিক গুল্ম খুঁজে নিয়ে সেটি থেঁতলে লক্ষ্মণের কাছে ধরলো।

লক্ষ্মনের তখনই জ্ঞান ফিরে এলো।
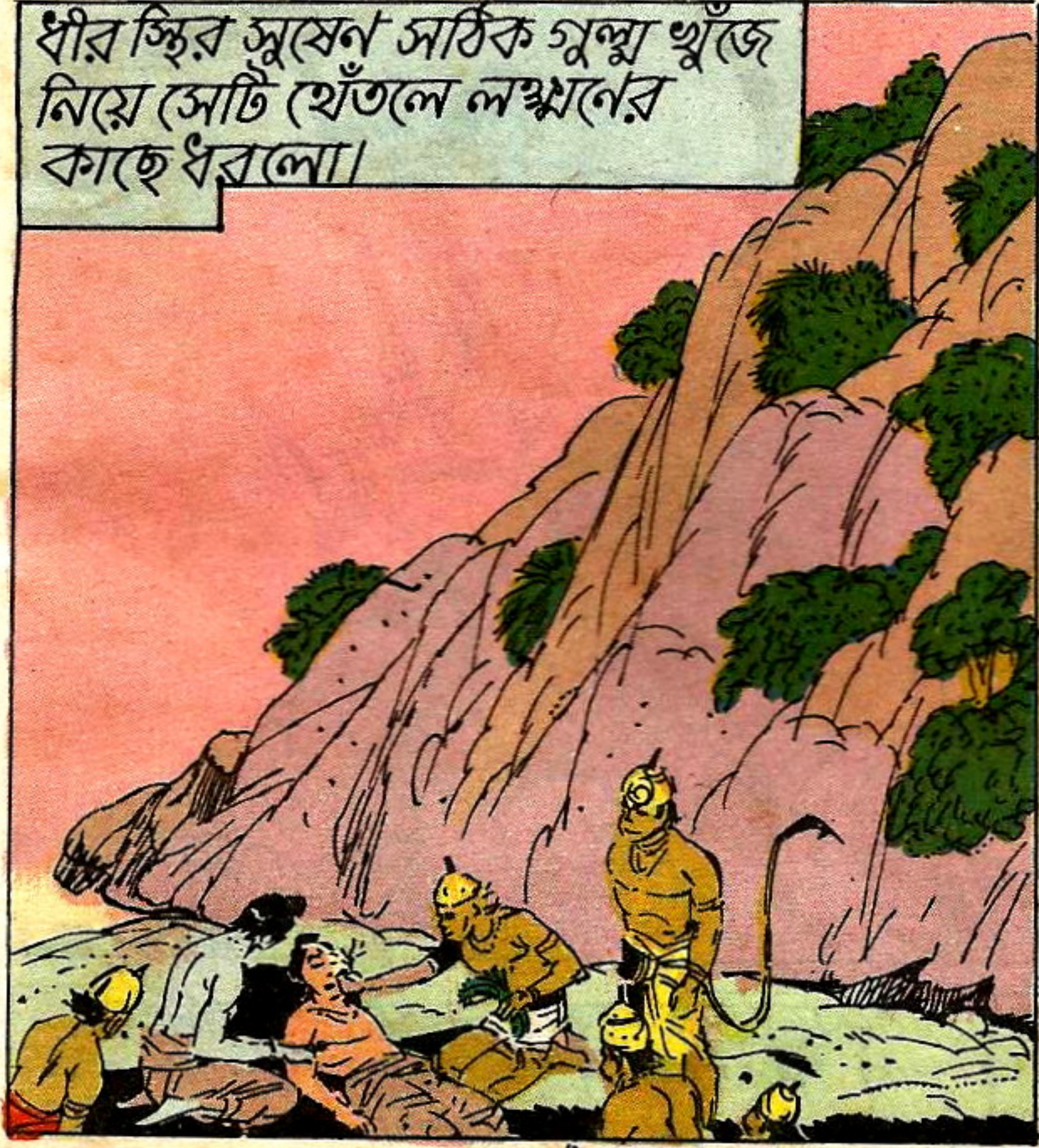
ভগবানের দয়া! তুমি তো সম্পূর্ন সুস্থ লক্ষ্মন!

পাহাড়টাকে যথাস্থানে রেখে হনুমান রামের কাছে ফিরে এলেন।

তখনই এক যুদ্ধের চিৎকার শোনা গেল।

রাম দেবরাজ ইন্দ্রের পাঠানো রথে আরোহন করলেন।

সীতা যখন একা ও অসহায় তখন তুমি তাঁকে চুরি করে এনেছো। তুমি জানতে যে আমি সেখানে থাকলে তোমায় তখনই খর-এর সঙ্গী হতে পাঠাতাম!

রাম আর রাবনের এবার তুমুল যুদ্ধ হলো।
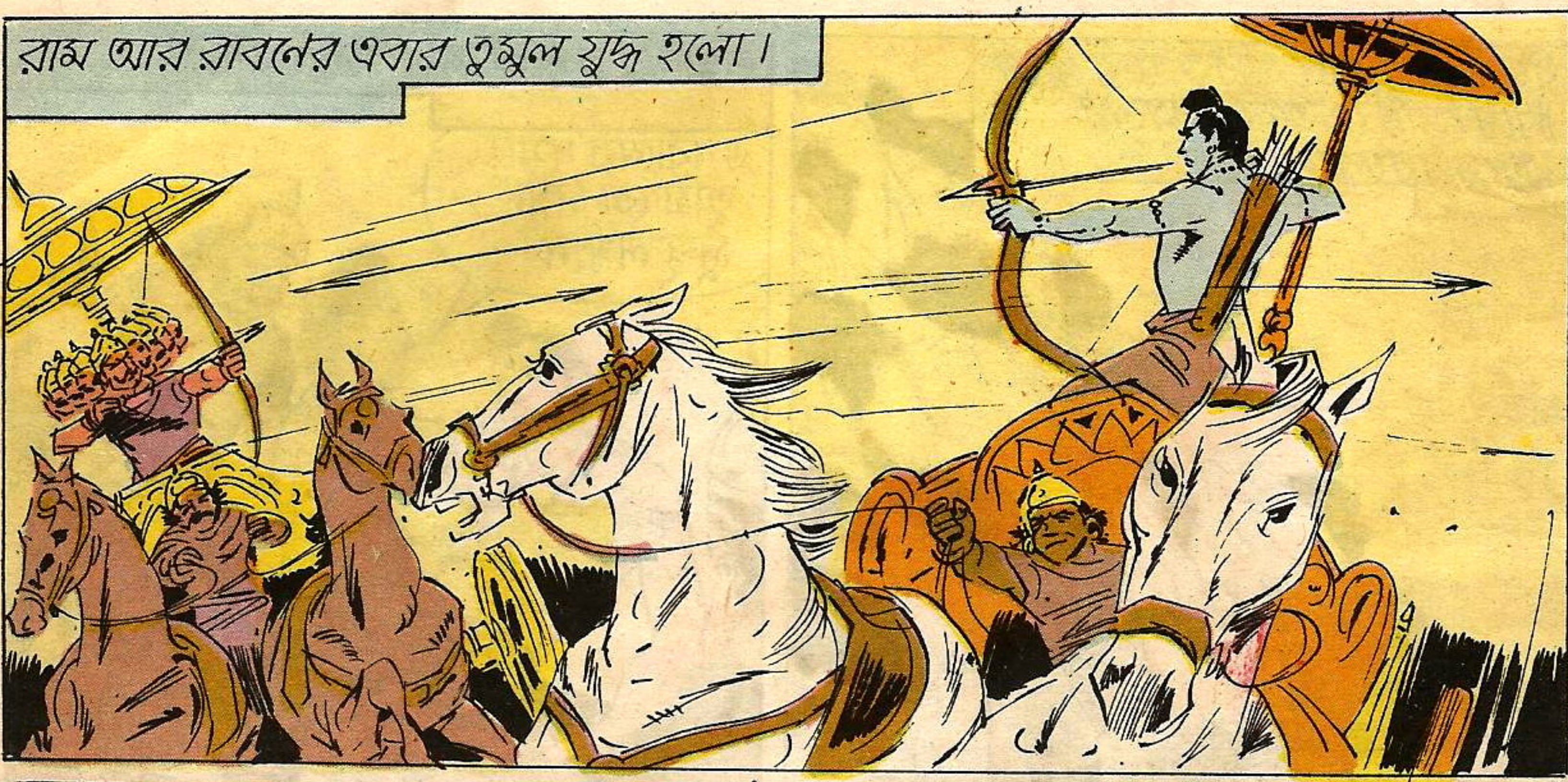
কিছুক্ষন অস্ত্রের ঝনৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। অন্ধকার যেন তাঁদের ঢেকে দিল। দেখা গেল শুধু অস্ত্রের ঠোকাঠুকির স্ফুলিঙ্গ!
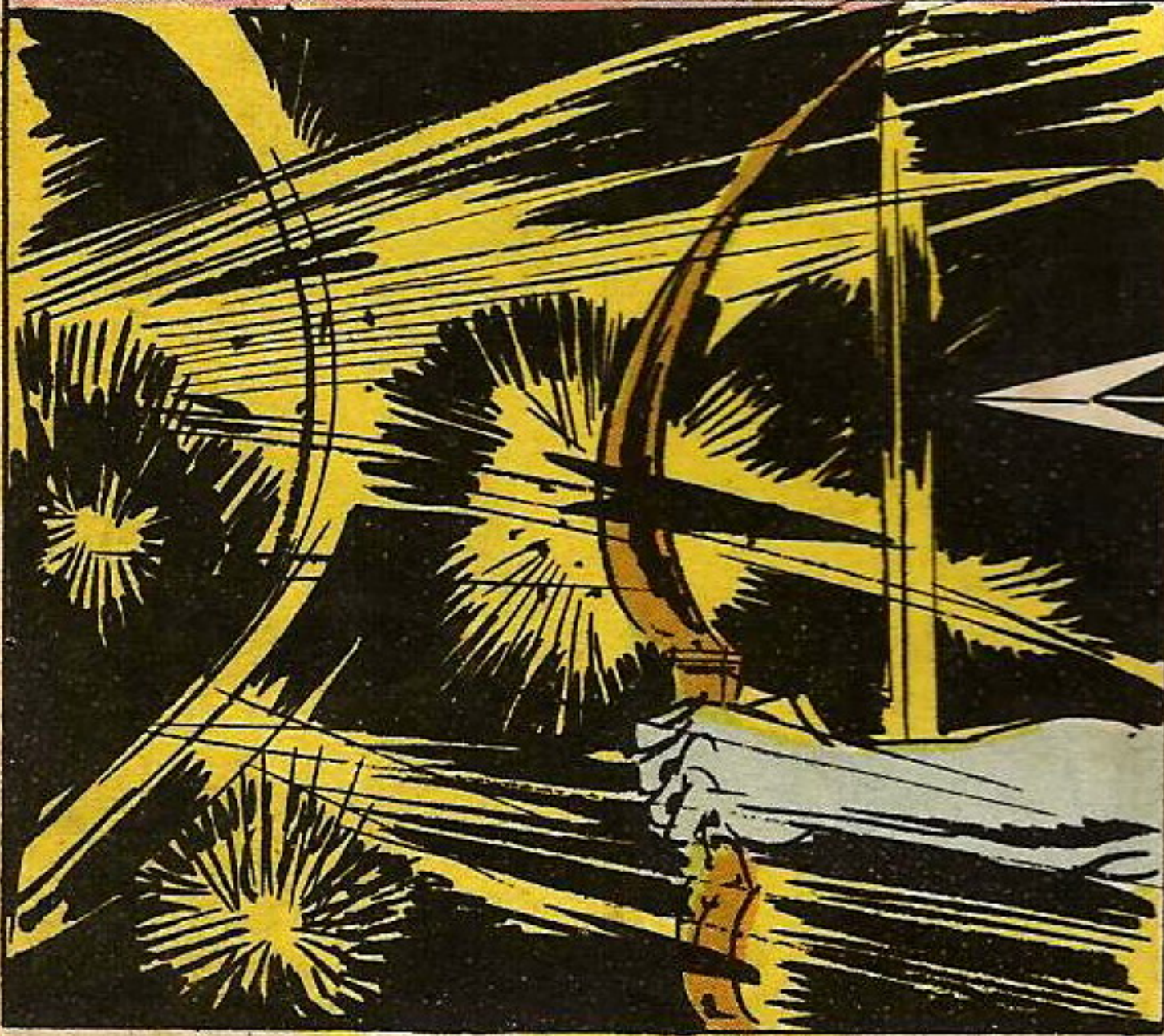
অবশেষে সূর্য দেবকে প্রার্থনা* জানিয়ে রাম রাবনকে লক্ষ্য করে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করলেন...

... তাতে রাবনের মৃত্যু হলো।
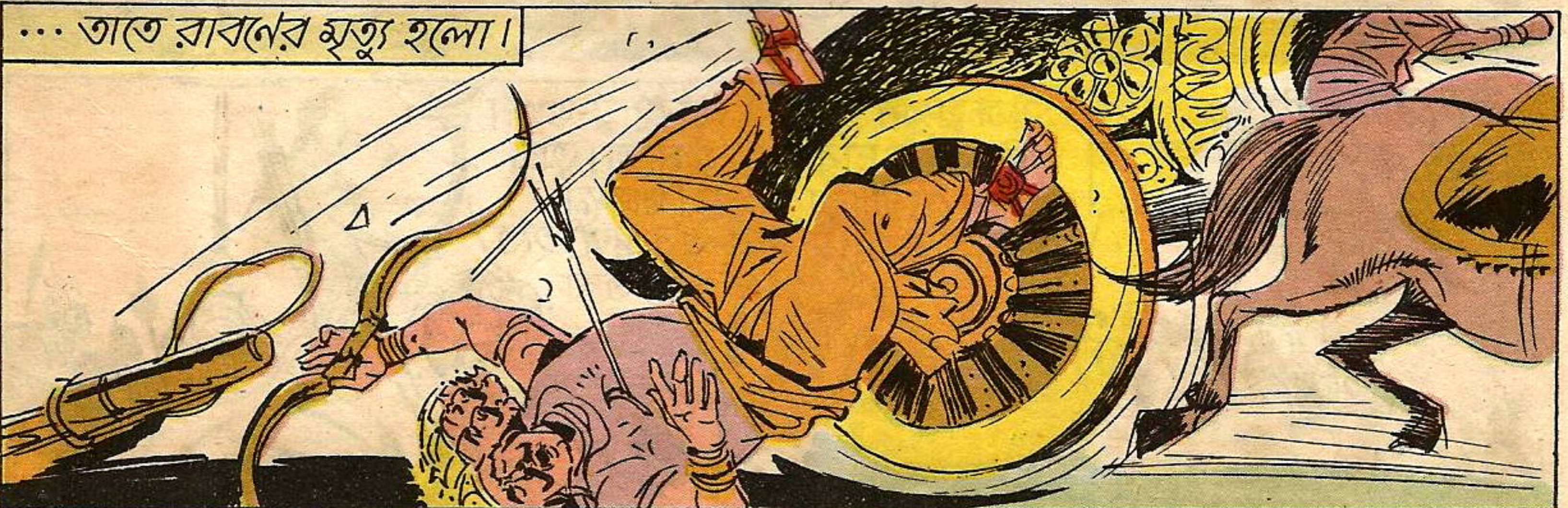
* যুদ্ধক্ষেত্রে অগস্ত্য মুনির দেওয়া মন্ত্র

লক্ষ্মন বিভীষনকে নতুন রাজপদ দিলেন।
লঙ্কায় শান্তি ও ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো।
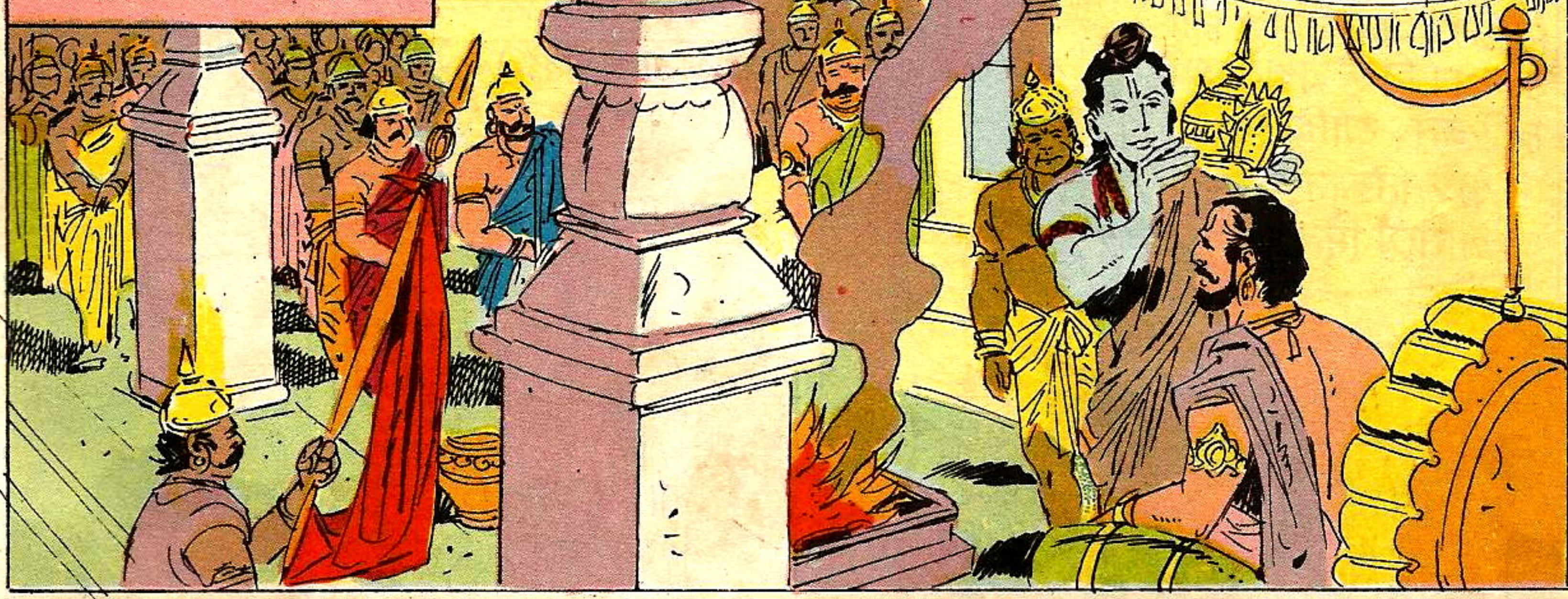
পরে, রাম ও সীতার যখন দেখা হলো —

সীতা, আমি আমার স্ত্রীর অপহারককে বধ করে আমার মান রক্ষা করেছি।

... কিন্তু পরের ঘরে যে দিন কাটিয়েছে, এমন স্ত্রীকে কোনও মানী লোক আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। আমাদের আলাদা হতেই হবে!

সীতা সে কথা শুনে স্তম্ভিত।

আমি রাবনের বন্দিনী ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মনে শুধু রামের চিন্তাই ছিল। এখন তুমি যখন আমায় সন্দেহ করছো, আমার আর বাঁচার কি দরকার! লক্ষ্মন অগ্নিকুন্ড জ্বালুক, আমি আগুনেরই* আশ্রয় নেবো।
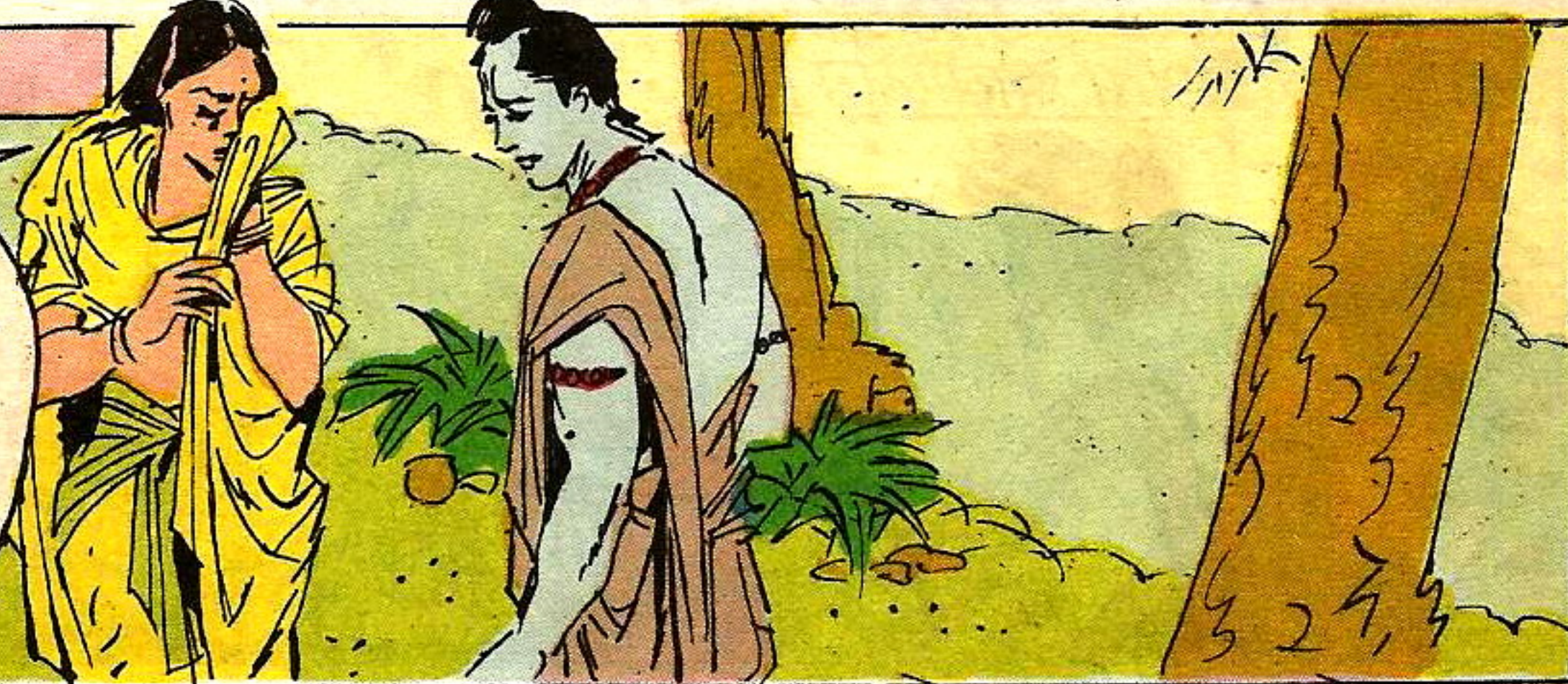
* অগ্নি দেবতা

হে অগ্নি দেব, আমি যে আমার শুচিতা বিশ্বে ঘোষনা করতে চাই তা নয়। কিন্তু যখন তাই চাইছেন, আমি যে সত্যিই নিষ্কলঙ্ক, তা জানিয়ে দিন।

অগ্নি সীতার প্রার্থনা শুনলেন। সার্থক অগ্নিপরীক্ষায় তাঁর একটি চুলও পুড়লো না।

রাম, সতী ও পরম পুন্যবতী সীতাকে গ্রহন করো।

আমাকে ক্ষমা করো, সীতা! আমার কোনও পরীক্ষার দরকার ছিল না কিন্তু রাজরানীকে সন্দেহাতীত হতে হয় বলে আমাকে এ পরীক্ষা করতে হয়েছে।
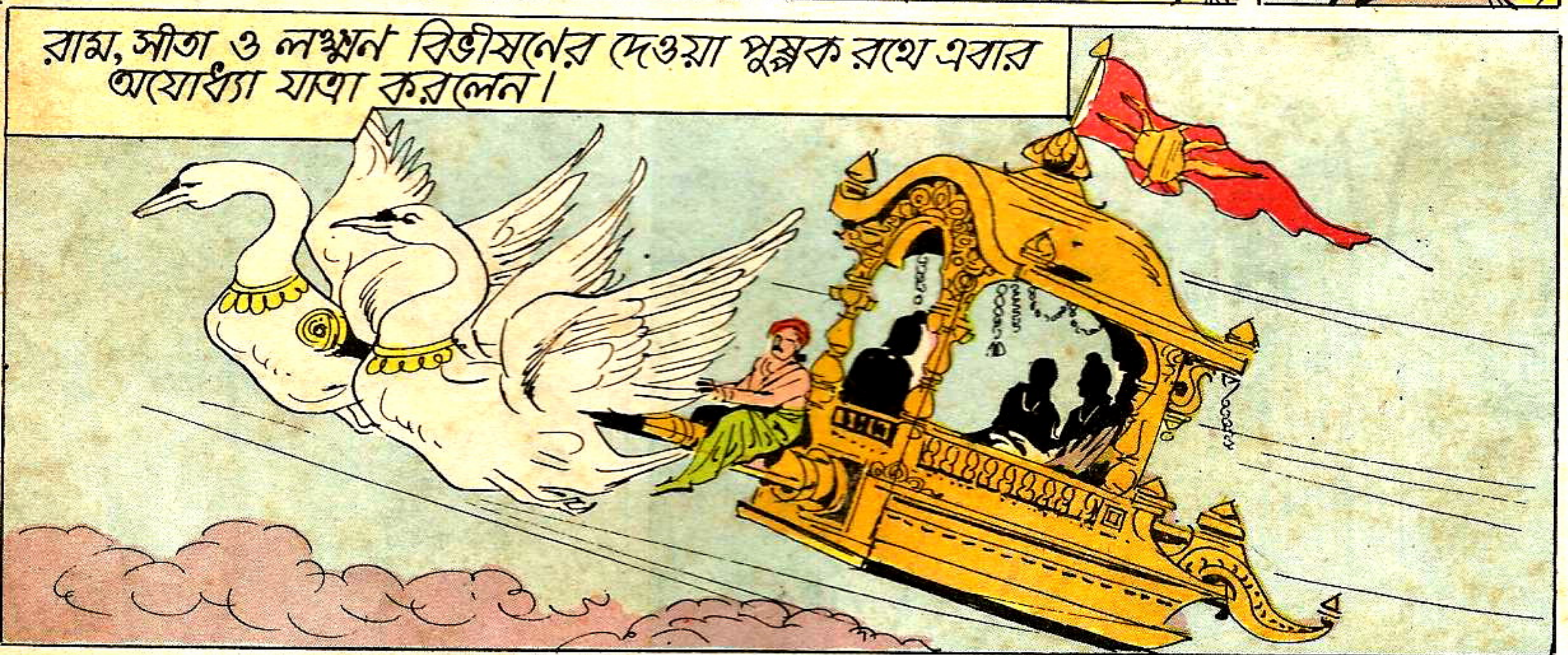
রাম, সীতা ও লক্ষ্মন বিভীষনের দেওয়া পুষ্পক রথে এবার অযোধ্যা যাত্রা করলেন।
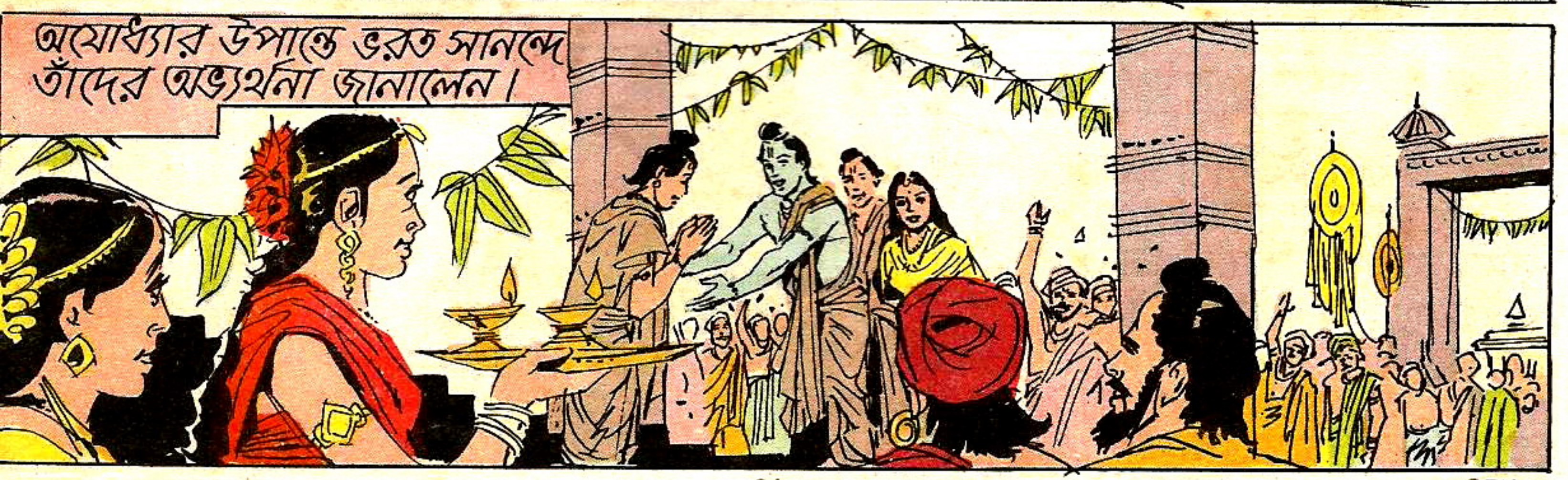
অযোধ্যার উপান্তে ভরত সানন্দে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

অযোধ্যার রাজা করা হলো রামকে।

রাম ধর্ম শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। প্রজারা তাঁকে অনুসরন করে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে রত হলেন। রামের রাজত্বে সুখ বিরাজিত হলো সর্বত্র।

ENTRY FORM

Cadbury's

Gem of A Poem Contest

Cadbury's GEMS

Cut out this page.
Fill in your name, age and address here.
Mail it to Cadbury India Ltd., P.O. Box No. 26515, Bombay 400 026.

Name ______________________

______________________ Age ______

Address ______________________

____

____

____

Write your poem neatly in this space:

____

____

____

____

Cut here

OBM/7075